চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 172 Thursday, 23 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৭২ সংখ্যা ✱ ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৩ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায় রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

ভোট আবহে মেদিনীপুর জুড়ে একের পর এক বিজেপি নেতার বাড়িতে পুলিশি অভিযান। কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে তো কাউকে হেনস্তার অভিযোগ। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

শিলিগুড়ির যে বাড়িতে সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা হয়েছিল তার মালিক রামকৃষ্ণ মিশনই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে জানাল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ। ...*বিস্তারিত পাতা ৭*

ভারতীয় ক্রিকেটের হটসিটে বসার জন্য নাম উঠে গিয়েছে ধোনিরই বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম মুখের। কে তিনি? তাঁরও পকেটে রয়েছে দু-দুটো বিশ্বকাপ। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

তৃণমূল সরকারের জমানায় জারি ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের জমানায় জারি সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ওই শংসাপত্রগুলি নিয়ম মেনে বানানো হয়নি। এর ফলে প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হল বলে মনে করা হচ্ছে। যার একটা বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। বুধবার এক নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, কোনও নিয়ম না মেনেই ২০১১ সাল থেকে দেদার ওবিসি শংসাপত্র জারি করেছে। এভাবে ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া অসাংবিধানিক। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশনের কোনও পরামর্শ না মেনে এই শংসাপত্র জারি করা হয়েছে। তাই ওই সমস্ত শংসাপত্র বাতিল করা হল। চাকরিতে বা অন্য কোনও জায়গায় ওই শংসাপত্র আর গ্রাহ্য হবে না। তবে এই সময়ের মধ্যে জারি শংসাপত্রের মাধ্যমে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরি বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে আদালত। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রায় সমস্ত মুসলিমকে ওবিসি-র আওতায় নিয়ে এসেছেন বলে বার বার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের প্রচারেও বার বার একথা বলতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। তবে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে পদ্ধতিতে ওবিসি শংসাপত্র জারি করেছে তা অবৈধ বলে এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন আইন ১৯৯৩ অনুসারে ওবিসিদের তালিকা তৈরি করতে হবে। ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত যারা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন শুধুমাত্র তাদেরই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তার পর সেই তালিকা পাশ

করাতে হবে বিধানসভায়। এদিকে অতীতে একাধিকবার ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এবার একধাক্কায় ৫ লক্ষ সার্টিফিকেট বাতিলের খবরে ফের এবার সেই চাকরি দুর্নীতির গন্ধ পেতে শুরু করেছেন অনেকেই। কতটা গভীরে ছড়িয়েছে জাল? প্রসঙ্গত, আমাদের এখানে যে ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে ভারত সরকারের সোশ্যাল জাস্টিস ও এমপাওয়ারমেন্ট বিভাগ। সূত্রের খবর, এই বিভাগের কাছেই ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে। যাঁরা ওবিসি হতে পারেন না, বা বলা ভাল 'যোগ্যতা' নেই তাঁদের অনেকেই পেয়ে যাচ্ছেন শংসাপত্র। অভিযোগ, তা ইস্যু করেছে রাজ্য সরকার। নেপথ্যে দাললা চক্র কাজ করেছে বলেও অভিযোগ। দালালদের হাত ধরেই তা পেয়ে গিয়েছেন বহু আবেদনকারী। এই অভিযোগই গিয়ে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় সরকারে কাছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষিত আসনে ভর্তি থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাট অফ মার্কসে ছাড়, চাকরির পরীক্ষায় আবেদন, সামাজিক প্রকল্পে আবেদন, সরকারি ভাতা সহ সব ক্ষেত্রেই এই ওবিসি সার্টিফিকেটের ব্যবহার রয়েছে। সে ক্ষেত্রে এতদিন যাঁরা ওবিসি সার্টিফিকেটের হাত ধরে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিলেন তাঁদের কী হবে? অন্যদিকে যাঁরা এই ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ফেলোশিপ পান, ভাতা পান তাঁদেরই বা কী হবে? এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদনও করতে শুরু করেছেন। সেই সমস্ত আবেদনকারীদের কী হবে? কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে অনেকের মনেই। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট জানাচ্ছে ২০১০ সালের পরে ওবিসি সংরক্ষণের কারণে যারা চাকরি পেয়েছেন বা নিয়োগপ্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের চাকরি বহাল থাকবে।

'শুভেন্দুর বাড়িতে রেড করিয়েছেন মমতা, ২৫ পয়সাও পাননি'

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট ও কাঁথি, ২২ মেঃ মঙ্গলবার কোলাঘাটে শুভেন্দু অধিকারীর ভাড়াবাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বুধবার পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন তিনি। আর এবার শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি হানা নিয়ে বাংলায় এসে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বললেন, ''শুভেন্দুর উপর অত্যাচার যত করবেন, বিজেপি ততই তাঁকে বড় নেতা বানাবে।'' বুধবার কাঁথিতে দলীয় প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর সমর্থনে জনসভা করেন অমিত শাহ। এদিন কাঁথির ইটাবেড়িয়ার মাঠে হাইভোল্টেজ এই সভা থেকেই শুভেন্দুর পাশে থাকার বার্তা দেন অমিত শাহ। শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি অভিযানের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই ঘাটাল

লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়কের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। একইসঙ্গে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক সৌমেন মিশ্রর বাড়ি এবং মেদিনীপুরে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বাড়িতেও পুলিশ গভীর রাতে হানা দেয়। আর মেদিনীপুর জুড়ে পুলিশি হানার বিরুদ্ধে এদিন সরব হন অমিত শাহ। জোর গলায় হুঙ্কার দেন, ''পুলিশ শুভেন্দুর বাড়িতে তল্লাশি করে কিছু পায়নি। মমতা দিদি পুলিশের অবব্যবহার বন্ধ করুন, না হলে বাংলার মানুষ ২-৪টি আসনও দেবে না। মেদিনীপুর থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি।'' বুধবার 'অধিকারী গড়' কাঁথির জনসভা থেকে শাহ জানান, বাংলায় পা দিয়েই শুভেন্দুর ভাড়াবাড়িতে পুলিশি হানার খবর পান তিনি। এই নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''এখানে 'ল্যান্ড' করতেই একটা এসএমএস পেলাম। জানলাম শুভেন্দুদার বাড়িতে পুলিশ 'রেড' করেছে।'' এরপরই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশে অমিত শাহের কটাক্ষ, ''আরে মমতাদিদি, আমরা বিজেপির লোকজন আপনার পুলিশকে ভয় পাই না। আপনার মন্ত্রীর বাড়িতে রেড হলে ৫১ কোটি টাকা মেলে। আর শুভেন্দুদার বাড়িতে রেড হয়েছে। চারও আনাও পাননি।'' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল ভয় পেয়ে গেছে। তাই পুলিশের অপব্যবহার করছে। এদিনের সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ইস্যুতে মমতাকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বাংলার শাসকদল অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শাহ। তাঁর দাবি, বাংলায় ৪২টি লোকসভা আসনের ৩০টিতে বিজেপি জয় পেলেই তৃণমূল শেষ হয়ে যাবে। এদিন কাঁথি লোকসভা বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর সমর্থনে সভা করেন শাহ। ওই মঞ্চে দেখা গিয়েছে বিদায়ী সাংসদ, শুভেন্দু-সৌমেন্দুর বাবা শিশির অধিকারীকে। সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ইস্যুতে মমতাকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অভিযোগ করেন, ''মমতার ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারী। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই হবে। ছিল, আছে, থাকবে। আমরা নিয়েই ছাড়ব।'' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বাংলায় সিএএ হবেই। আবার দুর্নীতি ইস্যুতে মমতার সরকারকে নিশানা করে শাহের সংযোজন, ''এই মাফিয়াদের খুঁজে খুঁজে উল্টো করে ঝুলিয়ে সিধে করে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।''

বিজেপির রায় মানি না, ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে মমতা

দুরন্ত বার্তা, খড়দহ, ২২ মেঃ হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। ২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া গোটা ওবিসি তালিকা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যার জেরে বাতিল হতে বসেছে প্রায় ৫ লাখ ওবিসি শংসাপত্র। হাইকোর্টের এই রায় প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র আপত্তি জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ খড়দহের সভা থেকে মমতা বলেন, ''এই রায় আমি মানি না। যেমন ২৬ হাজার শিক্ষককে যখন বাতিল করা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ওই রায় আমরা মানি না। তেমনই আজকে বলছি, যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন নাম বলব না রায় নিয়ে বলা যায়। বিজেপির রায় এটা। আমরা মানব না। ওবিসি মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আদালত বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের কিছু হতে পারে না। এটা অন্যায় হয়েছে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন করা যাবে না।'' বিজেপির একটিতে দাবি করা হয়েছিল তৃণমূল মানেই দুর্নীতি এবং অপরটিতে বলা হয়েছিল তারা হিন্দুদের বিরোধী। কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট বলেছে, ''যে কোনও বিজ্ঞাপনের লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত।'' আদালতের রায়ে খুশি হয়ে মমতার বক্তব্য, এখন খেলা ঘুরে গেছে। দুর্নীতি ইস্যুতে তাঁকে এবং তাঁর দলকে নিশানা করায় বিজেপিকেও আগেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেছেন, কোনও প্রমাণ ছাড়াই 'চোর, চোর' বলা হচ্ছে, এর জবাব তিনি দেবেন।

সংরক্ষণ চলছে, চলবে।'' খড়দহের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর স্পষ্ট দাবি, ''উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে করে আমরা ওবিসি সংরক্ষণ করেছিলাম। ২০১২ সাল থেকে চলছে।'' মমতার বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আজ হাইকোর্ট জানিয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী ওবিসি-দের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে। এদিকে খড়দহের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও এদিন একহাত নিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বলেন, ''কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেরাচ্ছেন না সংখ্যালঘুরা তফসিলিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেবে। এটা কোনওদিন হতে পারে? তাহলে সংবিধান ভেঙে দিতে হয়।'' তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও সংযোজন, ''সংখ্যালঘুরা কখনও তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না। এটা দিতে পারে না, দেবেও না।'' বুধবার খড়দহের জনসভা থেকে বিজেপি বিজ্ঞাপন ইস্যুতে মুখ খোলেন বুধবার বিজেপির বিজ্ঞাপন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ''যারা করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে মানহানির মামলা করব। কারণ প্রমাণ করতে হবে যে আমি কারও থেকে এক পয়সাও খেয়েছি। আর প্রমাণ করতে না পারলে তাঁকে আমাকে ১,০০০ কোটি টাকা দিতে হবে!'' মুখ্যমন্ত্রীর খোঁচা, ''রায় আমি পেয়ে গেছি, এবার খেলাটা আমার হবে।'' তবে এত টাকা পেয়ে কী করবেন তিনি, সেটাও জানান মমতা। সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তা তিনি জনগণকে দিয়ে দেবেন। বিজেপির বিজ্ঞাপন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই দুটি বিজ্ঞাপন সঠিকভাবে যাচাই করা নয়। তাই এই ধরনের বিজ্ঞাপন আপাতত দেওয়া যাবে না। আদালতের নির্দেশের পর নির্বাচন কমিশনও এই নিয়ে পদক্ষেপ করেছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে শোকজ করা হয়েছিল। তবে আদালত নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করে। সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মন্তব্য ছিল, তৃণমূল যে অভিযোগ করেছিল তার প্রেক্ষিতে আগেই পদক্ষেপ করা উচিত ছিল কমিশনের।

একুশের লোডশেডিংয়ের বদলা নেবই
নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২২ মেঃ একুশের বিধানসভা ভোটের খেলা এখনও শেষ হয়নি। আগামী ৪ জুন সেই খেলা শেষ হবে। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের নির্বাচনী সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলেন, ''একুশের বিধানসভা ভোটে বিজেপির দলদাস কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং শাগরেদ নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে লোডশেডিং করে চারটে ইভিএম সরিয়ে মানুষের জনমতকে কারচুপি করে এখানে যিনি জিতেছিলেন তাঁকে যোগ্য জবাব দেওয়ার দিন ২৫ মে। তারপরই এই খেলা শেষ হবে।'' গত বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে ১৯৫৬ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। গণনা কেন্দ্রে লোডশেডিং করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর অভিযোগ উঠেছিল। এবারের লোকসভা ভোটে নন্দীগ্রামের মানুষ তার জবাব যোগ্য জবাব দেবে বলে দাবি করেছেন অভিষেক। একই সঙ্গে অভিষেকের ভবিষ্যদ্বাণী, এবারে অন্তত দু'লক্ষ ভোটের ব্যবধানে তমলুক থেকে জিতবে দেবাংশু। দুর্যোগ উপেক্ষা করে এদিন নন্দীগ্রামে অভিষেকের সভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ''এই সভায় উপস্থিত শুধু খালি মাঠের লোক ২ নম্বর বোতামটা টিপে দিলে বিজেপির দু'নম্বরি নেতাগুলোর দফারফা হয়ে যাবে।'' তমলুক লোকসভা আসনে এবারে তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। ইভিএমের ২ নম্বরে রয়েছে তাঁর নাম। তমলুকে এবারে বিজেপি প্রার্থী করেছে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। ওই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি প্রার্থীকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, ''কাকে প্রার্থী করেছে দেখেছেন? কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কামনা করছেন, কখনও বা তাঁর দাম জানতে চাইছেন।'' অভিষেকের অভিযোগ, ''৮০টা বুথে জোর করে দখল করে ভোট করার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। ওদের দল থেকেই আমাকে খবর দিয়েছে। তবে বলে রাখছি, ভোট লুঠ করতে এলে খুব খারাপ হবে। সতর্ক করে গেলাম।'' সম্প্রতি তৃণমূল সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে। শুভেন্দুর সেই মন্তব্যের অডিও চালিয়ে জনতার কাছে অভিষেক জানতে চান, ''উনি তৃণমূলকে নর্দমা বলেন। নর্দমা আসলে কে? মুখের ভাষা শুনছেন?'' শুভেন্দুকে মেরুদণ্ডহীন বলেও কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ''তুমি মেদিনীপুরের সন্তান নও। ইডি, সিবিআই থেকে বাঁচতে বিজেপিতে গেছো। আজকে সতীশ সামন্ত, সুশীল ধারা, বীরেন্দ্র শাসমলরা বেঁচে থাকলে একে ক্ষমা করতেন না। কারণ, এর তো শিরদাঁড়াই নেই!''

কলকাতায় বাংলাদেশের সাংসদের রহস্যমৃত্যু, খুন বলে অনুমান পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ ভারতে চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ হয়েছিলেন বাংলাদেশের ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। অবশেষে নিউটাউন থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। এর আগে সাংসদ কন্যা মমতারিন ফেরদৌস ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের দফতরে গিয়ে বাবার নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিলেন গত রবিবার। মমতারিন জানিয়েছিলেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে বহু চেষ্টা করেও বাবা আনোয়ারুলের সঙ্গে কোনও ভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর

অবশেষে উদ্ধার হল বাংলাদেশি সাংসদের মৃতদেহ। রিপোর্ট অনুযায়ী, নিউটাউনের অভিজাত আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে আনোয়ারুল আজিমের মৃতদেহ। আনোয়ারুল বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামিলিগের সদস্য ছিলেন। তিনবার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধন্দ কাটেনি এখনও। জানা গিয়েছে, গত ১২ মে দর্শনা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশি সাংসদ। এরপর গত ১৬ মে থেকে সাংসদের ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে নাকি তিনি নিজের সহকারী আবদুর রউফকে ঢাকায় ফোন করেছিলেন। তবে সেই সময় রউফ ফোনটি ধরতে পারেননি। পরে তিনি সাংসদকে ফোন করলে মোবাইল বন্ধ পান। কালীগঞ্জ উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আনোয়ারুল। তিনি উপজেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি পদে ছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাংসদ তিনি। এদিকে রিপোর্টে জানা যায়, কলকাতায় এসে বরানগরে সিঁথি মোড় এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন বাংলাদেশি সাংসদ। ১২ মে গোপাল বিশ্বাস নামক সেই ব্যক্তির বাড়িতে ছিলেন আজিম। এরপর ১৩ মে দুপুর দেড়টা নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে ১৮ মে গোপাল বিশ্বাস ১৮ মে বরানগর থানায় বাংলাদেশি সাংসদ বন্ধুর নিখোঁজ হওয়ার ডাইরি করেন। জানা গিয়েছে, কলকাতায় স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ দেখাতে এসেছিলেন আজিম। এদিকে পুলিশ অনুমান করছে এটা খুনের ঘটনা। এই আবহে যে আবাসন থেকে আজিমের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দহনজ্বালায় অতিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ভারত, কেরলে ভারী বর্ষণের লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ তীব্র গরমের দহনজ্বালায় রীতিমতো অতিষ্ঠ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত। দাবদাহে নাজেহাল রাজধানী দিল্লি, রাজস্থান, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৪ দিন এমনই আবহাওয়া থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বজায় থাকবে উত্তর মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটেও।দেশের উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন গরমে নাজেহাল, তখন দক্ষিণ ভারতে আবার ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ মে, বৃহস্পতিবার কেরল ও মাহে-তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আইএমডি-র পক্ষ থেকে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবার উত্তর-পূর্বের রাজ্য ও মেঘালয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আম আদমি পার্টি মহিলা-বিরোধী দলে পরিণত হয়েছেঃ প্রমোদ সাওয়ান্ত

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহ-কাণ্ডে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রমোদ সাওয়ান্ত। কেজরিওয়ালের দলকে মহিলা-বিরোধী দল আখ্যা দিয়েছেন প্রমোদ সাওয়ান্ত। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, স্বাতী মালিওয়াল ইস্যুতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন নীরবতা পালন করছেন?এরপরই এএপি-র তীব্র সমালোচনা করে প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, এএপি একটি মহিলা-বিরোধী এবং দিল্লি-বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। স্বাতি মালিওয়াল গত ২০ বছর ধরে কেজরিওয়ালের কমরেড ছিলেন, তবুও তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

বিমানের ধাক্কায় মৃত ৩০টির বেশি ফ্লেমিঙ্গো

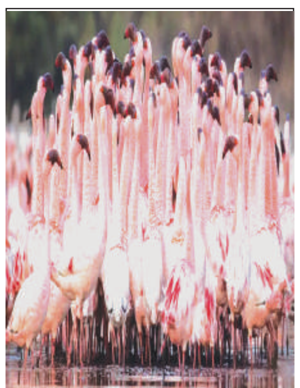

মুম্বই, ২২ মে ঃ বিমানের ধাক্কায় মৃত ৩০টিরও বেশি ফ্লেমিঙ্গো পাখি। গত সোমবার রাতে মুম্বইয়ের ঘাটকোপর এলাকায় .এমিরেটস বিমানের ধাক্কায় প্রায় ৩৬টি ফ্লেমিঙ্গোর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পাখির ঝাঁকের সঙ্গে বিমানের ধাক্কা লাগার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি মুম্বই বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। দুবাই থেকে আসছিল বিমানটি। এই পাখিগুলি ওই বিমানের ধাক্কায় মারা যায়। এছাড়া আরও বহু পাখি আহত হয়েছে এই ঘটনায়। বনকর্মীরা আক্রান্ত ফ্লেমিঙ্গোর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে সেই অঞ্চলে।

হিরণের সচিবের বাড়িতে পুলিশি হানা

ঘাটাল, ২২ মে ঃ শুভেন্দু অধিকারীর পর হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এবার ঘাটালের বিজেপি প্রার্থীর সচিবের বাড়ি-সহ ৩ জায়গায় হানা দিল পুলিশ। বুধবার ভোররাতে খড়গপুর, কেশপুর, মেদিনীপুরের ৩ বিজেপি নেতার বাড়িতে চলল তল্লাশি অভিযান। ঘাটাল লোকসভা আসনে বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ছেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়।বিজেপি সূত্রের খবর, বুধবার ভোররাত আড়াইটে নাগাদ খড়গপুরের তালবাগিচায় তমোঘ্নর বাড়িতে হাজির হয় ঘাটাল ও খড়গপুর লোকাল থানার পুলিশ। হিরণের দাবি, এর পাশাপাশি কেশপুরে আরও এক বিজেপি নেতা এবং মেদিনীপুরে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বাড়িতেও পুলিশ হানা দেয়। কী কারণে অভিযান, তা নিয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ। যদিও হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের ফেসবুক লাইভে দেখা যায়, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার প্রার্থীকে বলছেন, প্রতারণা মামলার তদন্ত করতেই এই অভিযান।

শুভেন্দুর ভাড়াবাড়িতে পুলিশি হানার সঙ্গে নিজের 'মিল' পেয়ে মহুয়ার কটাক্ষ, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল'

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কোলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে পুলিশি অভিযান নিয়ে ক্ষুব্ধ। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন অভিযান হল? পুলিশের সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল কি? পাশাপাশি, ভিডিয়োগ্রাফি কেন হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন করেন। আর এখানেই শুভেন্দুর সঙ্গে নিজের 'মিল' পেলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। বিজেপি নেতাকে তৃণমূল প্রার্থীর খোঁচা, ' যাত্রায় কেন পৃথক ফল হবে?'শুভেন্দুর অভিযোগ, মঙ্গলবার বিকেলে কোলাঘাটে তাঁর ভাড়াবাড়িতে ৭০ থেকে ৮০ জন পুলিশের দল যায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে কেশপুর থেকে সরাসরি কোলাঘাট থানায় যান বিরোধী দলনেতা। 'অস্ত্র, মাদক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছিল', পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তোলেন তিনি। থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মসমর্থকেরা। আইনি পথে লড়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শুভেন্দু।এদিকে শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি হানা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মহুয়া মৈত্র। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সিবিআইকে 'মোদীর পুলিশ' বলে খোঁচা দেন তিনি। কৃষ্ণনগরের বিদায়ী সাংসদের অভিযোগ, তাঁর ভাড়াবাড়িতেও তাঁর অনুপস্থিতিতেই সিবিআই অভিযান চালিয়েছিল। সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পরিকল্পনা থাকতে পারত। কিন্তু এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ করেও তিনি এখনও জবাব পাননি। তার পরেই মহুয়ার প্রশ্ন, এক যাত্রায় কেন পৃথক ফল হবে?গত ১৯ মার্চ 'সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে মহুয়ার কলকাতার বাড়ি এবং অফিস মিলিয়ে মোট চারটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মহুয়া অভিযোগ করেন, ভোট ঘোষণা হওয়ার পর নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন এই ধরনের তল্লাশি কি আদর্শ আচরণের বিরোধী নয়? ঠিক দু'মাসের মাথায় মঙ্গলবার বিকেলে খানিকটা তেমনই ঘটনা দেখা গিয়েছে কোলাঘাটে শুভেন্দুর বাড়িতেও। পুলিশি অভিযানের প্রেক্ষিতে শুভেন্দুও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

মোদী ক্ষমতায় ফিরলে কোন কোন পদক্ষেপের আশঙ্কা প্রশান্ত কিশোর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ কে ক্ষমতায় আসবে, তা জানতে ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে যদি আবারও মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে, সে ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথা বললেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। রাজনৈতিক বিশ্লেষক পিকের দাবি, প্রতিটি রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা আনতে পারে মোদী ৩.০ সরকার। শুধু তাই নয়, গব্বক ফের একবার ক্ষমতায় এলে পেট্রল এবং ডিজেল চলে আসবে GST-র আওতায়। পরিকাঠামোগত এবং প্রশাসনিক নানা পরিবর্তনও হতে পারে বলে অনুমান প্রশান্ত কিশোরের।একদা ভোটকুশলীর কথায়, 'মোদী ফের একবার প্রধানমন্ত্রী পদে বসলে ক্ষমতা এবং সম্পদ আরও বেশি কেন্দ্রের অধীনস্থ থাকবে। পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা আনা হতে পারে।'২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নরেন্দ্র মোদীর ভোটকুশলী ছিলেন এই প্রশান্ত কিশোর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সেই পিকেই নরেন্দ্র মোদীর দলের নানা সমালোচনার দিক তুলে ধরছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমানে দেশের প্রতিটি রাজ্যের হাতে তিনভাবে আয়ের রাস্তা রয়েছে। পেট্রলিয়াম, আবগারি এবং জমি। আমি অবাক হব না যদি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার পেট্রলিয়ামকেও GST-র আওতায় নিয়ে আসে।'বর্তমানে পেট্রল, ডিজেল, ন্যাচরাল গ্যাস GST-র আওতায় পড়ে না। তবে VAT, সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স, সেন্ট্রালএক্সাইজ ডিউটির আওতায় পড়ে। পেট্রল এবং ডিজেলকে GST-র আওতায় আনার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিনের একটি দাবি রয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রির। তবে রাজ্য সরকারগুলি বরাবরই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এতে রাজ্যগুলির আয়ে বড়সড় প্রভাব পড়বে বলেও মনে করা হচ্ছে। পেট্রল GST-র আওতায় আনার মতো বড় পদক্ষেপ রাজ্যগুলিকে আরও দিল্লি নির্ভর হতে বাধ্য করবে। করের ভাগ আদায় করতে কালঘাম ছুটবে রাজ্য সরকারগুলির। এমনটাও মত একাংশের।একটি সাক্ষাকারে ভোটকুশলী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে ফের এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন, '২০১৯ সালে BJP ৩০৩টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবারও তাদের আসন সংখ্যা তার আশপাশেই থাকবে। ৪ জুন কী ফলাফল বেরোবে তা ভবিষ্য বলবে। আমার মত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলব, ধারাবাহিকতা বড্ড একঘেঁয়ে। গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে মোদী নেতৃত্বাধীন BJP ক্ষমতায় ফিরবে, এ কথাই বলেছি। ২০১৯ সালে তারা যে আসন পেয়েছিল, তার ধারেপাশেই থাকবে সংখ্যা।'

প্রাক নির্বাচনী লগ্নেই মেদিনীপুরে মিশনে পুলিশ! গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ বিজেপির খড়গপুর শহর মধ্য মণ্ডলের সভাপতি শ্রী তারকেশ্বর রাও। বুধবার ভোররাতে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে তারা। দলের এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে। তবে ধৃতের পরিবারের দাবি, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। পুলিশ জোর করে ফাঁসিয়েছে। জানা গিয়েছে, ২১ এপ্রিল খড়গপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি দপ্তরে বসে মদ্যপান চলছিল। দলীয় এক কর্মী এর প্রতিবাদ করেন। তখনই তাঁকে মারধর করা হয়। বাঁচাতে তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলে তাঁকেও হেনস্তা করা হয়। অভিযোগ, তারকেশ্বর রাও বিষয়টিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। এই ঘটনার ভোটের দিন তিনেক আগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।অন্যদিকে অসমের হাইলাকান্দি পুরসভা এলাকা থেকে দুই বিজেপি নেতা এসেছিলেন কেশিয়ারিতে। সেখানে তাঁরা প্রচার করছিলেন। তাঁদের পুলিশি হেনস্তা করা হয়েছে বলেও খবর। আরেক বিজেপি নেতা সৌমেন মিশ্রর বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ। তবে তিনি না থাকায় তাঁর স্ত্রীর দরজা খোলেননি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত থেকে অ্যাকশনে নেমেছে পুলিশ। প্রথমে কোলাঘাটে শুভেন্দুর ভাড়াবাড়ি কাম অফিসে তল্লাশি চালায় তারা। এর পর বিজেপি প্রার্থী হিরণের আপ্ত সহায়কের তালবাগিচার বাড়িতে হানা দেয় ঘাটাল থানার পুলিশ। তার পর একযোগে স্থানীয় তিন বিজেপি নেতার বাড়িতে হানা দেয় তারা।

সংসদ চত্বরের সুরক্ষার দায়িত্বে ৩,৩০০ CISF কর্মী,ভোটের মধ্যেই ঘটল বড় বদল

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই সংসদ চত্বরের নিরাপত্তার ভার সিআইএসএফের হাতে চলে গেল। কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী বা সিআইএসএফ দেশের সব বিমানবন্দর থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে কেন সংসদের নিরাপত্তার ভার তুলে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সাংসদদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ জহর সরকারের প্রশ্ন, ' কি কোনও শিল্প? তা হলে শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়োগ করা হচ্ছে কেন? না কি এটা মোদী-শাহের সংসদ নিয়ন্ত্রণ করার নতুন চেষ্টা?সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারই সিআইএসএফ-এর ৩,৩০০-রও বেশি কর্মীকে সংসদ চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবারই সংসদ চত্বর থেকে সিআরপিএফ-এর পার্লামেন্ট ডিউটি গ্রুপ, তাদের সমস্ত প্রশাসনিক কর্তা এবং অপারেশনাল সম্পদগুলিকে সরিয়ে নিয়েছিল। যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি সরিয়ে নেওয়া হয় কমান্ডোদেরও। পার্লামেন্ট ডিউটি গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন সিআইএসএফ-এর একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার। তিনিই সমস্ত কিছু সিআইএসএফ গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করেন।সংসদ চত্বরে অবস্থিত পুরানো এবং নতুন - দুই সংসদ ভবন এবং অন্যান্য কাঠামোগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন থেকে সিআইএসএফ-এর। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর মোট ৩,৩১৭ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর নতুন সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফাঁক ধরা পড়েছিল। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল। তার ঠিক ১২ বছর পর ফের সংসদে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেদ তৈরি হয়। সংসদে জিরো আওয়ার চলাকালীন গ্যালারি থেকে লোকসভা কক্ষের মধ্যে ঝাঁপ দেন দুই ব্যক্তি। লোকসভার মধ্যে একটি ক্যানিস্টার থেকে হলুদ ধোঁয়াও ছাড়েন। একই সময়ে, সংসদ চত্বরের বাইরে আরও দুই ব্যক্তি স্লোগান দিতে দিতে ক্যানিস্টার থেকে রঙিন ধোঁয়া ছড়িয়েছিলেন।এই নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার পর, সামগ্রিকভাবে সংসদ চত্বরের নিরাপত্তাজনিত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে এবং উপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য সিআরপিএফ-এর ডিজির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। ওই কমিটি সংসদ চত্বরের নিরাপত্তার দায়িত্ব সিআরপিএফ-এর হাত থেকে সিআইএসএফ-এর হাতে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশ মেনে, সোমবার সকাল ৬টা থেকে সংসদ চত্বরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সিআইএসএফ-এর কাউন্টার টেরোরিজম সিকিউরিটি ইউনিট। সিআইএসএফ-এর এক পদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, দায়িত্ব গ্রহণের আগে ১০ দিন ধরে সংসদ চত্বরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সিআইএসএফ কর্মীরা। বাহিনীর পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের উর্দি হিসেবে সাফারি স্যুট এবং হালকা নীল রঙের ফুলহাতা শার্ট ও বাদামী প্যান্ট পরতে হবে। সিআরপিএফের ছয়-ব্যাটালিয়নের যে ভিআইপি সুরক্ষা শাখা রয়েছে, সেই শাখার সঙ্গে সিআইএসএফ-এর পিডিজি ইউনিটকে একীভূত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।সিআরপিএফ পিডিজি দায়িত্ব নেওয়ায় সিআরপিএফ কর্মীদের পাশাপাশি, দিল্লি পুলিশের প্রায় ১৫০ জন কর্মী এবং পার্লামেন্ট সিকিউরিটি স্টাফদেরও প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এই দুই বাহিনী যৌথভাবে সংসদের সুরক্ষায় মোতায়েন ছিল। শুধুমাত্র সংসদের সুরক্ষার জন্যই পার্লামেন্ট সিকিউরিটি স্টাফ বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পিএসএ কর্মীদের অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি ভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হতে পারে। পিএসএস কর্মীদের কয়েকজনকে মার্শালের দায়িত্বে রাখা হতে পারে। এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা গুসকরা এবার কে এগিয়ে থাকবে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরা ঃগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এগিয়েছিল গুসকায়.তারপর গুসকরা পৌরসভা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস ।বিরোধীদের অভিযোগ 'গুসকরা পৌরসভা ভোট হয়নি হয়েছিল ভোটলুট '। গুসকরা ১৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬ টি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি গুসকরায় এগিয়েছিল ৪৪০০ মতো বেশি ভোটে শাসক দলের থেকে। গত বিধানসভায় ব্যবধান কমলেও বিজেপি এগিয়ে ছিল ২৪০০ ভোটে শাসকদলের থেকে। লোকসভা নির্বাচনে ষোলটি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি এগিয়েছিল ১৪টি ওয়ার্ডে দুটিতে তৃণমূল আর বিধানসভায় ব্যবধান কমেছিল ঠিকই বিজেপি এগিয়েছিল ২৪০০ ভোটে নটি ওয়ার্ডে তৃণমূল ও সাত ওয়ার্ডে বিজেপি এ গিয়েছিল। পৌরসভা নির্বাচনে ষোলটি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ি হয়ে পৌরসভা গঠন করে তৃনমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদল হওয়ায় নটি ওয়ার্ডে সিপিএম ছিল দ্বিতীয় স্থানে চারটি ওয়ার্ড প্রার্থী দিতে পারে নাই তবুও বিজেপি সাতটি ওয়ার্ডে দ্বিতীয় ছিল ।বিজেপি সিপিএম দ্বিতীয় হলেও শাসক দল দুই তিন গুণ বেশি ভোটে এগিয়ে ছিল। বিরোধীদের শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত ১৩ নং ওয়ার্ডে একবেলা ভোট হওয়ার বিরোধীদের তাড়িয়ে দেয় পুলিশের শাসকদল সহযোগিতায় বলে অভীযোগ বিরোধীদের।ঐ ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস পায় ১২৮২ সিপিএম পায় ৫৪৪ বিজেপি পায় ৩২৪ টি ভোট।এই ওয়ার্ডের সাথে বাকি ওয়ার্ডের চিত্র ভিন্ন। যেমন ৪ নং ওয়ার্ডে তৃনমূল কংগ্রেস পায় ১৭০৫ ভোট। বিরোধীরা কেউ তিন অঙ্কে যায়নি।সিপিএম মাত্র ৭৫ টি বিজেপি মাত্র ৪১ টি ভোট। এসব হলো অতীত বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে কে এগিয়ে থাকবে সেটাই বড়ো চর্চার বিষয়। শাসক দল আগের ভোট গুলিতে একাই ছিল বিজেপি বিশেষ শক্তি শালী না থাকলেও মানুষের ভোটে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর পরিস্থিতি এখন অনেক পাল্টে গেছে ।গত পৌরসভা নির্বাচন থেকে সিপিএম উঠে পড়ে লেগেছে। বিজেপি থেকে নিজেদের ভোট ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা কালের সিপিএমের রেড ভলেন্টিয়ার্স দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । দীর্ঘদিন সিপিএমের দখলে থাকা পৌরসভা পুরনো কমরেড দেখে তারা পাশে পেয়েছে ।এর ফলে সিপিএম যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এই ভোটে তারা নিজেদেরকে শাসক দলের থেকে এগিয়ে রাখার এগিয়ে থাকার দাবি করছে । অপরদিকে বিজেপিরও একই দাবি তারা শাসক দল থেকে এগিয়ে থাকবে। আর শাসক দল এগিয়ে আছেই এমন ধারণা পোষণ করে। ভোটের পর শাসক দল সহ বিরোধীদের ওয়ার্ডের নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে প্রত্যেকেই নিজে নিজে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাতে প্রত্যেকে এগিয়ে থাকার দাবি করে তবে উল্লেখ্য এবারে ভোট আগে পৌরসভার মতো হয় নাই। তাই তারা এই দাবি করে আসছে। বিরোধীদের দাবি শাসক বিরোধী হাওয়া রয়েছে।আগে পৌরসভা ভোটে ভোটার ভোট দিতে না পারার ক্ষোভ রয়েছে। সেই সুফল এবার বামেরাই পাবে। এরকম দাবি বা বামদের । এছাড়া সংখ্যালঘু সব ভোট শাসকদল পাবে না । সিপিএম উপরে তারা ভরসা করছে ।শাসক বিরোধী সংখ্যালঘু ভোট সিপিএম পাবে। এমন দাবি সিপিএমের। বিজেপির দাবি, ভারতবর্ষে এবারে বিজেপি মোদী হওয়া বইছে। তাই গুসকরা তার বাইরে নয়। শাসক দলের থেকে বিজেপি এগিয়েই থাকবে গুসকরা পৌরসভায় এমনই দাবি বিজেপি নেতা চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ গুসকরার নেতৃত্বের। শাসক দলের দাবিতে দাবি ঠিক উল্টো তাদের ধারণা আগে লক্ষী ভান্ডার সহ মেয়েদের অনেক প্রকল্প ছিল না। ফলে বর্তমানে মেয়েদের ভোট শাসক দলের মধ্যে পড়বে। সংখ্যালঘু ভোট শাসক দলের পক্ষে থাকবে। তারা এগিয়ে থাকবে কোন সন্দেহ নেই।গুসকরা কে এগিয়ে থাকবে এ শুধু রাজনৈতিক দলের চর্চার নয় যেহেতু আগে লোকসভা ও বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে ছিল শাসক দলের থেকে তাই রাজনৈতিক সচেতন অনেক মানুষই এই চর্চায় মেতে রয়েছে। যেহেতু এবার কেন্দ্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভোট হয়েছে আগের বিধানসভা ও লোকসভার মতো।এবার অনেকটা স্বচ্ছ ভোট হয়েছে বলি মনে করছে ।মানুষের ভোটের সঠিক মূল্যায়ন হবে আশা করছে ।

শিখ ধর্মগুরু অমরদাসের জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ বুধবার শিখ ধর্মের তৃতীয় গুরু অমরদাসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।অমরদাসের আদর্শ ও নীতি মানব সমাজের কাছে সর্বদা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, গুরু অমরদাস সমগ্র জীবন মানবতা, পরোপকার এবং সমাজকল্যাণে নিবেদন করেছিলেন।পাপ মুক্ত সমাজ গড়ে ধর্মের পথে মানব সভ্যতাকে পরিচালনা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সত্যের পথ দেখিয়েছেন। গুরু অমরদাসের জীবন মানব সমাজে আদর্শ ও নীতি প্রচারের জন্য সবসময় অনুপ্রেরণার হয়ে থাকবে।

তেহরান পৌছালেন ধনখড়, অংশ নেবেন রইসির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বুধবার সকালে নতুন দিল্লি থেকে ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বিকালে পৌছালেন। গত ১৯ মে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রপতি রইসি ও ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান এবং অন্যান্য ইরানি কর্মকর্তাদের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এই সফর উপ-রাষ্ট্রপতির।উপ-রাষ্ট্রপতির এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, ইরানের

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ ইব্রাহিম রইসি ও ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান এবং অন্যান্য ইরানি কর্মকর্তাদের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইরানের উদ্দেশ্যে পৌছালেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

হেমন্তকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট, সওয়ালে সন্তুষ্ট নয় শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। হেমন্তের আইনজীবী কপিল সিব্বলের সওয়ালে সন্তুষ্ট হয়নি শীর্ষ আদালত। বুধবার হেমন্ত সোরেনের আবেদন শুনতে রাজি হয়নি সুপ্রিম কোর্ট।এদিন শুনানিতে হেমন্তের আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতি মামলা সম্পূর্ণ সাজানো। ওই জমি হেমন্তের দখলে ছিল না। তবে, এই সওয়ালে সন্তুষ্ট হয়নি শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের অসন্তোষের পর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন ফেরত নেন হেমন্ত সোরেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮০ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।এই সপ্তাহের তৃতীয় দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.৫৭ ডলার বা ০.৭১ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.২৯ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৫৪ ডলার বা ০.৬৮ শতাংশ কমে ৭৯.২৬ ডলারে লেনদেন করছে, ।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

৩১ মে কেরলে ঢুকে পড়ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, সুখবর জানিয়ে দিল আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ সুখবর জানিয়েই দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ৩১ মে কেরলে প্রবেশ করবে বর্ষা। ওই দিন কেরল থেকে দেশে পা রাখবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। বুধবার আইএমডি জানিয়েছে, এই বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৩১ মে কেরলে প্রবেশ করতে চলেছে।অর্থা এবার বর্ষা আগাম প্রবেশ করছে না, এটাই স্বাভাবিক সময়। কেরলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় সাধারণত ১ জুন। জুন ও জুলাই কৃষির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃষ্টির মাস হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ খরিফ ফসলের বেশিরভাগ বপন এই সময়ে হয়। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর বর্ষার বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতে চলেছে। এ বছর বর্ষায় গড় বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।

ভোটের আগে দিল্লীবাসীকে সতর্ক করলেন অতিশী, বললেন বিজেপির থেকে সাবধান থাকুন

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ আগামী ২৫ মে দিল্লিতে ভোট, তার আগে দিল্লিবাসীকে সতর্ক করলেন আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। তিনি বলেছেন, বিজেপির ষড়যন্ত্রে প্রলুব্ধ হবেন না। বুধবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, আমি দিল্লিবাসীকে সতর্ক করতে চাই - বিজেপির ষড়যন্ত্রে প্রলুব্ধ হবেন না। আমি বিজেপিকেও বলতে চাই - আপনারা দিল্লির জনগণকে বোকা বানাতে পারবেন না, তাঁরা এবার ইন্ডি জোটকে ৭টি আসন দিতে চলেছে...আমরা অবিলম্বে হরিয়ানা সরকারকে চিঠি দেব। যদি প্রয়োজন হয়, আমরা আদালতে একটি জরুরী আবেদনও করব...হরিয়ানা সরকারের কাছে আমাদের চিঠির বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা না নিলে, প্রয়োজনে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব।দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেত্রী অতিশী আরও বলেছেন, ২৫ মে (দিল্লিতে) ভোটের আগে এএপি-কে নিশানা করেছে বিজেপি, দিল্লির জনগণকেও বিভ্রান্ত করার জন্য একটি নতুন ষড়যন্ত্র করেছে। এই ষড়যন্ত্রে বিজেপি তাঁদের হরিয়ানা সরকারের মাধ্যমে দিল্লির জলপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। দিল্লির জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং এখানে জলের সঙ্কট সৃষ্টি করতে এমনটা করা হয়েছে। দিল্লিতে যমুনার জল সরবরাহ বন্ধ করা হচ্ছে... একটি তদন্তে জানা গিয়েছে, হরিয়ানা সরকার দিল্লিতে যমুনার জলের প্রবাহ বন্ধ করছে।

জম্মুতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা, ২৮ মে পর্যন্ত শুষ্ক থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ২২ মে ঃ জম্মুতে জারি হল 'তাপপ্রবাহের' সতর্কতা। একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৮ মে পর্যন্ত আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না জম্মু ও কাশ্মীরে, এই সময়ে জম্মুতে দাবদাহ এবং কাশ্মীর উপত্যকার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে।জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রার পারদ, এমনটাও জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৮ মে পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হবে না আবহাওয়ায়। জম্মুর সমতলে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন জম্মু বিভাগের পাহাড়ি জেলাগুলিতেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানান।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩ মে মার্ট ঃমঙ্গলবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ৯ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৯ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৩ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়। সংসারে শান্তি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। বিবাহের যোগ হবে আজ। **মিথুন রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। সন্তান হতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। **সিংহ রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি।**কন্যা রাশিঃ**আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময় আপনার সজাগ থাকা প্রয়োজন।। **তুলারাশিঃ**আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। অর্থের ব্যয়। **বৃশ্চিক রাশিঃ** খুশিতে ভরা ভালো দিন। বিপরীত লিঙ্গের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। বিবাহের যোগ। **ধনু রাশিঃ**বাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে।। **মকর রাশিঃ**খুশিতে ভরা ভালো দিন। বিপরীত লিঙ্গের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভ দিন হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**বা।রি চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।। **মীন রাশিঃ**আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম

জোর করে পোশাক কিনতে চাপ, রাজি না হওয়ায় ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের উপর জুলুমবাজি, মারধর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ মেঃ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এবার হকারের দাদাগিরি। জোর করে পোশাক বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। পোশাক কিনতে না চাওয়ায় ভিন রজ্যের শ্রমিকদের উপর হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এক শ্রমিককে মারধর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয় গলার রূপোর চেন। সাহায্যের জন্য পুলিশ এগিয়ে এলে উল্টে পুলিশকেই হুমকি দেন হকার ইউনিয়নের জনৈক নেতা। হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় লাগাতার দাদাগিরির অভিযোগে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। এদিন বিহার থেকে আসা কিছু শ্রমিককে জোর করে পোশাক কেনানোর চেষ্টা চলে। টাকা না থাকায় পোশাক কিনতে নারাজ হাওয়ায় মারধর করা হয় তাদের। ঘটনার তদন্তে নেমেছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। আক্রান্ত আক্রান্ত মহম্মদ নাদিম বলেন, আমরা খাবার খেতে ঢুকছিলাম। তখন দুজন কাপড় ব্যবসায়ী আমাদের ধরে কাপড় কেনার জন্য। আমরা তা নিতে অস্বীকার করি। তখন ওদের একজন আমার গলার চেন চেপে ধরে। সেই সময় আক্রমণকারীর হাত চেপে ধরলে তাদেরই একজন সেখানে ছুটে আসে। এরপর আমার পেটে মারতে থাকে। তিনি আরও বলেন, তারা হুমকি দেয় অভিযোগ করলেও পুলিশ কিছুই করবে না। যদি পুলিশে অভিযোগ করি তাহলে আমরা আর ব্যাঙ্গালোরে যেতে পারব না। আমরা বিহার থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছিলাম। মারের চোটে আমার চোখের নিচে ফেটে যায়।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তিন প্রতিমা মন্ডল একসাথে, ভোটারদের বিভ্রান্তির আশংকা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ মেঃ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে একই নামে তিনজন এবারে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। এই কেন্দ্রে ভোট হবে শেষ দফায় ১লা জুন। এই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তৃনমূলের প্রতিমা মণ্ডল। তিনি তৃতীয় বারের জয়ের লক্ষে আবার ও এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রতীক চিহ্নে লড়াই করছেন। তবে এই কেন্দ্রে একই নামে আর ও দুই প্রার্থী মনোনয়ন জমা করেছেন। তিন জনের নামই প্রতিমা মণ্ডল। একজন তৃনমূলের ও বাকি দুজন নির্দল। যদিও এ ব্যাপারে কোনওভাবেই পাত্তা দিচ্ছেন না বিদায়ী সাংসদ তথা তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। তিনি বলেন,

আমি ১০ বছর জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের জন্যই কাজ করেছি। আর কোথা থেকে কারা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি তৃণমূল কংগ্রেস প্রতীকে লড়াই করছি ফের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বাম প্রার্থী সুভাষ নস্করকে হারিয়ে তিনি জয়লাভ করেন। আর সেই জয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখে ২০১৯ সালে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা.অশোক কান্ডারীকে হারিয়ে আবারও বিজয়ী হন। যদিও প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও আরও দুই প্রতিমা মণ্ডল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের নমিনেশন করেছে তাদের মধ্যে একজনপ্রার্থী নরেন্দ্রপুর থানার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

আর সেটি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই নয় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। আরও এক প্রার্থী যারও নাম প্রতিমা মণ্ডল তিনি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বকুলতলা থানা এলাকার মায়াহাউড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে এভাবে একই কেন্দ্রে তিন প্রতিমা মণ্ডল প্রার্থী হয়েছেন।

তবে কোন প্রতিমা মন্ডল জিতবে তা সময় বলে দেবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তৃণমূল টিকিটে দু'বারের সাংসদ যিনি প্রতিমা মণ্ডল রয়েছেন, তিনি এই বিষয়টিকে কোনওভাবেই পাত্তা দিচ্ছে না।তবে মায়াহাউড়ির প্রতিমা মন্ডল মনোনয়ন থেকে নিজের নাম তুলে নিলেও অপর এক নরেন্দ্রপুরের প্রতিমা মন্ডল ভোটের ময়দানে রয়েছে।এখন দেখার একই নামের প্রতিমা কে কার বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর তা জানতে অপেক্ষা ৪ ঠা জুন পর্যন্ত।

২৫শে মে রাজ্যের পাঁচ জেলার ৮ আসনে ভোট

কলকাতা, ২২ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় আগামী ২৫শে মে রাজ্যের পাঁচ জেলার ৮ লোকসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। এ আসন গুলি হল তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া,বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর। লোকসভা নির্বাচনের এই পর্বে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২২৮ জন ভোটার ৭৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। এই প্রার্থীদের মধ্যে ৭০ জন পুরুষ এবং নয়জন মহিলা। সব থেকে বেশি প্রার্থী রয়েছেন ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া আসনে ১৩ জন করে। সবথেকে কম প্রার্থী রয়েছে ঘাটাল ও বিষ্ণুপুর আসনে সাতজন করে। একদা-মাওবাদী প্রভাবিত জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে ভোটগ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে সতর্ক নির্বাচন কমিশন। ষষ্ঠ দফার ভোটের জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৫৬০০ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ২৬৭৮ টিকে ক্রিটিকাল বা সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে মোট ৯১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি থাকছে ৩০ হাজারের কাছাকাছি রাজ্য পুলিশ।

১ জুন কুড়ি কোম্পানী বাহিনী

কলকাতা, ২২ মেঃ আগামী পয়লা জুন সপ্তম দফার নির্বাচনে মোট এক হাজার কুড়ি কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। তার মধ্যে ৯৭৮ কোম্পানীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হবে। এই দফায় কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় ২৪৫, সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১১০, ডায়মন্ডহারবারে ১৩৭,বিধাননগরে ৪৭ ও বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৫১ কোম্পানী বাহিনী ব্যবহার করা হবে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

দূর্যোগের ফলে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিনবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাষ থাকায় রাজ্য সরকার সব জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সব ধরনের পদক্ষেপ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা এই দূর্যোগ মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে তা নিয়ে নবান্ন থেকে সব জেলাশাসক ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আগামীকাল থেকে উপকূলবর্তী জেলা সহ অন্যান্য জেলায় জেলা ও মহকুমাস্তরে কন্ট্রোল রুম চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে নদী বাঁধগুলির উপরে নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোথাও বিদ্যুতের তার যেন খোলা অবস্থায় পড়ে না থাকে সেইজন্যে সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুত বন্টন সংস্থাকে তা দেখার কথা বলা হয়েছে। শনিবার ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রগুলিতে ত্রিপল দিয়ে ছাউনি করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রান মজুত রাখা ছাড়াও সুন্দরবন এলাকায় ঝড়, বৃষ্টির গতি বৃদ্ধি পেলে মানুষদের ফ্লাড শেল্টারের মত নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইদিকে আগামী শনিবার ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের দিন দূর্যোগের পূর্বাভাষের প্রেক্ষিতে তা মোকাবিলা করে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব আজ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ঐ দিন ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের ভোট দিতে যেন কোন অসুবিধা না হয় সেইজন্যে পর্যাপ্ত ত্রিপল দিয়ে ছাউনি করে দেওয়ার পাশাপাশি হঠাত বিদ্যুত বন্ধ হয়ে গেলে তার বিকল্প ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে বলে সিইও জানিয়েছেন। বিশেষত উপকূলবর্তী এলাকায় ভোটকর্মীরদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে যেন কোন অসুবিধা না হয় সেইদিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন ঠিকভাবে সংরক্ষন করার কথা বলা হয়েছে।

ফাঁকা বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ যার জেরেই আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

কলকাতা, ২২ মেঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবার চক এলাকায় স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে গতকাল গভীর রাত্রে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা হোসেন শেখ দীর্ঘদিন ধরেই কর্মসূত্রের বাইরে থাকতেন এবং যে ঘরটিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই ঘরটি দীর্ঘদিন ধরেই তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকতো বলে দাবি আত্মীয়দের। গতকাল গভীর রাত্রে হঠাৎ করেই বিকট শব্দে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এলাকার মানুষ বেরিয়ে এসে দেখে ওই ঘরে বোমা বিস্ফোরণ হয়ে উড়ে গেছে ঘরের চাল বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বোমের সুতুলি বারুদ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার স্থলে এসে পৌঁছায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। তবে পরবর্তী সময়ে তড়িঘড়ি সেই ঘরও সাড়িয়ে নেওয়া হয়।তবে প্রশ্ন উঠছে শত্রুতার জেরেই পরিকল্পিতভাবে বোমাবাজি নাকি ওই পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যেই মজুদ করে রাখা হয়েছিল বোমা যা বিস্ফোরণ ঘটে এই বিপত্তি। তবে কেউ বাড়িতে না থাকায় আহতের কোন খবর নেই। গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বসিরহাটের অতিরিক্ত জেলা শাসককেও পদ থেকে সরাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার কমিশনের কোপে কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিক।বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দু'জনের কেউই নির্বাচনী কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।কমিশন সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের অতিরিক্ত জেলাশাসকের পদে ছিলেন আইএএস অফিসার দিব্যা লোঙ্গানাথন। আর দক্ষিণ কলকাতায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে ছিলেন আইএএস অফিসার রশ্মি কামাল। এই দুই আইএএসকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে রাখা যাবে না বলেও জানিয়েছে তারা। কমিশন সূত্রে খবর, ২২ মে, বুধবার দুপুর ৩টের মধ্যে ওই দুই পদের জন্য উপযুক্ত তিন জন করে আইএএস অফিসারের নাম প্রস্তাব করতে হবে। তার মধ্যে থেকে এক জনকে বেছে নেওয়া হবে। তবে, ঠিক কী কারণে এই দু'জন আইএএস আধিকারিককে পদ থেকে সরানো হল তা স্পষ্ট নয়।ভোট ঘোষণার পর থেকেই কমিশন বিভিন্ন সময় একাধিক সরকারি আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সরানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও। এর আগে, গত সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারকে পদ থেকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তাঁর বদলে নতুন পুলিশ সুপার হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ২০১৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার কুলদীপ সুরেশ। তিনি ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে। তবে, শুধু ধৃতিমানই নয়, পুরুলিয়ার এসপি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পদ থেকে সরিয়েছে কমিশন।

আইসিএসই পরীক্ষায় ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় রাজ্যে প্রথম রিষড়া গসপেল হোম স্কুলের ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ২২ মে ঃ লেখাপড়াকে ভালোবেসেই জীবনে কিছু একটা করে দেখানোর জেদ ছিল। তাই প্রথম থেকেই পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অন্যান্য বই খুঁটিয়ে, পড়া ও তার থেকে নিজের মতো উত্তরপত্র তৈরি করার ঝোঁকই জীবনের প্রথম !গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সফল করে তুলেছে অভিমিতা চক্রবর্তীকে। এ বার ২০২৪ সালের আইসিএসই পরীক্ষায় ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় রাজ্যে প্রথম হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে রিষড়া গসপেল হোম স্কুল নামে এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের কৃতী ছাত্রী। শেওড়াফুলির বাসিন্দা ছাত্রী অভিমিতার এই কৃতিত্বে গর্বিত পাড়ার লোক থেকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য অভিমিতার ছবি ব্যবহার করে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। তবে মেধা তালিকায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হওয়ার জন্য স্কুল ও শিক্ষিকাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে দাবি করেছে অভিমিতা। তার কথায়, পড়াশোনাকে ভালোবাসা ও মনোযোগ দরকার। আমার স্কুলের পরিবেশ খুবই ভালো। কারণ, জীবনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা মানসিক চাপ থাকে। স্কুলে যেহেতু দিনের অনেকটা সময় ছাত্র-ছাত্রীরা কাটায় তাই পড়াশোনা ও চরিত্র গঠনে স্কুলের ভূমিকা থাকে। জটিল বিষয়গুলিকে শিক্ষিকারা সহজ পদ্ধতিতে খুবই যত্ন সহকারে আমাদের পড়ান। ভবিষ্যতে সে নিউরো সার্জেন হতে চায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে গবেষণা করার ইচ্ছা আছে বলে জানিয়েছে ছাত্রী। মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা অভীক ও

মা মৌমিতা। সরকারি কর্মী বাবা ও মা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

দুজনেই জানিয়েছেন, মেয়ে ছোট থেকেই মেধাবী। নিজের মতো করেই পড়াশোনা করে। গসপেল হোম স্কুলের ডিরেক্টর জিবু স্যামুয়েল বলেন, অভিমিতা চক্রবর্তী রাজ্যের মধ্যে প্রথম ও দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের। ছাত্রীর নজিরবিহীন সাফল্যে শুধু আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নয় অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হবে।

উত্তরপ্রদেশে প্রচারে গেলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব ও উত্তরপাড়ার পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২২ মে ঃ উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে সেখানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা ব্যানার্জির।

উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমঝোতা করে লোকসভা নির্বাচনে আসন দিয়েছে তারপর প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশ ভা দই লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ললিতে শ ত্রিপাঠী কে যিনি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর নাতি ওই আসনে সমাজবাদী পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি ভাদুই লোকসভা আসনে জনসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান। দিলীপ যাদব ও রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব কে ওই নির্বাচনে জনসভায় পাঠিয়েছিলেন বক্তব্য রাখার জন্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব তৃণমূল প্রার্থী ললিতেস ত্রিপাঠী সুস্মিতা দেব দিলীপ যাদব যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সহ অন্যান্যরা দিলীপ যাদব জানালেন।

ওখানে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে আমরা জনসভায় প্রচার করলাম প্রচুর তৃণমূল সমর্থক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা ওখানে জিতব বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টি ওই লোকসভা আসনে খুব সহযোগিতা করছে। সঙ্গে কংগ্রেস ।

জেপি নাডার সভায় ডিউটি করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া , ২২ মে ঃ নদীয়ায় এবার পথ দূর্ঘটনার কবলে ক্ষোদ পুলিশ প্রশাসনের গাড়ি।এই ঘটনায় গুরুতর আহত এক ইন্সপেক্টর সহ গাড়ি চালক। এমনই মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, নদীয়ার রানাঘাট ১২ নাম্বার জাতীয় সড়কে। সূত্রের খবর জঙ্গিপুর থেকে হাওড়ায় জেপি নাডার সভায় ডিউটি করতে যাচ্ছিলেন , ঐ পুলিশ কর্মীরা সেই সময় রানাঘাট ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে রানাঘাট কলেজের সামনে দূর্ঘটনার কবলে

পড়ে পুলিশের গাড়ি। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান আহত পুলি কর্মীদের। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুলিশ অফিসার নাম অয়েন্দ্রনাথ সরদার, ও অপর পুলিশ কর্মী গাড়ির চালক রাজেশ দাস। হাসপাতাল সুত্রের খবর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লেগেছে পুলিশ গাড়ি চালক ও পুলিশ আধিকারিকের।

পাশাপাশি আরও জান যায় দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি। তবে ঘাতক গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

শ্বশুরবাড়িতে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করল জামাই

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২২ মে ঃ স্ত্রী কে ফিরে পেতে শ্বশুরবাড়িতে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করল জামাই। ঘটনায় রক্তারক্তি কান্ড, ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনায় জখম হয়েছে স্ত্রীও। তড়িঘড়ি দুজনকেই মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদহের মহিষবাথানি পঞ্চায়েতের খনিবাথান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত ৯ মাস আগে রতুয়া থানার বালুপুর এলাকার বাসিন্দা অজয় রায়ের(২২) সাথে খনিবাথান গ্রামের যুবতী সুভা চৌধুরী (১৯), দুজনেই প্রেম করে বিয়ে করে। পরবর্তীতে দুই পরিবারের তরফে তাদের সম্পর্ক মেনে নেন। তবে গত এক মাস আগে পারিবারিক অশান্তির কারণে ওই যুবকের স্ত্রী তার মায়ের বাড়িতে চলে আসে। বুধবার দুপুরে স্ত্রীকে বাড়ি ফেরাতে ওই যুবক শ্বশুর বাড়িতে আসে। এরপরে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হলে, ওই যুবক ধারালো ছুরির কোপ মারে স্ত্রীর গলায় এবং হাতে গুরুতর চোট লাগে। পাশাপাশি ওই যুবক নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে এমনটাই খবর। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে এসে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে পাঠায় এবং ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটি আছে মালদা থানার পুলিশ। তবে এ ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ধারালো ছুরি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।

জয়নগর ধন্বন্তরী কালী মায়ের মন্দিরে এক পক্ষকাল ধরে চলছে মায়ের রুপ পরিবর্তন ও বেশের জমজমাটি মেলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ মেঃ ১৫ দিন ধরে নানান রূপে ভক্তদের সামনে ভক্তদের মন বাঞ্ছা পূর্ণ করতে ধরা দেন দেবী এই মর্তালোকে। এমনই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হন প্রতিবছর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকার মানুষজনেরা। মায়ের এই রূপ পরিবর্তন উৎসবকে মহা বেশের মেলা বলে থাকে স্থানীয়রা। মায়ের এই রূপ পরিবর্তন দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় জমায় এই সময়ে জয়নগরের ধন্বন্তরী কালী মায়ের কাছে।প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এই কালী বিগ্রহ কে কেন্দ্র করে এক পক্ষ কাল সময় ব্যাপী বিশাল মেলা বসে। শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত, প্রতিদিন দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপনা করা হয়।এই দিন গুলিতে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ হাজার মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেবীর রূপ ও মেলা দর্শন করেন। রূপ অর্থে মায়ের বেশ পরিবর্তন করা হয় বলে একে বেশ-এর মেলা বলা হয়।অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আদি গঙ্গার মজিলপুর গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত। সেই সময় ভৈরবানন্দ নামে এক তান্ত্রিক সাধক গঙ্গার এক চড়ার ওপর বসে সাধনা করতেন। বর্তমানে সেখানেই তৈরি হয়েছে মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী মন্দির। একদিন ওই তান্ত্রিক দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, দেবী নাকি বলেন তিনি পাশের পদ্ম পুকুরে রয়েছেন,

তাঁকে উদ্ধার করে পুজো করার কথাও বলেন দেবী। পুকুরে সন্ধান করে, ওই তান্ত্রিক কালো পাথরের কালী মূর্তি পান এবং একটি খড়ের চালার কুটিরে দেবীর মতো ওই মূর্তি পুজো করতে থাকেন। ডায়মন্ডহারবারের নেতড়া গ্রামের রাজেন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি মজিলপুরে নিয়ে এসে, কালী মূর্তি পুজোর দায়িত্ব দিয়ে তিনি সাধনার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যান। রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মা কালী তাঁকে একটি বাতের ওষুধ দেন, যা পানের মধ্যে দিয়ে খেলে বাত সেরে যায়। ধন্বন্তরীর মতো ওই ওষুধ কাজ দিতে শুরু করে। সেই থেকে কালী বিগ্রহটির নাম হয় ধন্বন্তরী কালী, মন্দিরটিও ওই নামেই পরিচিত হয়। নিত্য পুজো ছাড়াও প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এখানে বিশেষ পুজো হয়। শত শত ভক্ত মায়ের পুকুরে স্নান করে রোগমুক্তির জন্য ওষুধ খায় ও পুজো দেয়। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে পাকা মন্দির গড়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক বছর ধরে, ওই আদি পাথরের মূর্তির অনুকরণে একটি কাঠের মূর্তি নির্মাণ করে পুজো করা হচ্ছে। প্রতি বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ওই কাষ্ঠ মূর্তিতে ১৬টি বিভিন্ন মাতৃ দেবীর মূর্তির রূপদান করা হয়। এই রূপদানকেই স্থানীয়ভাবে বেশ বলা হয় আর এই উপলক্ষ্যে যে বিরাট মেলা হয় তাকে বেশের মেলা বলা হয়। ষোলোটি বিভিন্ন বেশে কালীকে সজ্জিত করা হয়। যেমন প্রথম দিন কুমারী, তারপরদিন মাতৃসাধনা, গণেশজননী, ভূবনেশ্বরী, বিপত্তারিণী, অন্নপূর্ণা, কালিয়দমন, দক্ষিণাকালী ও সবশেষে ষোড়শী ইত্যাদি। সব শেষের অর্থাৎ ষোড়শী রূপটি তিনদিন থাকে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই বেশ ও মেলা দেখতে ভিড় জমায়। মেলার পর ভাঙা মেলাও বেশ কিছুদিন চলে।তবে এবছর ভোটের কারনে ভাঙা মেলা চলার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন।আর তাই স্থানীয় মানুষজন থেকে শুরু করে ভক্তরা খুশী নন প্রশাসনের এই আচরনে।বর্তমান মন্দিরের সেবায়েত কালিদাস চক্রবর্তী জানান, মন্দিরটি সাড়ে তিনশো থেকে চারশো বছরের প্রাচীন। মজিলপুর নামের উদ্ভব নিয়ে নদীর মজে যাওয়া তত্ত্বে দ্বিমত নেই তাঁর। রেললাইনের ওপারে মা জয়চন্ডী অধিষ্ঠান করছেন বলে জানান তিনি, এই জয়চন্ডী ধন্বন্তরী মায়ের থেকেও ৪০০-৫০০ বছরের প্রাচীন। তিনি আরও জানান নদী-সংলগ্ন স্থানেই একটি বিরাট শ্মশান ছিল। সেখানে বসবাস করতেন এক সন্ন্যাসী। তিনিই সেবা করতেন মা ধন্বন্তরীকে। নদী মজে যাওয়ার আগে নদীপথেই বাণিজ্য করতেন দেশ-বিদেশের বহু জমিদার।একদিন রাত হয়ে যাওয়াতে কোনও এক জমিদার ডাকাতের ভয়ে এগতে পারেননি নদীবক্ষে। নোঙর রেখে আশ্রয় নেন সন্ন্যাসীর কুটিরে। মাকে দেখে ভক্তি জন্মায় ও মার প্রতিষ্ঠা করেন।আর বহু বছর মার দৈব্য ওষুধ বহু কাজে লাগায় ভক্ত সমাগম ও বাড়তে থাকে। আর মাকে ঘিরে সেই থেকে মায়ের রূপ পরিবর্তন শুরু। আর সেই নিয়মে এখনও প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রতিপদ থেকে পূর্নিমা পর্যন্ত এক পক্ষকাল ধরে এই রূপ পরিবর্তন ও বিশাল মেলা চলে আসছে। যা এলাকায় বেশের মেলা বলে পরিচিত। এই মেলা দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসে জয়নগরের মজিলপুরে। এখনো সেই অলৌকিক ঘটনা সাক্ষী থাকে ভক্তরা।এ বছরের মেলা ও রুপ পরিবর্তন শেষ হবে বৃহস্পতি বার।তবে এবছর বর্ধিত মেলা না থাকার কারনে হতাশ ব্যবসায়ী থেকে সাধারন মানুষ।

সাধু হতে যাচ্ছি, লেটার বক্সে চিঠি ফেলে গৃহত্যাগী উত্তরপাড়ার স্কুল পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২২ মে ঃ ' সাধু হতে যাচ্ছি' লেটার বক্সে চিঠি ফেলে গৃহত্যাগী উত্তরপাড়ার স্কুল পড়ুয়া! হাতে ঝোলা লাঠি লোটা নিয়ে গামছা পরে উত্তরপাড়া রেল স্টেশনে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ল আদর্শ তেওয়ারির সাধু বেশের ছবি। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাম সীতা ঘাট রোডের বাসিন্দা আদর্শ তিওয়ারি একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে বলে একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর বাড়ি না ফেরায় খোঁজ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, হঠাৎই সাধু হওয়ার লক্ষ্যে গৃহত্যাগী হয়েছে সে। বাড়ির লেটার বক্সে রেখে যায় একটি চিঠি। যেখানে সে লিখে যায় নিজের ইচ্ছায় ঘর ছেড়ে আধ্যাত্মিক পথে যাচ্ছে। আগামী ২৪ মে তার জন্মদিন। সেদিন সে দীক্ষা নেবে। যাওয়ার আগে গঙ্গায় স্নান করে, এরপর ঘরেই নিজের ফোন, মানিব্যাগ, চটি ফেলে যায়। চিঠিতে জানিয়ে যায়, সে প্রথমে নবদ্বীপ ও

পরে বৃন্দাবন যাবে। ছাত্রের পরিবার জানতে পারে, সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আদর্শকে উত্তরপাড়া স্টেশনে সাধু বেশে দেখা গিয়েছে। আদর্শের দাদু প্রেমনাথ তেওয়ারি জানান, নাতিকে নিয়ে একবার মথুরা বৃন্দাবন অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রেমানন্দ নামে এক সাধুর আশ্রমে যায়। বই কেনে। যমুনা নদীতে স্নান করে মাটি নিয়ে আসে যেটা দিয়ে রোজ তিলক কাটতো। প্রেমানন্দের লেখা বই পড়তো। কোরান-বাইবেল-গীতার মতো ধর্মীয় বই পড়ত। আদর্শের বোন অক্সিতা তেওয়ারী বলেন, ''ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষার সময়ও বলেছিল আমি বাড়ি ছেড়ে পালাবো। একবার কী স্বপ্ন দেখে পুজো পাঠ শুরু করে। হঠাৎ কী হল জানি না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

গাজায় গণহত্যা ?

গাজায় গণহত্যা হচ্ছে না বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন। তিনি বলেছেন ইজারয়েল যুদ্ধ করছে। কোনও গণহত্যা করছে না। এদিকে ইজারয়েল বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইজরায়েল যতই হামাস বিরোধী যুদ্ধ বলে স্বীকার করুক না কেন গাজায় হামলাটা আসলে একটি বিশাল গণহত্যা। এই বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্ট (আইসিসি)-এর প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান ইজরায়ালের প্রধান মন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়না জারি করার আবেদন করেছেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডন বলেছেন গাজায় যা হচ্ছে তাকে গণহত্যা বলা যাবে না। এদিকে বাইডেন বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে যে মার্কিন হোয়াইট হাউস চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে। 'গণহত্যাকারী জো' বলে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েল, আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড একই সারিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা গাজা এবং রাফা সম্পর্কে একটি কথাও বলছে না। যখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্যালেস্টাইনদের অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে জনতা মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক তখন আমেরিকা নতুন করে ইজরায়েলকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ইজরায়েলকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে করিম খান বলেছে যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে হামাস এবং গাজার মানুষ বিপদগ্রস্ত। নির্বিচারে প্রাণ হারাতে শুরু করেছে গাজার নারী শিশু এবং পুরুষ। ত্রাণটুকু সেখানে পৌঁছাছে না। তাই প্রয়োজন হচ্ছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। নেদারল্যাণ্ডের হেগ শহরে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট মূলত গণহত্যা, মানবতাবাদী বিরোধ ঘৃণ্য অপরাধ, যুদ্ধাপরাধে বিচার হয়। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গাজায় আক্রান্ত আইনজীবীরা। গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে মুখর হয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্ট। তার সঙ্গে সুর মেলান ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারগজও। আপত্তি কথা জানিয়েছেন আমেরিকা এবং ব্রিটেন। এদিকে হঠাৎ করে সুর বদল করে আইসিসিকে সমর্থন করলো ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম। গাজায় সরকারি গণমাধ্যম দফতর এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশনও করিমের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দাবি করেছেন যে করিম আবার ইহুদি বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ইহুদি বিদ্বেষী। তিনি বলেছেন যে দ্য হেগের আইনজীবী কী ভাবে গণতান্ত্রিক ইজরায়েলের সঙ্গে রক্ত পিপাসু হামাসের তুলনা করেছেন। ইজরায়েল বাহিনী স্রেফ আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করছে। আর হামাস নির্বিচারে অপহরণ করে খুন ও ধর্ষন করছে আমাদের ভাইবোনদের। প্রায় একই সুরে কথা বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্যালান্ট দাবি করেছেন যে ইজরায়েলের হকের লড়াইকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করছেন করিম।

ভারতের প্রথম লোকসভা

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে যখন স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হয় তখন দেশে চলছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে গড়া গণ পরিষদ এবং রাজ্যে রাজ্যে আইনসভা । ধীরে ধীরে স্বাধীনদেশে নির্বাচন করার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা শুরু হল। ১৯৫০ সালে দেশের সংবিধান প্রবর্তনের পর ১৯৫১ সালে জন প্রতিনিধিত্ব আইন সেই কাজে সাহস যোগাল। এই জন প্রতিনিধিত্ব আইনের খসড়া করেছিলেন এক বঙ্গসন্তান , তিনি হলেন আইসিএস মৃগাঙ্গমৌলি বসু । ওই সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব সুকুমার সেনকে প্রথম নির্বাচন কমিশনার করা হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন গঠিত হল একটি স্বশাসিত সংস্থা যেটি দেশটির সকল নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। আগে যেখানে রাজা জমিদার বড় বড় শিল্পপতি , ব্যারিষ্টার, রায় বাহদুর, খান বাহাদুরদের মতো কেউ কেটোরা ভোটে দাঁড়াতেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের জেরে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিপ্লব হয়ে যায়। ব্যালটের মাধ্যমে ২১ বছর হলেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে জন প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ এল আমজনতার হাতে। ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর শুরু হয়ে পরের বছরের ২১ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তখন রীতিমতো কঠিন কাজ কারণ তখন ১৭.৬ কোটি ভোটারের ৮৫ শতাংশ ছিলেন নিরক্ষর। তাঁদের কথা ভেবে প্রার্থীর নামের সঙ্গে প্রতীকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া ওই সময় অনেক মহিলারাই নিজস্ব নাম ব্যবহার করতেন না, তাঁরা পরিচিত ছিলেন- অমুকের মা বা তমুকের পত্নী হিসেবে। ফলে তাঁদের নাম খুঁজে ভোটার তালিকায় তোলার কাজটা কতটা শক্ত ছিল তা অনুমেয়। পরিকাঠামো গত সমস্যা এড়াতে অজস্র সেতু নির্মাণ করতে হয়েছিল প্রত্যন্ত এলাকাতে ভোট পরিচালনার জন্য। সেই পরিকাঠামোয় প্রথম নির্বাচন হওয়ায় বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোনও দল বা নেতা সুকুমার সেনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের কিংবা অভিযোগ পেলেও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কেউ অভিযোগ তোলেননি। এমনকি ওই সময় যারা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট করার কথা শুনে নিয়ে অবাস্তব পরিকল্পনা বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন তারাও স্বীকার করেছিলেন যে সেই সময় ভারতের গণতন্ত্রে সূচনাটা মোটের উপর সফলই বলা চলে। প্রথম লোকসভা ভোটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

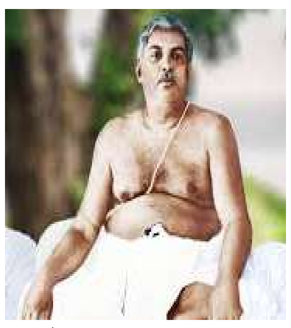

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, নারীকে অপমানিত করা মানেই নিজের পরাজয়কে ডেকে নিয়ে আসা। ঈশ্বর নারীকে একটি শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তি হল সাহসের শক্তি। সহনশীলতার শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। একটি নারী পুরুষকে পরাস্ত করতে বেশি সময় নেয় না। কিন্তু একটি পুরুষ নারীকে পরাস্ত করতে পারে না। তার কারণ নারী শক্তি হচ্ছে অপুরণীয়। অফুরন্ত তার শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সে যে কোনও সময়ে যে কাউকে পরাস্ত করতে পারে। পরাজিত করতে পারে। রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই, নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি শক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মননে ভক্তিকে। মননের শক্তিকে। মননে শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মননের ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে।

২৫৬৮ বুদ্ধ জয়ন্তী (ভেসক দিবস)

বৌদ্ধ ধম্ম সহজ করে বলা

অমলেন্দু চৌধুরী

আজ ২৫৬৮ তম বুদ্ধপূর্ণিমা INTERNATIONAL VESAK DAY. মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন - বৌদ্ধধর্ম, পালি ঃ বৌদ্ধধম্ম, একটি ভারতীয় ধর্ম বা দার্শনিক ঐতিহ্য। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা ৫২০ মিলিয়নেরও বেশি বা বিশ্বের জনসংখ্যার ৭ শতাংশের অধিক এবং তারা বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে ধারণ করে যেগুলো মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিক শিক্ষা ও এর ব্যাখ্যাকৃত দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে একটি শ্রমণ ঐতিহ্য হিসেবে উৎপত্তিলাভ করে এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান বিদ্যমান শাখা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত ঃ থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান।

বুদ্ধের চার আর্যসত্য মোতাবেক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল তৃষ্ণা বা আসক্তি ও অবিদ্যার ফলে উদ্ভূত দুঃখ নিরসন করা। অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য নির্বাণলাভের মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্বকে অনুসরণপূর্বক সংসার তথা মৃত্যু ও পুনর্জন্মচক্রের অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র সত্তাকে অতিক্রম করার ওপর জোর দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ চিন্তাধারাগুলোতে তাদের বিধানলাভের মোক্ষলাভের উপায়ের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ধর্মসম্মতি এবং তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত অনুশীলনগুলোর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেওয়া, নৈতিকতা, ভিক্ষুত্ব, ধ্যান এবং পারমিতার চর্চা।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম; পুণ্যভূমি, জেন, নিচরেন, শিঙ্গোন ও তিয়ান্তাই ঐতিহ্য যার অন্তর্ভুক্ত; মূলত পূর্ব এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম; যা ভারতীয় মহাসিদ্ধদের তন্ত্রসাধনা ও শিক্ষা দ্বারা উদ্ভূত; একটি পৃথক শাখা অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম; যা অষ্টম শতাব্দীর ভারতের বজ্রযান শিক্ষাবলিকে ধারণ করে; হিমালয় অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া ও কালমিকিয়াতে চর্চিত হয়।

ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সিদ্ধার্থ গৌতম, ৫৬৬ থেকে ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন একজন ভারতীয় ক্ষত্রিয়-রাজার পুত্র, গৌতম প্রারম্ভিক যৌবনের মধ্য দিয়ে একটি রাজকীয় জীবন যাপন করেছিলেন কিন্তু রাজকীয় জীবনের ভোগান্তিতে উদাস হয়ে গৌতম দুঃখ মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। একজন বৃদ্ধ, একজন অসুস্থ মানুষ, একটি মৃতদেহ এবং একজন তপস্বীর মুখোমুখি হওয়ার পর, গৌতম নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সমস্ত অস্তিত্বের শেষে দুঃখকষ্ট রয়েছে। তিনি তার রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তার চারপাশের বিশ্বের সত্য বোঝার আশায় নিজেকে পার্থিব সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যান করার সময় তাঁর অনুসন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল, যেখানে তিনি অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত, পরিত্রাণ অর্জন করতে হবে। এই পথ অনুসরণ করে, বুদ্ধ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। যার অর্থ আলোকিত ব্যক্তি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর বাকি জীবন ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ তিনি যা বুঝতে পেরেছিলেন তা অন্যদের শেখাতেন।

চারটি মহৎ সত্যচারটি মহৎ সত্য বুদ্ধের শিক্ষার সারাংশ নিয়ে গঠিত। দুঃখের সত্য, দুঃখের কারণের সত্য, দুঃখের অবসানের সত্য এবং সেই পথের সত্য যা দুঃখের অবসানের দিকে নিয়ে যায়। আরও সহজ করে বললে, দুর্ভোগ বিদ্যমান; এটি একটি কারণ আছে; এর শেষ আছে; এবং এর শেষের কারণ আছে। যন্ত্রণার ধারণাটি একটি নেতিবাচক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং, একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্ববাসীকে সেই সত্যের মোকাবিলা করে তার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা। আনন্দের ধারণাটি অস্বীকার করা হয় না, তবে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে স্বীকার করা হয়। পরিতোষের সাধনা কেবল তা চালিয়ে যেতে পারে যা শেষ পর্যন্ত অদম্য তৃষ্ণা। একই যুক্তি সুখের বোধগম্যতাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত, শুধুমাত্র বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যু নিশ্চিত এবং অনিবার্য।

চারটি নোবেল ট্রুথ হল দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার সুখের সাথে মোকাবিলা করার জন্য একটি পরিকল্পনা -- শারীরিক ধরনের বা মানসিক প্রকৃতির যন্ত্রণা। প্রথম সত্য দুঃখের উপস্থিতি চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় সত্য, অন্যদিকে, দুঃখের কারণ নির্ধারণ করতে চায়। বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখের মূলে রয়েছে কামনা ও অজ্ঞতা। আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, বৌদ্ধরা আনন্দ, বস্তুগত দ্রব্য এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়, এগুলি সবই এমন চাহিদা যা কখনই পূরণ করা যায় না। ফলস্বরূপ, তাদের আকাঙ্ক্ষা কেবল দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে। অজ্ঞতা, তুলনা করে, পৃথিবীকে বাস্তবে যেমন আছে তেমন না দেখার সাথে সম্পর্কিত। মানসিক একাগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাতীত, বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা করে, একজনের মন অনুন্নত থাকে, প্রকৃত জিনিসের উপলব্ধি করতে অক্ষম। লোভ, হিংসা, ঘৃণা এবং ক্রোধের মতো পাপগুলি এই অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়।

তৃতীয় মহৎ সত্য, দুঃখ-কষ্টের অবসানের সত্য, এর দ্বৈত অর্থ রয়েছে, যা এই জীবনে, পৃথিবীতে, অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে নির্বাণ অর্জনের মাধ্যমে দুঃখ-কষ্টের অবসানের পরামর্শ দেয়। যখন কেউ নির্বাণ অর্জন করেছে, যা দুঃখ থেকে মুক্ত একটি অতীন্দ্রিয় অবস্থা এবং আমাদের জন্ম ও পুনর্জন্মের জাগতিক চক্র, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পৌঁছেছে। চতুর্থ নোবেল সত্য যন্ত্রণার সমাপ্তি অর্জনের পদ্ধতির তালিকা করে, বৌদ্ধদের কাছে নোবেল এইটফোল্ড পাথ হিসাবে পরিচিত। নোবেল এইটফোল্ড পাথের ধাপগুলো হল সঠিক বোঝাপড়া, সঠিক চিন্তা, সঠিক বাক্য , সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক মননশীলতা এবং সঠিক একাগ্রতা। তদুপরি, তিনটি থিম রয়েছে যার মধ্যে পথটি বিভক্ত ঃ ভাল নৈতিক আচরণ (বোঝা, চিন্তাভাবনা, বাক্য); ধ্যান এবং মানসিক বিকাশ (ক্রিয়া, জীবিকা, প্রচেষ্টা), এবং প্রজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি (মননশীলতা এবং একাগ্রতা)।

সমসাময়িক সমাজে যা গৃহীত হয় তার বিপরীতে, কর্মের বৌদ্ধ ব্যাখ্যা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যকে নির্দেশ করে না। কর্ম বলতে একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় করা ভাল বা খারাপ ক্রিয়াগুলিকে বোঝায়। ভালো কাজ, যার মধ্যে হয় খারাপ কর্মের অনুপস্থিতি, অথবা প্রকৃত ইতিবাচক কাজ, যেমন উদারতা, ধার্মিকতা এবং ধ্যান, দীর্ঘমেয়াদে সুখ নিয়ে আসে। খারাপ কাজ, যেমন মিথ্যা বলা, চুরি করা বা হত্যা, দীর্ঘমেয়াদে অসুখী করে। ক্রিয়াগুলি যে ওজন বহন করে তা পাঁচটি শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হয় ঘন ঘন, পুনরাবৃত্তিমূলক কর্ম; নির্ধারিত, ইচ্ছাকৃত কর্ম; অনুশোচনা ছাড়া সঞ্চালিত কর্ম; অসাধারণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা; এবং যারা অতীতে একজনকে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি পদক্ষেপ। অবশেষে, নিরপেক্ষ কর্মফলও রয়েছে, যা শ্বাস-প্রশ্বাস, খাওয়া বা ঘুমের মতো কাজ থেকে উদ্ভূত হয়। নিরপেক্ষ কর্মের কোন সুবিধা বা খরচ নেই। বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্মের চক্রে কর্ম পরিলক্ষিত হয়। ছয়টি পৃথক অবস্থা রয়েছে যেখানে যে কোনও জীবের পুনর্জন্ম হতে পারে - তিনটি ভাগ্যবান রাজ্য এবং তিনটি দুর্ভাগ্যজনক রাজ্য। যাদের অনুকূল, ইতিবাচক কর্ম রয়েছে তারা ভাগ্যবান রাজ্যগুলির মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে ঃ দেবতাদের রাজ্য এবং মানুষের রাজ্য। দেবতাদের রাজ্য বলতে সৎকর্ম-সৎচিন্তা এবং মানুষের রাজত্বে কামনা, ঈর্ষা ও হিংসার শিকার হন। মানুষের রাজ্যে পুনর্জন্মের সর্বোচ্চ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। একইভাবে, তৃতীয়টি দুর্ভাগ্য রাজ্যের বাসিন্দারা - প্রাণী, ভূত এবং নরক - অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, মানুষের রাজ্যের দুঃখকষ্ট অনেক কম।

মানুষের রাজ্য অন্য পাঁচটি সমতলে অনুপস্থিত অন্য একটি দিকও নির্দেশ করে, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বা নির্বাণ। জীবন্ত বস্তুর নিছক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ জন্মগ্রহণ করা বৌদ্ধদের কাছে আধ্যাত্মিক আনন্দের একটি মূল্যবান সুযোগ।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা। বৌদ্ধ ধর্মে স্বাধীন চিন্তা ও গতিধারা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়। বুদ্ধের উপদেশ, বাণী ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি। ধর্মের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এ ধর্ম দর্শনকে কুলষিত করতে পারেনি কখন। অলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও রহস্যবাদ থেকে এ দর্শন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতিজাগতিক ও অতীন্দ্রীয় কিছু বা ঈশ্বরের অন্ধ বিশ্বাস এ দর্শনে কোনো জায়গা পায়নি। স্বচ্ছ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনোরূপ অন্ধ বিশ্বাসের স্থান বৌদ্ধ দর্শনে নেই। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞা সমর্থিত প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার কথাই তথাগত ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুসারিদের বিশ্বাস একজন চিকিৎসকের প্রতি একজন রোগীর কিংবা একজন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের বিশ্বাসের মতো। নিছক বিশ্বাসের চেয়ে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি।

বুদ্ধ যে কোনো উপদেশ বা মতবাদকে অন্ধভাবে বা নির্বিচারে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। যে কোনো উপদেশ বা মতবাদকে যাচাই করে কল্যাণকর ও যুক্তিসঙ্গত মনে হলে তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেন। অন্ধভাবে নির্বিচারে গ্রহণ না করার জন্যে আহ্বান করেন, বুদ্ধ সেখানে তাঁর অনুসারিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি যা বলছি তা তোমরা নির্বিচারে মেনে নিও না, আমার কথাকে তোমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখ।' (লেখক পরিচিতি ঃ অমলেন্দু চৌধুরী কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক? তিনি সমাজ সেবকও বটে। বহু সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।পাশাপাশি তিনি বৌদ্ধ চর্চা নিয়ে করে থাকেন।

গুরুগৃহে পাঠশালা

বিশেষ প্রতিবেদন

যাঁরা শ্রী সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রটি দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চই গুরু মহাশয়ের সাজে সজ্জিত অভিনেতা শ্রী তুলসী চক্রবর্তী'র পাঠশালার দৃশ্যটি মনে আছে, যেখানে অপু পড়তে যেত। বেশ রাগী গুরুমশাই সেজেছিলেন শ্রী তুলসী চক্রবর্তী। বাস্তবে কেমন ছিল সেকালের পাঠশালা? কেমন ছিল তার শিক্ষা ব্যবস্থা? সেকাল বলতে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত বর্ণপরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সহজপাঠ ছাত্রদের হাতে ওঠে নি। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠশালার শিক্ষা ছিল বর্তমানের থেকে একেবারে ভিন্ন। মেয়েদের তখন পাঠশালায় যাবার অনুমতি ছিল না, তাই পাঠশালায় ছাত্রীরা থাকতেন না। এই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী মনীষীকে দিয়েছে। স্বয়ং পন্ডিত বিদ্যাসাগরও এরূপ পাঠশালায় নিজের ছাত্র জীবন শুরু করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিম চন্দ্রের মতন ব্যক্তিরাও শুরু করেছিলেন পাঠশালা থেকেই। সেকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় বই হাতে করে স্কুলে গিয়ে পাঠারম্ভ করার রীতি ছিল না। প্রথমে একটা শুভদিন দেখে হাতে খড়ি হত এবং সেদিন পুরোহিত ঠাকুর অপেক্ষা গ্রামের গুরুমহাশয়ের প্রাপ্য বেশি ছিল। শিক্ষার্থী বালককে শুভদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে দেওয়া হত। তারপরে পুরোহিত মশাই সরস্বতী পূজা করতেন। তারপরে গ্রামের পাঠশালায় গুরু মশাই মাটিতে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে অ, আ, ক, খ (বেশি অক্ষর নয়) লিখে দিতেন এবং শিক্ষার্থীকে সেই লেখার ওপরে দাগা বুলাতে হত। এরই নাম ছিল 'হাতেখড়ি'। এই হাতেখড়ি হয়ে গেলে একটা শুভদিন দেখে ছেলেকে পাঠ শালায় ভর্তি করে দেওয়া হত। পাঠশালায় তখন ছাপা বইয়ের বিশেষ প্রবেশাধিকার ছিল না। ছেলেরা তালপাতায় প্রথমে লেখা আরম্ভ করত। গুরুমশাই বা পাঠশালার সর্দ্দার ছেলেরা অর্থাৎ বড় ছেলেরা তালপাতায় ক, খ, গ, ঘ লিখে দিত, আর প্রথম শিক্ষার্থী তাতেই দাগা বুলাতো। তালপাতায় হাত ঠিক হলে ছেলেকে কলাপাতায় প্রোমোশন দেওয়া হত। তারপরে যখন হাতের লেখা মনের মতন হত, তখন ছাত্র কাগজে লেখার অনুমতি পেত। আর এই 'তালপাতার ছাত্র' থেকে 'কলা পাতার ছাত্র' হয়ে 'কাগুজে ছাত্র'

বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি এবং ধরন

বিশেষ প্রতিবেদন

হতে একজন ছাত্রের সাধারণত চার-পাঁচ বছর লাগতো। এর প্রধান কারণ যে, হাতের লেখার ওপরে সেকালের গুরুমহাশয়রা বিশেষ নজর দিতেন ও যত্ন নিতেন। তাই তখনকার ছাত্রদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হত। 'বর্ণ পরিচয়', 'শিশুশিক্ষা' বই বঙ্গদেশের পাঠশালায় প্রচলিত হবার আগে একখানি বটতলার বই পাঠশালায় খুব কদর পেত। সেই বইয়ের নাম ছিল 'শিশু বোধক'। এই বই আবার ছাত্রদের হাতে দেওয়া হত না। এটি ছিল পাঠশালার সম্পত্তি। বইখানির আগাগোড়া গুরুমশাই আর সর্দ্দার পোড়োদের কণ্ঠস্থ থাকত। তাঁরা সকল ছাত্রকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে, সেই বই থেকে সুর করে একটু একটু করে আবৃত্তি করতেন, আর সকল ছাত্র তেমনি করে আবৃত্তি করত। সর্দ্দার পোড়োরা এমনি করে ফলা, বানান, শতকিয়া, কড়াকিয়া, নামতা, মনকষা প্রভৃতি ঘোষণা করতেন, আর সকলে তারই প্রতিধ্বনি করত। এমনি করে ছাত্রেরা ওই সকল নিরস নামতা, কড়া গন্ডা, মাসমহিনা সমস্তই অনায়াসে শিখে ফেলত; অক্লেশে সমস্ত কণ্ঠস্থ হয়ে যেত; ছেলেরা বুঝতেও পারতো না যে, তাঁরা ভীষণ অঙ্ক শাস্ত্রটা এমন সহজে আয়ত্ত করে ফেলেছে। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ তাঁর বাল্য জীবনের কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁদের গ্রামের পাঠশালায় যে গণিত শিখেছিলেন, তাতেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের হিসাব-নিকাশ চলে গিয়েছে, সেই পাঠশালার অঙ্ক শাস্ত্রই তাঁর গণিতের পুঁজি ছিল। অতীতে যারাই পাঠশালায় পড়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের লেখনী তে স্বীকার করে ছিলেন যে, সেকালের পাঠশালায় যে শুভঙ্করের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল তা পাটি গণিতের লঘু করণ, লঘিষ্ঠ সাধারণ, ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক কাজের ছিল। অতি সহজ উপায়ে সেগুলি ছাত্রদের এমন নিজস্ব হয়ে যেত যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে হিসাবের ভুল হত না। এবারে আসা যাক সেকালের পাঠশালার ছাত্র - শাসন প্রসঙ্গে। বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র - শাসন নিয়ে বিস্তর বিতর্ক ও হৈচৈ হয়। কিন্তু সেকালের তুলনায় এখনকার ছাত্র - শাসন কে নিতান্তই শিশু বলা চলে। বর্তমানে শিক্ষকরাই উল্টে ছাত্রদের সমঝে চলেন, তখন ছিল সম্পূর্ণ উল্টো বিষয়। এখনকার ছাত্ররা ইচ্ছা করলেই স্কুল কামাই করে, তারপরে স্কুলে যাবার দিন বাবা বা মা বা কোনও অভিভাবকের কাছ থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে গেলেই হল, তাঁদের আর কিছু ভাবতে হয় না। নিতান্ত অমনোযোগী ও দুরন্ত ছেলেও স্কুলে তেমন শাস্তি পায় না। কোনও কোনও বেসরকারি স্কুলে আর্থিক জরিমানা করা হয়, নয়ত সব স্কুলেই হয়ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক ঘন্টা বা আধ-ঘন্টার জন্য। শিক্ষকের বেতের ভয় একরকম উঠেই গিয়েছে বলতে হলে। কিন্তু সেকালের পাঠশালার গুরু মশাইরা যে শাস্তি দিতেন সেটা শুনলে এখন অবিশ্বাস্য লাগতে বাধ্য এবং সাথে চিন্তা করলে হৃদকম্পও হবে। সেকালের পাঠশালা থেকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও জো ছিল না। ছাত্র মনোযোগী হোক বা অমনযোগী, শান্ত হোক বা দুরন্ত, তাঁদের শিক্ষার সব ভার বাড়ির কর্তারা গুরুমশাইয়ের ওপরে ছেড়ে দিতেন। এবং সেই শাসন ক্ষমতা পেয়ে গুরুমশাইরা যে উপায় অবলম্বন করতেন, তার জন্য তাঁরা ছাত্রদের দিদিমা-ঠাকুরমাদের কাছে বিস্তর অভিধান বহির্ভূত গালাগালিও শুনতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কোনও ভাবে ছাত্রদের ওপর থেকে তাঁদের শাসনের রাশ আলগা হতে দিতেন না।

ধরা যাক, কোনও ছাত্র দিন তিনকের জন্য হয়ত পাঠশালায় উপস্থিত হয় নি। বর্তমানের পুলিশের গোয়েন্দাদের মতন সেকালের পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যেও গোয়েন্দা থাকত। যে ছাত্র পাঠশালায় অনুপস্থিত, তাঁর সন্ধানে সেই ছাত্র গোয়েন্দারা খোঁজ শুরু করত। হয়ত তাঁরা সেই অনুপস্থিত ছাত্রের বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, ছাত্রটি বাড়ি থেকে যথা সময়ে পাঠশালায় যাওয়ার জন্য বের হয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না, অনেকটা বর্তমানের ছাত্রদের স্কুল পালানোর মতন, তখন তাঁরা সেই ছাত্রের পিছনে লেগে পড়ত। সেই ছাত্র কোথায় যায়, কি করে সময় কাটায় এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করত। সব তথ্য খবর প্রমাণ সমেত জোগাড় করে তাঁরা সেগুলো কানে তুলে দিত গুরু মশাইয়ের। এরপরে গুরুমশাই সেই অনুপস্থিত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে আনার হুকুম দিতেন। মোটামুটি পাঁচ-ছয়জন ছাত্র একাজের জন্য বের হয়ে পড়ত। ধরুন, সেই ছাত্রের নাম হয়ত নিতাই। তখনকার গ্রামে ফলের বাগানের কমতি ছিল না। গাছে ফলও প্রচুর থাকত, আর সেগুলো পেড়ে খেলে, নিতান্তই যদি বাগানের মালিক কিপটে না হতেন, তাহলে কেউ বাধা দিত না। এবারে ভাবুন, নিতাই নামের সেই ছাত্রটি রোজ পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে তাঁর গ্রামের ঘোষদের বাগানে হানা দিত, গাছে চড়ে ফল ভক্ষণ করত। গুরুমশাইয়ের প্রেরিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সমেত গোয়েন্দা ছাত্ররা সেখানে গিয়ে তাঁকে হাতে-নাতে পাকড়াও করল। গোয়েন্দারা সংখ্যায় ভারী, তাই বাধ্য হয়ে নিতাইকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হল। এখন যতই আত্মসমর্পণ করুক, গোয়েন্দারা কিন্তু নিতাই কে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে না, হাজার হলেও গুরুমশাইয়ের আদেশ। তাঁরা নিতাই কে চ্যাংদোলা করে নিয়ে পাঠশালায় গুরু মশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অগ্রসর হত। সাথে তাঁরা চিৎকার করে সকলকে জানান দিয়ে সমস্বরে ছড়া কাটতো,

নিতাই যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে? পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে। ছাত্রের নাম অনুসারে ছড়ায় তাঁর নাম বদলে যেত, কিন্তু বাকি ছড়া আর পদ্ধতি একই থাকত। আবার কখনও এই ছড়াও শুনতে পাওয়া যেত, এক তুলসী, দুই তুলসী, তিন তুলসীর পাতা।

গুরু মশাই বলে দিয়েছেন কান মলবার কথা।। খালি ছড়া আওড়ালেই তো হবে না, কথার সাথে কাজের সম্পর্ক রাখতে হবে, বিশেষতঃ গুরু মশাই যেখানে আদেশ করেছেন, তাই ছড়া বলতে বলতে গোয়েন্দা ছাত্ররা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া ছাত্রের কান দুটোও আচ্ছা করে মুলে রাঙা করে দিত। এখনকার ছাত্ররা এটাকেই কঠোর শাস্তি বলে মনে করবে, কিন্তু এখানেই ঘটনা শেষ হত না। এগুলো ছিল শাস্তির শুরু মাত্র, পাঠশালায় পৌঁছনোর পরে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হত। পিঠে পড়ত জোড়া বেত। এটা ছিল শাস্তির দ্বিতীয় পর্ব।

বারাণসী কড়চা ঃ রাজা রামমোহন

জয়দেব দাস, কাশী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সে ভয়ঙ্কর দৃশ্যায়ন কাউকেই বিচলিত করতে সক্ষম। ফিল্ম দেখা শেষ হলেও তার রেশ ছিল দীর্ঘ সময় ধরে। সঙ্গে বার বার রবীন্দ্রনাথের ' কথা' কাব্যগ্রন্থের 'বিবাহ' কবিতাটি মনে পড়ছে। ১১ কার্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লেখা। 'বরের বেশে মোতির মালা গলে/ মেত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে। / দোলা হতে নামল আসি নারী,/ আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি /শিয়র পরে বৈসে রাজকুমারী /বরের মাথা কোলের পরে থুয়ে।/ ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,/ দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা। /কয় পুরোহিত 'ধন্য সুচরিতা', /গাহিছে ভাট 'ধন্য মৃত্যুজিতা', /ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল চিতা-কন্যা বসে আছেন যোগাসনা। /জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান মাঝে, /হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।' মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি কাশী তেও সহ মরণের তাণ্ডব ছিল। আশ্চর্য তথ্য পাই যে, সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের পুত্র রামগতি সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী মণিকর্ণিকা ঘাটে সতী হন। শুধু তাই নয় অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতবর্ষে সতীদাহ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রথা। বেনারস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে শহরে যে ১৩ জন বিধবা 'সতী' হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েক জন ছিলেন বাঙালি জনৈক সুধারাম বিদ্যালঙ্কারের সহধর্মিণী চন্দ্রমণি ৭০ বছর বয়সে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান।৩০ ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ রামগোপাল বিশ্বাসের বিধবা পত্নী ৫০ বছর বয়সি সবিতা 'সতী' হন।দ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি রামকান্ত চক্রবর্তীর ৪০ বছর বয়সি বিধবা পত্নী তারিণী ঠাকুরানি এবং ১১ মার্চ রামকান্ত ভট্টাচার্যের বিধবা পত্নী পার্বতী 'সতী' হন। ঐ বছরের ২২ অক্টোবর জনৈক হরেরাম ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী রাজেশ্বরী 'সতী' হন ৮০ বছর বয়সে। কাশীর এক এক ঘাটে পাথরের শিলা স্থাপিত আছে। কাউ সে দিকে একটু গভীর ভাবে মনোযোগ দিলে দেখতে পাবে সেই শিলা তে এক দম্পতির মূর্তি। স্থানীয় লোকে সেই গুলো কে সতী বেদি বলে। এক সময় নাকি সেই স্থলে সহ মরণের কৃত্য সম্পন্ন করা হত। সেই বেদি হরিশচন্দ্র, দশাস্থমেধ, মনিকর্ণিকা, প্রহলাদ ঘাট, রাজ ঘাট পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কাশী নগরীর অনেক অঞ্চলে সতী পিঠ বর্তমান। তাই কাশীর আরো এক নাম মহাশ্মশান। তাই আজ সেই মহান সমাজ সংস্কারক রাজা রাম মোহন রায় কে প্রণাম জানাই। যার জন্য আমাদের সমাজ সেই কুসংস্কার কে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠকের দরবারঃ গিরিশ কারনাড

হতে পারতেন ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখা সফল ভারতীয় কবি। হতে পারতেন দর্শনের সফল অধ্যাপক। অথবা অর্থনীতির পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর আশৈশবের মননভূমি তাঁকে সংস্কৃতির স্বাধীনচেতা ও লড়াকু যোদ্ধা হিসেবে নাট্যাঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে। গিরিশ কারনাডের মানসিক দৃঢ়তা মা কৃষ্ণাবাই মানকিকার-এর কাছ থেকে পাওয়া। খুব কম বয়সে স্বামীকে হারান কৃষ্ণ বাঈ। পুত্রকে নিয়ে অকুল পাথারে পড়েন। এর পর সংসার চালানোর জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন। সেখানেই পরিচয় হয় ডাঃ রঘুনাথ কারনাডের সঙ্গে, তিনি তখন মুম্বাই মেডিকেল সার্ভিসে যুক্ত। দু'জন ক্রমশ কাছাকাছি আসেন ও বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের চার সন্তানের তৃতীয়জন গিরিশ। কিশোর বয়সেই চলে আসেন ধারোয়ারে, ১৯৫২ সালে ভর্তি হন বাসেল মিশন হাই এডুকেশন ইন্সটিটিউটে। ১৯৫৮ সালে কর্নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে স্নাতক। - শচীন সান্যাল

বন্দেভারতের এসি খারাপ, ট্রেনের ভিতর ছাতা খুলে সফর যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ মে ঃ শিলিগুড়ি- হাওড়াগামী বন্দেভারত এক্সপ্রেসে বিকল এসি থেকে জল পড়ছে। ট্রেনের মধ্যেই ছাতা মাথায় বসে যাত্রীরা। বোলপুর স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই ক্ষোভে ফেটে পরেন যাত্রীরা। রেলকর্মীরা জল মুছে কোনরকমে বিষয়টি সামাল দেন। শিলিগুড়ি থেকে হাওড়াগামী বন্দেভারত এক্সপ্রেসে এসি বিভ্রাট। ডাউন বন্দেভারত এক্সপ্রেসের সি ১৩ কামড়ায় এসি বিকল হয়ে যায়। মালদা স্টেশনের পর থেকেই এসি থেকে জল পড়তে শুরু করে। জল থেকে বাঁচতে ট্রেনের মধ্যেই ছাতা মাথায় বসে থাকতে হয় যাত্রীদের। যা কার্যত বিরল। যাত্রীদের অভিযোগ, এসি বিকল হওয়ায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হয়। তার উপর জল পড়া শুরু হয়। টিকিট কালেক্টর বা রেলকর্মীদের ডেকেও কোন ফল হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বোলপুর স্টেশন ট্রেন ঢুকতেই ক্ষোভে ফেটে পরেন যাত্রীরা। তড়িঘড়ি রেলকর্মীরা এসে জল মুছে কিছুটা সামাল দেন। যাত্রীরা বলেন, এত টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। ফাস্ট ক্লাস একটা ট্রেনের পরিষেবা কেন এত নিম্নমানের হবে? আমরা টিটিকে বার বার বলেছি, উনি কোন ব্যবস্থা করতেই পারেননি। ট্রেনের মধ্যে জালনা নেই, এসি খারাপ, জল পড়ছে ভাবুন তো কি অবস্থা।

দিন দিন বেড়ে চলেছে চুরির ঘটনা, আতঙ্কিত শহরবাসী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ দিনের পর দিন শিলিগুড়িতে বাড়ছে চুরির ঘটনা শান্তিতে নেই শহরবাসী। শিলিগুড়ির মধ্য শান্তিনগর বউবাজার এলাকাতে আবারো চুরি। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে জানালা ভেঙে প্রায় ৫ লাখ টাকার সোনা এবং নগদ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পালালো দুস্কৃতিরা। এটা নতুন নয়। শিলিগুড়িতে দিনের পর দিন বাড়ছে চুরির ঘটনা কিন্তু প্রশাসনের কোন ভূমিকাই সেরকম দেখা যাচ্ছে না দুস্কৃতিদের উপরে। প্রশাসন কি নজর রাখতে ব্যর্থ এবং ঘটনাস্থলে দেখা যায় দেয় আশিগড় ফাঁড়ির পুলিশকে ঘটনাস্থলে আসিগোর ফাঁড়ির পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছেন কিন্তু বারংবাড়ি তদন্তই করে যাচ্ছেন কিন্তু গ্রেপ্তার আর হচ্ছে না। শিলিগুড়ির মধ্যে শান্তিনগর বউবাজার এলাকায় এক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। তিনি মার্কেটিং করতে শিলিগুড়ির কোট মোড়ে বাজারে যান এবং যখন বাড়ি ফিরে দেখে বাড়ির সমস্ত জিনিস এলোমেলো রয়েছে। দেখে আলমারি ভাঙা সোনার জিনিস সমস্তটাই চুরি হয়ে গেছে। পাড়ার লোক জানাজানি হওয়ার পর পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার কোচবিহার শহর এরিয়া সিপিআইএম কমিটির পক্ষ থেকে মরা পড়া চৌপতি সংলগ্ন বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি তারা বিদ্যুৎ দপ্তর সংলগ্ন দিনহাটা রোডে পথ অবরোধ করে। যার দরুন রাস্তার সকল যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং পনেরো মিনিট পড়ে বন্ধ তুলে নিয়ে তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন জমা করে।

কান্তিভিটায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর হেলাগছ গ্রামে এলেন রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ২২ মে ঃ গত ১৫ মে ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর হেলাগছ গ্রামে ঘটনাস্থল আসলেন সাংসদ রাজু বিস্তা।

তিনি আহত ও মৃতের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়ে বলেন তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং গোটা গ্রামের ১৩ জন আহত। বর্তমানে ১৬ জন আহত সুস্থ হয়েছেন এবং বেশকয়েক জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুঃখজনক এই ঘটনা। পরিবারের পাশে রয়েছি। আহতদের চিকিৎসা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দোষ নেই। পরিকাঠামো নেই কি করবে। আহতদের পরিচর্যা নিয়েও কারো হেলদোল নেই বলে তিনি জানান। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। পরিবারের পাশে রয়েছি। মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব বলে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান। নেশামুক্ত অভিযান শুরু করার আশ্বাস দেন তিনি। সমাজ থেকে নেশামুক্তের প্রস্তাব রাখেন তিনি।

একাধিক অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত মোহাম্মদ হোসেন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ প্রতিনিয়ত রাতের অন্ধকারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার কেটে গরু পাচার করছে দুস্কৃতিরা। কিছুদিন আগেও কাঁটাতার কাটতে গিয়ে দুইজন বাংলাদেশী মৃত্যু হয় বিএসএফের গুলিতে। এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় কাঁটাতার কাটার অভিযোগ ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের মুড়িখাওয়া গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ হোসেন (২০) এর বিরুদ্ধে। বিএসএফের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ী করা হয়। ফাঁসিদেওয়া থানায় এরপর থেকেই পুলিশ সেই অভিযুক্তকে বহুদিন ধরে খোঁজ শুরু করেছিল। কিছুদিন আগেও মুড়িখাওয়া গ্রামে একটি চার চাকার মালবাহী গাড়িতে

আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠে মোঃ হাসান এর বিরুদ্ধে। অবশেষে গতকাল এলাকার বান্দরঝুলি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের কাছে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জানা যায় অভিযুক্ত নামে একাধিক অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত সে। পুরো ঘটনার তদন্ত পুলিশ।

ওদলাবাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ মে ঃ জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়িতে সাতসকালে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, মৃত অমরজিত নন্দী ওরফে মিঠু (৫৭) ওদলাবা।রি ডিপোপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিদিনের মতো বুধবারও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। ডিপোপাড়ায় যাওয়ার জন্য পুরোনো রেলগেটের ধার দিয়ে হাঁটার সময় শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটিগামী ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নিউ মাল জংশন থেকে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

তীব্র গরমেও আপেল চাষ করে সকলের নজর কেড়েছেন মালদার মহম্মদ তাজামুল হক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মে ঃ আপেল শীতকালীন ফল। তীব্র গরমেও আপেল চাষ করে সকলের নজর কেড়েছেন মালদার মহম্মদ তাজামুল হক। পেশায় শিক্ষক এই তাজামুলের বহুদিনের ইচ্ছে মালদার মাটিতে আপেল চাষ করবার। অবশেষে তিনি আপেল চাষ করে সফল হয়েছেন। তাঁর চাষ করা বেশ কিছু গাছে আপেল চলে এসেছে, কিছু গাছে গুটি রয়েছে। মালদার মাটিতে আপেল চাষ করে এবং সফলতা অর্জন করে খুশি তিনি। পেশায় শিক্ষক তাজামুল হকের নেশা রকমারি ফলের গাছ নিয়ে গবেষণা করা। এবার তিনি আপেল নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা শুরু করেছেন। ৫ প্রজাতির আপেল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। তারমধ্যে কিছু প্রজাতির গাছে আপেল চলে এসেছে। কয়েকটিতে গুটি এসেছে। আপেল সাধারন জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ বিক্রি হয়ে থাকে। শিক্ষক তাজামুল হক যে আপেল ফলিয়েছেন তাতে ফেব্রুয়ারির শেষ এবং মার্চ মাস নাগাদ মুকুল আসা শুরু হয়। ফল পরিণত হতে মে, জুন মাস। ফলে এই প্রজাতির আপেল অসময়ে জেলার মানুষের চাহিদা মেটাবে বলে বিশ্বাস তাঁর। গবেষণায় তিনি অনেকটাই সফল। যে ৫ প্রজাতি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, কিছু গাছে ফল পরিণত হতে আর কয়েকদিন এবং বাকি গাছে মুকুল চলে এসেছে। তাজামুলের বাড়ি পুরাতন মালদার বরকোল পুরাতনটোলায়। নিজের বাড়ির মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ফলের বাগান। তিনি আদিনা ললমাটোলা ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাবা সামসুদ্দিন আহমেদেরও গাছের নেশা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সেই নেশা ছেলের মধ্যে জাকিয়ে বসে। লকডাউনের সময় থেকে তাঁর ফল চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। আপেল চাষের কথাও মাথায় আসে। ওই সময় বাঁশবাড়ির এক শিক্ষক নিজের ছাদে টবে আপেল চাষ করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হন তিনি। এরপর হিমাচলপ্রদেশ থেকে অন লাইনে চারা নিয়ে এসে ২০২২ সাল থেকে আপেল গাছের পরিচর্যা শুরু করেন। তাঁর বাগানে ৫ প্রজাতির আপেল এইচআরএমএন- ৯৯ (হরিমন শর্মা), গোল্ডেন ডরসেট, আন্না, ট্রপিক সুইট এবং পিঙ্ক লেডি। এগুলির মধ্যে গোল্ডেন ডরসেট সোনালী রঙের, আন্না ও ট্রপিক সুইট লাল, পিঙ্ক লেডি ফ্যাকাশে লাল। এইচআরএমএন-৯৯ এবং পিঙ্ক লেডিতে গুটি এসেছে। ফল হলে তখন রঙ পরিষ্কার বোঝা যাবে। এর জন্য অন লাইনে চারা নিয়ে এসেছেন হিমাচল প্রদেশ থেকে। সাধারণ ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস নাগাদ সেখানে চারা বিক্রি হয়ে থাকে। চারা প্রতি দাম পড়েছে ৩০০ টাকা করে। জৈব সার দিয়ে তিনি পরিচর্যা করে চলেছেন। ৩৫-৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও আপেল চাষ ভালভাবেই করা যেতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। শিক্ষক তাজামুল হক জানান, 'আপেল চাষ বিষয়টি গবেষণার মধ্যেই রয়েছে। চাষিদের কাছে এই অসময়ের আপেল অবশ্যই লাভজনক ব্যবসা হতে চলেছে। স্বাদ কিংবা রক্ষ কাশ্মীরি আপেলের মতো হয়ত হবে না। কিন্তু এই জাতের আপেলের নিজস্বতা নিয়ে আকর্ষণ বাড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের বাগানের আপেল এখনও পরিণত হতে কিছুদিন লাগবে। তখন প্রকৃতি স্বাদ বোঝা যাবে।'

মেদিনীপুরে মাঝরাতে দরজা ভেঙে গ্রেফতার বিজেপি নেতা, থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মে ঃ ভোট আবহে মেদিনীপুর জুড়ে একের পর এক বিজেপি নেতার বাড়িতে পুলিশি অভিযান। কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে তো কাউকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। খড়গপুর বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে খড়গপুর টাউন থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। আবার কেশিয়ারিতে ভোটপ্রচারে আসা দুই বিজেপি নেতাকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। আবার ভোররাতে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থীর আত্ম সহায়কের বাড়িতে হানা দেয় তারা। সব মিলিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে পুলিশি নজরে বিজেপি নেতারা। বিজেপির খড়গপুর শহর মধ্য মণ্ডলের সভাপতি ডি তারকেশ্বর রাওকে বুধবার ভোররাতে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। অভিযোগ, দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে তারা। দলের এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে। তবে ধৃতের পরিবারের দাবি, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। পুলিশ জোর করে ফাঁসিয়েছে। জানা গেছে, ২১ এপ্রিল খড়গপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি দফতরে বসে মদ্যপান চলছিল। দলীয় এক কর্মী এর প্রতিবাদ করেন। তখনই তাঁকে মারধর করা হয়। বাঁচাতে তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলে তাঁকেও হেনস্তা করা হয়। অভিযোগ, তারকেশ্বর রাও বিষয়টিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনায় ভোটের দিন তিনেক আগে তাঁকে গ্রেফতার করা হল। এর প্রতিবাদে খড়গপুর টাউন থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে বিজেপি কর্মীরা। অন্যদিকে অসমের হাইলাকান্দি পুরসভা এলাকা থেকে দুই বিজেপি নেতা এসেছিলেন কেশিয়ারিতে। সেখানে তাঁরা প্রচার করছিলেন। তাঁদের পুলিশি হেনস্তা করা হয়েছে বলেও খবর। আরেক বিজেপি নেতা সৌমেন মিশ্রর বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ। তবে তিনি না থাকায় তাঁর স্ত্রীর দরজা খোলেননি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত থেকে অভিযানে নেমেছে পুলিশ। প্রথমে কোলাঘাটে শুভেন্দুর ভাড়াবাড়ি কাম অফিসে তল্লাশি চালায় তারা। এরপর বিজেপি প্রার্থী হিরণের আত্ম সহায়কের তালবাগিচার বাড়িতে হানা দেয় ঘাটাল থানার পুলিশ। তার পর একযোগে স্থানীয় তিন বিজেপি নেতার বাড়িতে হানা দেয় তারা।

স্বল্প বৃষ্টিতে হাটু সমান জলে নাভিশ্বাস এলাকাবাসীর, জমা জলে জাল ফেলে অভিনব বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মে ঃ বিজেপি অধ্যুষিত এলাকা। ওই এলাকা থেকে নির্বাচনগুলিতে লিড থাকে বিজেপির। তাই নিকাশির জন্য অর্থ বরাদ্দ হওয়ার পরে শিল্যানাস হয়ে গেলেও আটকে কাজ। ৪ তারিখ ভোটের ফলাফলে এখান থেকে তৃণমূল লিড না পেলে কাজ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিরদর্পে এমনটাই না কি হুমকি দিয়ে গেছেন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ এলাকাবাসীর। এদিকে কয়েক দিনের স্বল্প বৃষ্টিতেই হাটু সমান জলে নাভিশ্বাস স্থানীয়দের। তাই নিকাশির দাবিতে এবার জলাশয়সম রাস্তাতে জাল ফেলে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুয়া হরিজন পাড়ার ঘটনা। এই এলাকায় প্রায় ৪০ টি হরিজন পরিবারের বসবাস। যারা অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর শ্রেণী। কিন্তু এই এলাকাতে নেই উন্নয়নের ছোঁয়া। বেহাল নিকাশির কারণে স্বল্প বৃষ্টিতে হাঁটু সমান জল। জমা জলে জীবন অতিষ্ঠ স্থানীয়দের। বাড়িতে ঢুকে পড়ছে রাস্তার নোংরা জল।

যাতায়াত করতে প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষজন। হাঁটু সমান জলজমার কারণে ঢুকতে পারছে না অ্যাম্বুলেন্স। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রসূতিদের। কিন্তু ভোট ঘোষণার আগে এই এলাকায় জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকা অর্থব্যয়ে নিকাশির কাজের সূচনা হয়। ঘটা করে ফিতে কাটার অনুষ্ঠান হলেও পরবর্তীতে এগোয়নি কাজ। এলাকাবাসীর অভিযোগ তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হুমকি দিয়ে গেছেন যদি এবার ওই খান থেকে তৃণমূল লিড না থাকে তাহলে অন্যত্র কাজ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এর আগে ওইখান থেকে লিড পায় বিজেপি। তাই ৪ তারিখ ফলাফল দেখে তারপরেই নাকি কাজ শুরু হবে। এদিন দ্রুত কাজের দাবিতে রাস্তার জমা জলে জাল ফেলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির জেলা সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালের অভিযোগ হরিজন পাড়ার মানুষেরা বিজেপির সমর্থক। তাই তাদের সঙ্গে এই বঞ্চনা। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুনের মতে নির্বাচনের কারণে কাজের স্থগিত ছিল। এখানে কোনরকম রাজনীতি বা দল দেখা হয় না। দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে।

কম দৃষ্টিশক্তির যাত্রীদের সুবিধার্থে পূর্ব রেলের অভিনব উদ্যোগ - স্টেশনে ব্রেইল নেভিগেশনের ব্যবস্থা

কলকাতা, ২২ মে ঃ যেসব দিব্যঙ্গ যাত্রী চোখে ভালো দেখেন না , তাদের আধার দুনিয়াকে কিছুটা হলেও অনুভূতির মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ে ব্রেইল নেভিগেশন এর মাধ্যমে অনুভূতির দ্বারা ভাস্বর করে তোলার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। অনুভবী কোন সহযাত্রীর সহায়তা না পেলেও দিব্যঙ্গজন যাদের দৃষ্টিশক্তি কম, তাঁরা ব্রেইল নেভিগেশন এর সাহায্যে নিজেরাই কোথায় টিকিট কাউন্টার ও স্টেশনে কি কি ব্যবস্থা আছে তা বুঝতে পারবে কলকাতা ও শিয়ালদা স্টেশনে। পূর্ব রেলওয়ে, রেল পরিষেবা গুলিকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহজসাধ্য করার ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে, যা কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দিব্যঙ্গ যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'অনুপ্রয়াস', নামক সামাজিক সংস্থার (এনজিও) সহযোগিতায় .পূর্ব রেল শিয়ালদহ এবং কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্রেইল নেভিগেশন মানচিত্র ব্যবস্থা রেখেছে। হাওড়া স্টেশনেও এই ব্রেইল নেভিগেশন মানচিত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই মহ উদ্যোগের লক্ষ্য কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দিব্যঙ্গ যাত্রীরা কোনরকম কারো সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে স্টেশনে চলাচল করতে সক্ষম হবেন । ব্রেইল নেভিগেশন মানচিত্র শিয়ালদহ , কলকাতা এবং হাওড়া স্টেশনের প্রবেশপথে কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হয়েছে যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪ ফুট ন্স ২ ফুট। এই মানচিত্রগুলি স্টেশনের মধ্যে টিকিট কাউন্টার, কনকোর্স এলাকা, জলের ট্যাপ, টয়লেট, ওয়েটিং রুম, ক্লোকরুম, প্ল্যাটফর্ম নম্বর, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, এসকেলেটর, লিফ্ট এবং মে আই হেল্প ইউ ডেস্ক সহ এগুলির মত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি সনাক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করে। এই ব্রেইল নেভিগেশন মানচিত্রের মত উদ্যোগটি শুধুমাত্র কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দিব্যঙ্গ যাত্রীদের সহজ ভ্রমণের সুবিধা দেয় না বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে সমস্ত ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের সাথে স্টেশনের সর্বজনীন স্থানগুলিতে চলাচল করতে পারে। কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন রেলওয়ে স্টেশন গুলিতে সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা যাতে সবার কাছে সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । ব্রেইল নেভিগেশন মানচিত্র স্থাপন করা, যা কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দিব্যঙ্গ যাত্রীদের চাহিদাকে পূরণ করে এবং তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনভাবে চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।

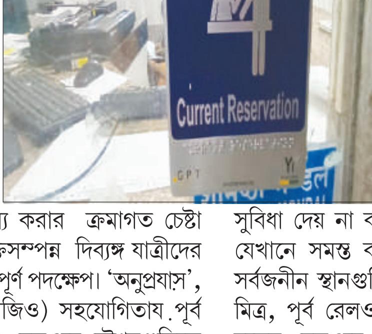

অবৈধ মদ সহ গ্রেফতার ৬

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ মে ঃ ফের বড় সাফল্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের। বেআইনি ভাবে নিয়ে যাওয়া বিদেশী মদ সহ গ্রেফতার ৬ জন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েই এই সাফল্যে বলে পুলিশ জানিয়েছেন। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ ময়নাগুড়ি থেকে ক্রান্তিগামী রোডে পুলিশ একটি পিক আপ গাড়িকে আটক করে পুলিশ। সেখানেই তাদের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিদেশি মদ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি বলে জানা যায়। এরপরেই পিকআপ গাড়ির চালক সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন ৯২ টি কার্টন থেকে মোট ২২০৮ টি বিদেশী মদের বোতল উদ্ধার হয়। প্রতিটি বোতলের মধ্যেই সেল ফর পাঞ্জাব লেখা রয়েছে বলে পুলিশ জানান। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতরা হলেন রাজা বাউরি, সূর্য বাউরি, সন্তোষ ওরাও, জয়ন্ত বাউরি, কৃষ্ণ বাগদি, সঞ্জয় বাউরি। ধৃতদের মধ্যে পাঁচজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বাঁকুড়া জেলায়। একজনের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই এলাকায় বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ ক্রান্তি রোডে একটি পিকআপ গাড়িকে আটক করেছে। গাড়ি থেকে ৯২ কাটন মদ উদ্ধার হয়েছে, যেখানে লেখা আছে সেল ফর পাঞ্জাব। তার কোনো বৈধ কাগজ ছিলো না। সেখানেই চালক সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আজকে আদালতে পাঠানো হয় ।

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মেট্রো রেল ২৩৪ টি পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ২২ মে ঃ মেট্রো রেল ব্লু লাইনে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ২৩.০৫.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) ২৩৪ টি পরিষেবা (১১৭ আপ এবং ১১৭ ডাউন) চালাবে। প্রথম পরিষেবা ঃ ০৬.৫০ টায়- দমদম থেকে কবি সুভাষ- (পরিবর্তন নেই)। ০৬.৫০ টায়- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন নেই)। ০৬.৫৫ টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন নেই)। ০৭.০০ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। (পরিবর্তন নেই)। শেষ পরিষেবা ঃ ২১.২৮ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (পরিবর্তন নেই)। ২১.৩০ টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন নেই)। ২১.৪০ টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ (পরিবর্তন নেই)। ২১.৪০ টায় কবি সুভাষ থেকে দমদম (পরিবর্তন নেই)। মেট্রো ৯০টি পরিষেবা চালাবে (শিয়ালদহ থেকে ৪৫ টি পরিষেবা এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ৪৫ টি পরিষেবা) সেই দিন ১০৬ টি পরিষেবার পরিবর্তে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত গ্রীন লাইন ১ এর প্রসারিত হবে। এই পরিষেবাগুলি ০৬.৫৫ ঘন্টা থেকে শুরু হবে এবং ২০ মিনিটের ব্যবধানে উপলব্ধ হবে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত গ্রীন লাইন ১ এর প্রসারিত। প্রথম পরিষেবা ঃ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ০৬.৫৫ টায় (কোনও পরিবর্তন নেই)। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ০৭.০০ টায় (কোনও পরিবর্তন নেই)। শেষ পরিষেবা ঃ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ২১.৩৫ ঘণ্টায় (কোনও পরিবর্তন নেই)। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ২১.৪০ ঘন্টায় (কোনও পরিবর্তন নেই)। গ্রীন লাইন ২-এ, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে।

৪০ লক্ষ টাকার ইনতাদা রেহেদি সিড উদ্ধার

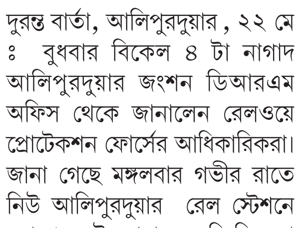

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ২২ মে ঃ বুধবার বিকেল ৪ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম অফিস থেকে জানালেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের আধিকারিকরা। জানা গেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশনে ধরা পরল ইনতাদা রেহেদি সিড যা কিনা (African dream seeds) অথবা চলতি বাংলায় যা কিনা গিলা নামেও পরিচিত। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। বাজেয়াপ্ত গিলাগুলি আফ্রিকান প্রজাতির হওয়াতেই আটক করা হয় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বিপুল পরিমাণের গিলাগুলি ডিমাপুর হয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছাতেই সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের আধিকারিকরা।

জনবিজ্ঞপ্তি

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/CC.N0.11/ 02. 01/99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা প্রদত্ত যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা প্রয়োজনীয় বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি অফ ইনসেন্টস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের গঠন। লিমিটেড (CINU45209WB1994PTC066375) ২৯, স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তলা, রুম নং ৮, কলকাতা - ৭০০০০১-এ অবস্থিত, নতুন পরিচালক, মি. প্রিয়রঞ্জন নন্দী (DIN - 1063 দ্বারা ব্যবসায়িক) ২০৬৩ দ্বারা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বোর্ডের নতুন সংমিশ্রণে পরিবর্তন করা হয়েছে। যার কারণে পরিচালনা পর্ষদের গঠনে ৩০ এর বেশি পরিবর্তন হয়েছে।
যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১-কে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারেন আগ্রহ এবং আপত্তির ভিত্তি।
তারিখঃ ২৩.০৫.২০২৪

Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Kulpi PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024.. (**Tender Ref: 61/Q of South 24 pgsed of 2024-25**) ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Mathurapur PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024. (**Tender Ref: 62/Q of South 24 pgsed of 2024-25**) iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Raidighi PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha- 2024. (**Tender Ref: 63/Q of South 24 pgsed of 2024-25**) Bid Submission closing: 24.05-2024 at 11:00 A.M Bid Opening Date: 24.05-2024 after 11:30 A.M.

Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Bishnupur PS under Diamond Harbour Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha- 2024. **(Tender Ref: 58/Q of South 24 pgsed of 2024-25)** ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Dholahat PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024. **(Tender Ref: 59/Q of South 24 pgsed of 2024-25)** iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for various locations of Diamond Harbour PS under Diamond Harbour Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha- 2024. **(Tender Ref: 60/Q of South 24 pgsed of 2024-25)** Bid Submission closing: 24.05-2024 at 11:00 A.M Bid Opening Date: 24.05-2024 after 11:30 A.M.

Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নং ইটি-এইচভি-ডিসিএসও-ই-২০২৪। ডেপুটি চিফ সেফটি অফিসার/ইলেক্ট/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক একটি নন-এসি ভাড়ায় নেওয়া মোটর যানের জন্য নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যা ১২.০৬.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণঃ** ডেপুটি চিফ সেফটি অফিসার (ইলেক্ট)/গার্ডেনরীচ-এর দপ্তরের কাজে ব্যবহারের জন্য ০১(এক)টি বাণিজ্যিকভাবে নিবন্ধীকৃত রাস্তায় চলা নন-এসি মারুতি, সুইফট ডিজায়ার/টাটা ইন্ডিগো বা সমতুল মোটরযান ভাড়া নেওয়ার নতুন টেন্ডার/যোগাযোগের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৩৯,৬০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বন্ধের তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে। **কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে বিড নং- জিইএম/২০২৪/বি/৪৯৬৮৫২ দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত বিড নং- জিইএম/২০২৪/বি/৪৯৬৮৫২ দেখতে পারেন। **(PR-180)**

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House,
Kolkata - 700-001,WB, India,
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com
NOTICE

1 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation,2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 30th day of May, 2024 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia Audited Financial Results for the 4th Quarter / Year ended 31st March, 2024.
The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.
2 Appointment of Mr. Deepak Kumar Jain (DIN 01145870) as an Additional Director, he will act as an Independent non-executive Director.
3 To fix the date and time to hold the 29th (Post IPO) Annual General Meeting.

Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
Place : Kolkata
Date: 22.05.2024
eCSIN-EA013288A000046618

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নোটিস নং (i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১১। কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর স্টাফ কোয়ার্টার্স (টাইপ-II) নং ডব্লুএএন/১ থেকে ডব্লুডিএন/৮, এলএএন/১৪ থেকে এলডিএন/১৭ টাইপ-II কোয়ার্টার্স এ এবং সি আংশিকভাবে, পিএলসি, ইএস ধরনের কোয়ার্টার্স (১৬০ ইউনিট)-এর উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,০৯,০০৫.৬৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার নোটিস নং (ii) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১২। কাজের বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্টেশনে সিনিয়র ডিইই(জি)/কেজিপি-র অধীনে ঝাড়গ্রাম ও ঘাটশিলাতে ১২.০ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,৬৪,৫৫১.২৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৬৩,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২.০৬.২০২৪। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং (১) এবং (২)-এর জন্য ৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-178)**

Lost of Document

I, Mrs. Swapna Roy W/o Late Shri Nikhil Baran Roy, resident of 29, Santipath, Santoshpur, Kolkata-700075 have lost my original Fixed Deposit Certificate on the name of Late Shri Nikhil Baran Roy (Deposit No. CC/15343592 of HDFC Bank ltd.). The Finder may please contact with the Officer-in-Charge, Survey Park P.S.Kolkata-700075 or HDFC Bank Ltd., 5th Floor, 4, Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700001 within 14 Days.

NIQ No-02/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2024-25 dt. 22/05/2024

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/ Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU" Last date of receiving application is- 30/05/2024 up to 2.00 P.M. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP
Irrigation & Waterways Dte.

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com
NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday**, the **30th day of May, 2024,** at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2024, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. April 01, 2024 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2024.

For Auckland International Limited
Sd/-
Sangeeta Ghose
Company Secretary
Place: Kolkata
Date : 22.05.2024

টলি-বলি

হাসপাতালে শাহরুখ, বর্তমানে তিনি ভালো আছেন

বুধবার বেলা একটায় তিনি আহমেদাবাদের কেডি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আহমেদাবাদে চলমান তাপপ্রবাহের মধ্যে জল শূন্যতায় আক্রান্ত হয়েছেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান। জানা গিয়েছে যে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে শাহরুখ খানকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ দেখতে গত সোমবার আহমেদাবাদে পৌঁছেছেন শাহরুখ। গতকাল মঙ্গলবার শহরের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কলকাতার নাইট রাইডার্সের ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেন তিনি। কেকেআরের জয়ের পর গ্যালারি ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছিলেন শাহরুখ। সঙ্গে কন্যা সুহানা ও পুত্র আব্রামকেও দেখা গেছে। ম্যাচ শেষে রাতে কেকেআর দলের সঙ্গে আহমেদাবাদের আইটিসি নর্মদা হোটেলে ফেরেন তিনি। তবে তাপপ্রবাহের মধ্যে পরদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এই তারকা। তাৎক্ষণিক তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে পরিস্থিতি গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে হোটেলে ফেরেন তিনি। শাহরুখ খানের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। গত দুই বছরে 'পাঠান', 'জাওয়ান' ও 'ডানকি'র মতো একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন এই তারকা। সামনে তাঁকে 'কিং' নামে একটি সিনেমায় পাওয়া যাবে। তবে সব ছাপিয়ে আপাতত আইপিএলে নিজের দল কেকেআরের ওপর নজর রাখছেন তিনি।

প্রয়াত হলেন ভূতের ভবিষ্যৎ সিনেমায় আত্মারাম চরিত্রের অভিনেতা উদয়শঙ্কর পাল

'ভূতের ভবিষ্যৎ' সিনেমায় 'আত্মারাম' চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পাওয়া অভিনয় শিল্পী উদয়শঙ্কর পাল প্রয়াত হলেন। গতকাল সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। পরিবার সূত্রে খবর, উদয়শঙ্কর ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। খঅল্প বয়সে নাট্যমঞ্চে উদয়শঙ্করের অভিনয়জীবনের সূত্রপাত। প্রায় তিন দশক তিনি নিয়মিত মঞ্চে অভিনয় করেছেন। বিয়ে করেননি তিনি। হাওড়ায় দাদার পরিবারে থাকতেন তিনি। অজস্র বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন উদয়শঙ্কর। তবে অনীক দত্ত পরিচালিত 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবিটি তাঁকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। ছবিতে তিনি রিকশাওয়ালা আত্মারামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। উদয়শঙ্কর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'চতুষ্কোণ', 'প্রফেসর শঙ্কু ও এল্ ডোরাডো', 'আশ্চর্য প্রদীপ', 'শজারুর কাঁটা'।'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবিতে উদয়শঙ্করের সহ-অভিনেতা ছিলেন সুমিত সমাদ্দার। তিনি বলেন, 'আমরা একসঙ্গে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছি। তাঁর সঙ্গে অনেক স্মৃতি। দুঃখের বিষয়, তাঁর দীর্ঘ নাট্যজীবন নিয়ে দর্শক বিশেষ একটা জানেন না। একটু আগে খবরটা পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।' সম্প্রতি পরিচালক অভিজিৎ পাল প্রথম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদয়শঙ্করের শারীরিক অসুস্থতার কথা জানান। প্রথমে হাওড়ার একটি নার্সিং হোমে অভিনেতার চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু ক্যানসারের মতো ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা উদয়শঙ্করের ছিল না। তারপর অভিনেতা দেবদূত ঘোষ ও পরিচালক শৈবাল মিত্রের উদ্যোগে আর্টিস্ট ফোরামের তত্ত্বাবধানে উদয়শঙ্করকে দক্ষিণ কলকা তার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, বয়সজনিত সমস্যায় অভিনেতার চিকিৎসা করার ঝুঁকি রয়েছে। তারপরই এল দুঃসংবাদ।

কারাবন্দি নজরুলের সেলটি সংরক্ষণ করার দাবি তুললেন বহরমপুরবাসী

দুরন্ত বার্তা , মুর্শিদাবাদ, ২২ মেঃ বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বন্দি হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিলেন কবি। প্রায় ছ'মাস তিনি এখানে কারাবন্দি ছিলেন। বহরমপুর জেলে বসে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন নজরুল। তাঁর সেই সৃষ্টিগুলি সে সময়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। যে জেলে নজরুল বন্দি ছিলেন তা এখন বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল। নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত সেই বন্দিশালা এখন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেটিকে সংস্কার করে সংরক্ষণ করা দরকার বলে দাবি করছেন শহরের বিশিষ্টরা। দু' দিন পরেই নজরুলের জন্মদিবস। তার আগে বহরমপুরে নজরুলের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। 'নজরুলের সৃষ্টিতে বিপ্লবের বারুদ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় উঠে এল নজরুলের জীবনের অজানা কথা। 'কাব্য ও কথা' সংস্থার পক্ষে থেকে বহরমপুরের ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকার একটি অনুষ্ঠানগৃহে ওই আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্টরা।নজরুলের ব্যক্তি জীবনে রোমান্টিসিজম ও তার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। নজরুলের বাংলাদেশ যাওয়া, সে বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও কবির নাগরিকত্ব পরিবর্তনের বিষয়টির উঠে আসে আলোচনায়। নজরুলকে নিষিদ্ধ করার আইনি এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটও উঠে আসে আলোচনায়। জানা যায় অনেক অজানা কথা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ সাহা, প্রাবন্ধিক মইনুল হাসান, গবেষক ও প্রাবন্ধিক সায়ন্তন মজুমদার, বাংলাদেশের অধ্যাপক আকমল হোসেন, পাঁচথুপী কলেজের অধ্যাপক শৈবাল রায় আলোচনায় অংশ নেন। বহরমপুরের বাসিন্দারা এই আলোচনা শুনে সমৃদ্ধ হন।বরাবর নজরুলের ধারালো লেখায় শাণিত হতো বিদ্রোহের ভাষা। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য নজরুলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা থেকে ১৯২২ সালে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। কলকাতায় নিয়ে এসে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ওই মামলায় নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই সময়ে নজরুলকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। তারপর সেখান থেকে হুগলি জেল হয়ে কবিকে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে নিয়ে আসা হয়।

প্রাণ বাঁচানোর কাতর আর্জি ভাঙা হেলিকপ্টারে দুর্ঘটনার মুখে কি হয়েছিল রাইসির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি সহ নজনকে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টার। আজারবাইজান সীমান্তে এই ভয়াবহ চপার দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কী ঘটেছিল? এবার প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন ইরানের প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফ গোলাম হোসেন ইসমাইলি। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার দিন ইব্রাহিম রাইসি এবং বিদেশমন্ত্রী আমির আবদোল্লাহেয়ানকে নিয়ে আজারবাইজান থেকে যে হেলিকপ্টার উড়েছিল, তার পাশেই অপর একটি চপারে ছিল প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ গোলাম হোসেইন ইসমাইলি। সৌভাগ্যবশত, তাদের চপারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি। তিনি সংবাদমাধ্যমে এই দুর্ঘটনা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় গত রবিবার দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে যান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভও ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনটি হেলিকপ্টার পূর্ব আজারবাইজানের রাজধানী তাবরিজের উদ্দেশে রওনা দেন। যার একটিতে ছিলেন প্রসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এভং বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমির আবদোল্লাহেয়ান সহ মোট নজন। চিফ অব স্টাফ গোলাম হোসেইন ইসমাইলি জানান, পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে ওড়া মার্কিন সংস্থার তৈরি বেল ২১২ মডেলের হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে। অন্য দুটি হেলিকপ্টার অবশ্য নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছয়। ঘটনার প্রায় ১৭ ঘণ্টা পর ইরানের আধা সরকারি সংবাদসংস্থা মেহর নিউজের পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি দেশের জনগণের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করার সময় একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তিনি শহিদ হয়েছেন।

নিহত বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমির আবদোল্লাহেয়ান সহ বাকিরাও। মূলত আবহাওয়ার কারণেই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে বলে অনুমান। ইরানের প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফ ইসমাইলি বলেন, গত ১৯ মে স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় তিনটি হেলিকপ্টার যাত্রা শুরু করে। সে সময় আবহাওয়া চমৎকার এবং স্বাভাবিক ছিল। প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টারটি মাঝে ছিল, সামনে ও পিছনে বাকি দুটি। যাত্রার শুরুর ৪৫ মিনিটের মাথায় ইব্রাহিম রাইসি সহ নজনের হেলিকপ্টারটির পাইলট বাকি দুই চপারের পাইলটকে আরও উঁচুতে উঠে ভ্রমণের নির্দেশ দেন। মূলত তিনি ঘন মেঘ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, হঠাৎ প্রেসিডেন্টের বিমান উধাও হয়ে যায়। ঘন মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ড পর আমাদের চপারের পাইলট খেয়াল করেন ওই কপ্টারটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পাইলট বৃত্তাকার পথে ঘুরতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের চপারের কোনও হদিশ মেলে না। বেশ কয়েকমার রেডিয়ো ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় কিন্তু, কোনও সন্ধান মেলেনি ওই চপারটির। এরপর আমাদের হেলিকপ্টারটি উচ্চতা কমিয়ে আনে এবং শেষ পর্যন্ত একটি তামার খনিতে অবতরণ করে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টারের নিরাপত্তা ইউনিটের প্রধানকেও বারবার ফোন করা হয় বলে খবর। কারও সাড়া মেলেনি। অন্য দুই হেলিকপ্টারের পাইলটরা মোস্তাফাভিকে কল করার চেষ্টা করেন।

তাতেও কোনও সদুত্তোর মেলেনি। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির চিফ অফ স্টাফ বলেন, জটিল পরিস্থিতিতে শুধু ইব্রাহিম রাইসির হেলিকপ্টারে থাকা মহম্মদ আলি আল হাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। তবে তাঁর অবস্থা গুরুতর ছিল। তিনি শুধু জানাতে পেরেছিলেন একটি উপত্যকায় তাঁদের হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। ফোনটি মাঝপথেই কেটে যায়।

দ্বিতীয়বার ফোন করলেও মহম্মদ আলি আল হাশেম একই কথা কোনওমতে জানাতে সক্ষম হন। এরপর আর কোনও সাড়া মেলেনি। প্রসঙ্গত, এই মহম্মদ আলি আল হাশেম ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আল খোমেইনির মুখপাত্র ছিলেন। তাঁরও এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর একমাত্র তিনিই ঘণ্টাখানেক বেঁচে ছিলেন বলে অনুমান।

উন্নত যাত্রী সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্টেশনগুলিতে ৪৫টি লিফ্‌ট ও ৩৫টি এসকেলেটর স্থাপন

মালিগাঁও, ২২ মেঃ বিদ্যমান যাত্রী সুযোগ-সুবিধা আরও উন্নত করতে এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে আরও যাত্রী অনুকূল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে জন সমাগমের ভিত্তিতে একাধিক লিফ্‌ট ও এসকেলেটর স্থাপন করেছে। এমনকি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত রেলওয়ে স্টেশনের উপলব্ধ পরিকাঠামোকে উচ্চ মানদন্ডরূপে উন্নীত করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

স্টেশনের মধ্যে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেক প্ল্যাটফর্মে যাতে যাত্রীরা বিশেষত বৃদ্ধ ও বিশেষভাবে সক্ষম এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা সহজেই চলাচল করতে পারেন তার জন্যই এমন রূপান্তর করা হচ্ছে। নতুন লিফ্‌ট ও এসকেলেটরগুলি অন্যান্য অনেক যাত্রী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং উন্নীতকরন করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করবে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত পাঁচটি ডিভিশনের প্রধান স্টেশনগুলিতে ৪৫টি লিফ্‌ট ও ৩৫টি এসকেলেটর কার্যকর রয়েছে। বিগত অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪-এর সময় বারসোই স্টেশনে ০২টি লিফ্‌ট এবং জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে ০২টি লিফ্‌ট সহ চারটি লিফ্‌ট চালু করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগরতলা ও কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনের প্রত্যেকটিতে দুটি করে এসকেলেটর সহ মোট চারটি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে। 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে অনুমোদিত ৪৬টি রেলওয়ে স্টেশনে ৯৪টি লিফ্‌ট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। একইভাবে 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে ১৩টি স্টেশনে অতিরিক্তভাবে অনুমোদিত ২৬টি এসকেলেটর স্থাপনের কাজও বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

যাত্রী সংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে আরও লিফ্‌ট ও এসকেলেটর স্থাপনের পাশাপাশি রেলওয়ে সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ক্রস-নেভিগেশন সহজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি যাত্রীদের সহজ সুগমতা প্রদান করবে, যাত্রীদের ট্রেন যাত্রার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদানে সহায়ক হবে এবং রেলওয়ে পরিষেবাগুলিকে আরও ব্যবহারকারী বান্ধবযোগ্য করে তুলবে।

বিজেপি'র 'লক্ষ্মণরেখা থাকা জরুরি', বিজ্ঞাপন মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নিষেধাজ্ঞাই বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

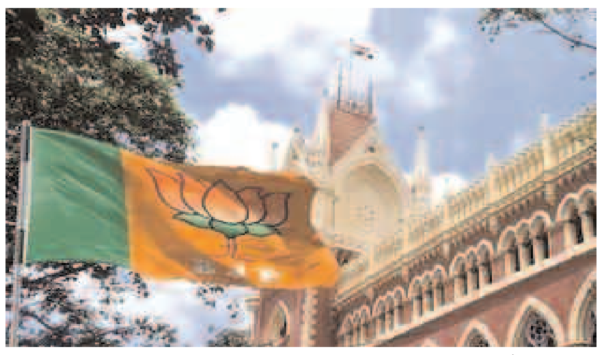

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটকে ঘিরে সংবাদপত্র এবং টিভি মাধ্যমে বিজেপির দেওয়া বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। ওই মামলায় বুধবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে আদালত এও জানিয়েছে, চাইলে পুনরায় এ বিষয়ে সিঙ্গল বেঞ্চে আর্জি জানাতে পারে বিজেপি।ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, যে কোনও বিজ্ঞাপনের একটা লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভাবে পোস্টার, ব্যানার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি, বিমানবন্দরে যদি যান, দেখবেন সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতির ছবি থাকতে পারে।''একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের পর্যবেক্ষণ, তিনি কলকাতায় এসে দেখেছেন যে, তাঁর বাড়ির বিপরীত দিকে তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদ মালা রায়ের দেওয়াল লিখন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়ে গিয়েছে। মোছা হয়নি। তা দেখে তিনি খুব অবাক হয়েছেন বলেও প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, সোমবারই বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চ জানিয়েছিল, বিতর্কিত বিজ্ঞাপন আর কোনও সংবাদমাধ্যমে দেওয়া যাবে না। আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হতে পারে, এমন বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না বিজেপি। এই মামলায় কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তাঁর মন্তব্য ছিল, বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতে আরও আগে পদক্ষেপ করা উচিত ছিল কমিশনের। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে 'আনভেরিফায়েড' শব্দটিও ব্যবহার করে আদালত। যার অর্থ, ভাল করে যাচাই না করা বিজ্ঞাপনের উপর এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিজেপির জোড়া বিজ্ঞাপনে আপত্তি তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। বিজেপির যে দুই বিজ্ঞাপনে তৃণমূল আপত্তি করেছে, তার একটিতে 'দুর্নীতির মূল মানেই তৃণমূল' এবং অন্যটিতে 'সনাতন বিরোধী তৃণমূল' স্লোগান ছিল। এই স্লোগানেই রাজ্যের শাসকদলের প্রধান আপত্তি। জোড়াফুল শিবিরের বক্তব্য, যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে 'সনাতন বিরোধী' হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, তা নিয়মবিরুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু তা-ই নয়, রাজ্য সরকারকে যে ভাবে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলে দাবি করা হচ্ছে, তা বিভ্রান্তিকর, বেঠিক এবং অবমাননামূলক বলেই মনে করছে তৃণমূল। বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলাও করে। সোমবার আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চ ওই বিজ্ঞাপনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে। যার ফলে আপাতত বিজ্ঞাপন দু'টি কোনও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে না বিজেপি। বিজ্ঞাপন বন্ধের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের সেই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। তবে সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

হাইকোর্টে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নয় কেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সাধু ও আশ্রমের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপর তাঁদের উপর আক্রমণ বাড়বে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে মামলা দায়ের করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করুক হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের এজলাসে হবে শুনানি।প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হয়েছে এই জনস্বার্থ মামলা। দ্রুত মামলার শুনানির আর্জিও জানানো হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় কনভেনার অমিয় সরকারের অভিযোগ, ভারত সেবাশ্রমে মহারাজদের ও সন্ন্যাসীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যের জেরে বিভিন্ন জায়গায় সাধু-সন্ন্যাসীদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর ফলে বাংলার সাধু সন্ন্যাসীরা বিপন্ন। তাঁর প্রশ্ন, এই পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নয় , সম্প্রতি আরামবাগের সভা থেকে ভারত সেবাশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশনের নাম উল্লেখ করে একাংশ সাধু-সন্ন্যাসীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহরমপুরের কার্তিক মহারাজের নামোল্লেখ করে মমতাও এও বলেছিলেন, কিছু সাধু সন্ন্যাসী পলিটিক্স করে দেশের সর্বনাশ করছেন।মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্য ঘিরে তীব্র শোরগোল হয়। পরের দিন বিষ্ণুপুরের সভা থেকে মমতা অবশ্য বলেন, ভারত সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণ মিশনকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি নির্দিষ্ট করে কার্তিক মহারাজের কথা বলেছি।

Name Change

I SABITA RAI, W/O PREM DAN LEPCHA,R/O SIMANA ROAD UPPER BAGH HITTI SUKHI-APOKHRI DARJEELING 734221, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SABITA LEPCHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT SABITA RAI AND SABITA LEPCHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mohammed Rahamat Ali Sardar (old name) S/O Wazed Ali Sardar, re-siding at Vill- Gokulpur, P.O.- Gokulpur, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24Pgs, Pin- 743286, West Ben-gal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ra-hamat Ali Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/05/2024. Rahamat Ali Sardar (new name) and Mohammed Rahamat Ali Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, (Old Name) NAZRUL ISLAM MONDAL S/o- SARKAT MONDAL, Residing at, Vill- Brittihuda, Post- Talukhuda, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAZRUL ISLAM MONDAL To NAZRUL MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAZRUL MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, NAZRUL MONDAL and NAZRUL ISLAM MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SAIDUL ISLAM MONDAL S/o- RAFATULL MONDAL, Residing at, Vill- Mol-lapara, Post- Gobindapur, Ps- Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAIDUL ISLAM MONDAL To SAIDUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAIDUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Mur-shidabad On 30 April 2024, SAIDUL ISLAM and SAIDUL ISLAM MONDAL both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, NIRATAYAY PRAMANIK (পুরাতন নাম) পিতা BHUDEV PRAMANIK, ঠিকানা- IDEAL ENCLAVE, FLAT NO. F- 45,RA-JARHAT MAIN ROAD, NEAR DEROZIO COLLEGE, P.S-NARAYAN-PUR, 24 PARGANAS (NORTH), PIN-700136,WEST BENGAL, INDIA , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 22.05.2024 এর Affidavit নম্বর 44 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে NIRATYAY PRAMANIK (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। NIRATYAY PRAMANIK (নতুন নাম) এবং NIRATAYAY PRAMANIK (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, SHAMPA GHOSAL ALIAS DE-BASHREE GHOSAL (পুরাতন নাম) স্বামী UJJAL GHOSHAL, ঠিকানা- 5, KHUDI-RAM SARANI, S. PAL FISH MARKET, PS-DUMDUM, NORTH 24 PAR-GANAS -700065,WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 20.11.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DEBASREE GHOSHAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। DEBASREE GHOSHAL (নতুন নাম) এবং SHAMPA GHOSAL ALIAS DEBASHREE GHOSAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I VIJOY GURUNG & VIJAY RATNA GURUNG, S/O MIKTIR GURUNG, R/O BASSERI AMBOOTAY TEA GARDEN KURSEONG DARJEELING 734203, WESTBENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS BIJAY GU-RUNG, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT VIJOY GURUNG & VIJAY RATNA GU-RUNG AND BIJAY GURUNG ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHANCHAL GIRI, S/O NABA KUMAR GIRI,R/O VILL BAGDANGA, BAG-DANGA, NAMKHANA, SUNDARBAN, 743357, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANCHAL KUMAR GIRI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT CHANCHAL GIRI AND CHANCHAL KUMAR GIRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI-CAL PERSON

Name Change

I SHAHINA PARVEEN, W/O LATE MO-HAMMED SHAFDAR ALI SOLANKI, R/O 37B DARGA ROAD, PO CIR-CUSAVENUE, KOLKATA-700017, WESTBENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS PARVEEN SOLANKI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB-LIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT SHAHINA PARVEEN AND PARVEEN SOLANKI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I VARUN KOTHARI, S/O SHIV KUMAR KOTHARI, R/O BL-T-5, 42 ND FLOOR, FL 4201,783, ANANDAPUR, MADU-RADHA, URBANA APPARTMENT, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VARUN KUMAR KOTHARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT VARUN KOTHARI AND VARUN KUMAR KOTHARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI-CAL PERSON

Name Change

I MONGALDIP MONDAL, S/O ANUP MONDAL, R/O KORA PASCHIMPARA, SAHEB BAGAN, MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700130, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS MANGALDIP MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB-LIC AT KOLKATA ON 22/05/2024, THAT MONGALDIP MONDAL AND MANGALDIP MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Shaikh Mainuddin Ahmed (old name) S/O Sk Isharul Haque, resid-ing at 90, Basiruddin Munsi Lane, P.O.- Howrah, Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Mohinuddin Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magis-trate at Kolkata on 21/05/2024. Sk Mohinuddin Ahmed (new name) and Shaikh Mainuddin Ahmed (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Isarul Hawk (old name) S/O Late Shanullah Haque, residing at 90, Basiruddin Munsi Lane, P.O.- Howrah, Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Isharul Haque (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 21/05/2024. Sk Isharul Haque (new name) and Isarul Hawk (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Gaurav Jhawar (old name) S/O Raj Kumar Jhawar, residing at 31/1/2, Ram Krishna Samadhi Road, Kolkata- 700054, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gau-rav Kumar Jhawar (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 21/05/2024. Gaurav Kumar Jhawar (new name) and Gaurav Jhawar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mushtaque Khan (old name) S/O Late Abdul Razzaqua Khan, resid-ing at 239, Belilious Road, P.O.- Howrah, Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mustaque Khan (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 21/05/2024. Mustaque Khan (new name) and Mushtaque Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Anita Agrawal (old name) W/O Pawan Kumar Agarwal, residing at Block-E, Flat-104, Balajee Ganges 105D, Bid-hannagar Road, Ultadanga Main Road, Kolkata- 700067, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall hence-forth be known as) Anita Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 14/05/2024. Anita Agarwal (new name) and Anita Agrawal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Pawan Kumar Agrawal (old name) S/O Late Chhote Lal Agarwal, residing at Block-E, Flat-104, Balajee Ganges 105D, Bidhannagar Road, Ultadanga Main Road, Kolkata- 700067, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pawan Kumar Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Mag-istrate at Kolkata on 14/05/2024. Pawan Kumar Agarwal (new name) and Pawan Kumar Agrawal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, SHANTA KARMAKAR(old name) D/O Joydeb Karmakar, W/o Jyotirmoy Gain resident of Shribas Angan Ghat Road, Dakshin, Ward No. 11 of Nabadwip Munic-ipality, PO & PS- Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)SHANTA GAIN KARMAKAR, vide an affidavit sworn before the Ld. Judi-cial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 22/05/2024. SHANTA KAR-MAKAR and SHANTA GAIN KARMAKAR both are same and one identical person.

মালদায় বালিকা সশক্তিকরন মিশন কার্যক্রম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ মে ঃ মেয়েদের দক্ষতার বিকাশ সাধন, উৎকর্ষতা, সামগ্রিক উন্নয়ন সাফল্যের লক্ষ্যে মালদায় শুরু বালিকা সশক্তিকরন মিশন কার্যক্রম। বহুবিধ শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের নিজেদের উন্নয়নে মনোনিবেশ ঘটাতে এই কর্মসূচি। কালিয়াচক -৩ ব্লকের

এনটিপিসি টাউনশিপের ফের শুরু হল বালিকা সশক্তি করন মিশন কার্যক্রম চলবে ১৯ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত। এক মাস ব্যাপি এই কর্মসূচিতে ঝাড়খান্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ১২০ জন ছাত্রী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক ছিমছাম অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের নিয়ে এনটিপিসি'র বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন হয়। এনটিপিসির উদ্যোগে সিএসআর এর অঙ্গ হিসাবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ছাত্রীদের। একগুচ্ছ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের মধ্যে মেয়েদের দক্ষতার বিকাশ সাধন, উৎকর্ষতা, সামগ্রিক উন্নযন সাফল্যই লক্ষ্য। এদিন গার্ল এম্পাওয়ারমেন্ট মিশন ২০২৪ কর্মশালার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি এনটিপিসির ডিরেক্টর (অপারেশনস) রভীন্দ্র কুমার। রভীন্দ্র কুমার জানান, মেয়েদের দক্ষতার বিকাশ সাধন, উৎকর্ষতা , সামগ্রিক উন্নয়ন সাফল্যের লক্ষ্যে মালদায় শুরু বালিকা সশক্তিকরন মিশন কার্যক্রম। ১২০ জন ছাত্রী তরুণী এই কার্যক্রমে অংশ নিয়ে উপকৃত হবে। মেয়েদের সামগ্রিক বিকাশ গঠনে পরিবার, সমাজ উপকৃত হবে। এদিনের সভায় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুদীপ নাগ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ওএস) অরিন্দম সিনহা, ফারাক্কার চিফ জেনারেল ম্যানেজার রমাকান্ত পন্ডা প্রমুখ।

উত্তপ্ত হাড়োয়া, বাঁশ-লাঠি নিয়ে আইএসএফ কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, হাড়োয়া, ২২ মে ঃ উত্তপ্ত হাড়োয়া। আইএসএফ ও তৃণমূলের সংঘর্ষ। যার জেরে বোমাবাজি, বাড়ি ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটল এলাকায়। আহত হয়েছেন আইএসএফ-এর চার থেকে পাঁচজন কর্মী। অভিযোগ উঠছে শাসকদলের দিকে। কিন্তু অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা। ঘটনাস্থল হাড়োয়ার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাজনপুর এলাকা। আইএসএফের অভিযোগ, হাড়োয়া বিডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক থেকে ফেরার পথেই আইএসএফ কর্মীদেরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে। একাধিক বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত দুজনকে হাড়োয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে একজনের অবস্থা অবনতি হলে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। আইএসএফ কর্মীরা হামলায় অভিযুক্ত নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে হাড়োয়া হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না বলে জানান শাসক দলের নেতারা। এই প্রসঙ্গে আইএসএফ-এর অবজারভার বলেন, ''আমরা আইএসএফ-এর মিটিং সেরে ফিরছিলাম। বাড়ি যাওয়ার পথে হঠাৎ ফোন এল যে তোরা বাড়ি ফিরিস না। মারধর করবে। এরপর তৃণমূলের লোকজন আমাদের বাড়িতে না পেয়ে সাত থেকে আট জনের বাড়ি পুরো তছরুপ করা হয়েছে। পুরো ভেঙে দিয়েছে।''

শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের অষ্টপ্রহর মহানাম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ মে ঃ বীরভূমের নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর গ্রামে শ্রীদুর্গা ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের অষ্টপ্রহর মহানাম যজ্ঞ, পূজো ও লীলা সংকীর্তনের আসর। তিন দিন ধরে বসে হরিনাম সংকীর্তনের আসর। আজকে তার শেষ দিন। জানা যায়, গ্রামের মঙ্গল কামনায় এই মহানাম যজ্ঞ, পূজো ও সংকীর্তনের অনুষ্ঠান করা হয়। কীর্তন শেষে রাধাগোবিন্দের ভোজন আরতি শুরু হয়। পূজো ও কীর্তন গান শুনতে ভিড় জমান এলাকাবাসীদের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনও। তারপর বিভিন্ন কীর্তন সম্প্রদায়দের নিয়ে নগর কীর্তন পরিক্রমা বের হয়। দুপুরে নগর কীর্তন ফিরে এসে ক্লাব প্রাঙ্গণে কয়েক হাজার মানুষের জন্য ব্যাবস্থা করা হয় খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি ও পায়েস ভোগের। গ্রামবাসিরা পাত পেড়ে খান।

জমি রামকৃষ্ণ মিশনেরই, মহারাজের বিরুদ্ধে দায়ের অভিযোগ ভুয়ো, মেনে নিল মমতার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় যে বাড়িতে সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা হয়েছিল তার মালিক রামকৃষ্ণ মিশনই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা স্বীকার করল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দীপক সরকার কার্যত স্বীকার করে নেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলায় জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করেছে ভক্তিনগর থানা। গত ১৯ মে রাতে শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে হামলা চালায় প্রদীপ রায় নামে এক দুষ্কৃতী। জনা ৪০ গুন্ডা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহারাজাদের নিগ্রহ করে সে। মিশনের আবাসিকদের অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এর পর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। তার দেড় ঘণ্টা পরে পালটা মহারাজদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ করে প্রদীপ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার স্বামী অক্ষয়ানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির ডেপুটি কমিশনার জানান, ওই জমি মালিকানা দাবি করে প্রদীপ রায় যা বলছে তা মিথ্যা। প্রদীপের দাবি, ওই জমি টুকা সিং নামে এক নিঃসন্তান ব্যক্তির। সেখানে থাকতেন তার মা বিদ্যেশ্বরী রায়। সেই সূত্রে জমি প্রদীপের প্রাপ্য। কিন্তু আদালতের নথি বলছে, জমিটি টুকা সিং বিক্রি করে দিয়েছিলেন হরদয়াল সিং গিল নামে এক ব্যক্তির কাছে। তাঁর কাছ থেকে জমিটি কেনেন এসকে রায় নামে এক ব্যক্তি। তিনি দানপত্র করে জমি ও সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দেন। ফলে জমি যে রামকৃষ্ণ মিশনেরই তা প্রমাণিত। ওদিকে পুলিশ যে অক্ষয়ানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে তিনি আদপে প্রয়াগরাজ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। ১৫ বছর ধরে প্রয়াগরাজেই রয়েছেন তিনি। এহেন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কেন শিলিগুড়িতে জমি দখলের অভিযোগ পেয়েই কড়া ধারা প্রয়োগ করা হল তা নিয়ে কোনও জবাব দিতে পারেনি পুলিশ। রামকৃষ্ণ মিশনের অভিযোগের পর প্রদীপ রায় পালটা অভিযোগ করতে থানায় এলেও কেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল না তা নিয়েও কোনও গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারেননি ওই পুলিশ আধিকারি। শুধুমাত্র জানিয়েছেন, ভুয়ো মামলা হলে আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।

কলকাতা মেট্রোর সমস্ত করিডোরে সিবিটিসি সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হবে, মোটরম্যানের দরকার হবে না

কলকাতা, ২২ মে ঃ কলকাতা শহরের জীবনরেখা কলকাতা মেট্রো। ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে বিগত প্রায় ৪০ বছরে কলকাতা মেট্রোর বিস্তার হয়েছে অনেক , ছুঁয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে। প্রায় চার দশকের এই দীর্ঘ পথ চলায় দেশের প্রথম মেট্রো যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাগ্রে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণেও। স্পেন , ডেনমার্ক এবং অন্যান্য উন্নত দেশের মেট্রো ব্যবস্থার মতো কলকাতা মেট্রোও কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল (সি বি টি সি) সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা জোকা থেকে এসপ্লানেড এবং কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর মেট্রো করিডোরে বসানো হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৮০০ কোটি টাকা। এই অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ ও ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও নমনীয় করে তুলবে। স্পেন , ডেনমার্ক সহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশে এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে মোটরম্যান ছাড়াই মেট্রো ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে। দিল্লি মেট্রোও মোটরম্যান-বিহীন মেট্রো পরিষেবা চালু করেছে। কলকাতা মেট্রোতে সি বি টি সি সিগন্যালিং ব্যবস্থায় অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন্স (এ টি ও) মোডে (অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থায়) ট্রেন চালানোর সময় মোটরম্যানদের কোনও ভূমিকা থাকে না। তাঁরা কেবল বোতাম টিপে দরজা বন্ধ ও স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার কাজটি করেন। ভারতের অন্যান্য মেট্রোতে এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদের ট্রেন অপারেটর বলে। কলকাতা মেট্রোর নতুন করিডোরগুলি ছাড়াও দেশের প্রথম মেট্রো ব্যবস্থা অর্থাৎ ৪০ বছরের পুরোনো নর্থ - সাউথ করিডোরেও এই সি বি টি সি ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। এই কাজে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এই সিগন্যাল বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর পুরো নেটওয়ার্ক সি বি টি সি সিগন্যালিং ব্যবস্থার এ টি ও মোডে পরিচালিত হবে। মেট্রো যাত্রীদের কাছে যা হবে এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রয়োজনে ট্রেনের সংখ্যাও এর ফলে বা।।নো যেতে পারে। সি বি টি সি সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে মোটরম্যানদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। সেই সময় ট্রেন পরিচালন সংক্রান্ত ৯৯.৯৯ শতাংশ কাজ এ টি ও মোডেই নিরাপদে সম্পন্ন হবে। তখন এই ব্যবস্থা মসৃণভাবে চালু রাখার জন্য কলকাতা মেট্রো ট্রেন অপারেটরদের নিয়োগ করবে। এছাড়া পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নেবেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে যুক্ত মেট্রো কর্মীরাই ট্রেন অপারেটরের এই কাজ সহজে করে দেবেন। কলকাতা মেট্রোতে অন্যান্য রেলের যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য মোটরম্যানদের মেট্রো চালানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়। মেট্রো রেলের প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে থেকে মোটরম্যানদের ডেপুটেশনে নেওয়া হয়। বর্তমানে কলকাতা মেট্রোয় ৩১ জন মোটরম্যান ৬ মাস ধরে প্রশিক্ষণরত। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের আরও ১৬ জন মোটরম্যান ট্রেন চালানোর জন্য মেট্রো রেলে আসছেন। এছাড়া বিলাসপুর ডিভিশনের ১০ জন মোটরম্যান মেট্রোতে আসতে চলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় রেলে ৮-১০ বছর বিভিন্ন স্তরে কাজ করার পরেই মোটরম্যানরা যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর দায়িত্ব পান। এই পদে নব-নিযুক্তরা লোকো ড্রাইভারের সহযোগী হিসাবে কিছু বছর কাজ করার পর সান্টারের পদে উন্নীত হন। এই সান্টার পদে কিছু দিন কাজ করার পর এরা মালগাড়ী চালানোর দায়িত্ব পান। এরপর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে (শুরুর দিকে) এরা যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর দায়িত্ব পান । ডেপুটেশনে আসা মোটরম্যানদের পাশাপাশি মেট্রো কর্তৃপক্ষও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সান্টার পদে নিযুক্ত করে থাকেন। এর জন্য কাজের অভিজ্ঞতা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল এবং ডাক্তারি ফিট সার্টিফিকেট সব থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন যে কিছু কিছু সংবাদপত্রে দাবি করা হয়েছে যে এই সান্টাররা মেট্রোতে যাত্রীবাহী ট্রেন চালান যা ভিত্তিহীন, অসত্য ও প্ররোচনামূলক। তিনি আরও বলেছেন যে মেট্রো রেলে সাংটাররা কখনই যাত্রীবাহী ট্রেন চালান না , তারা কেবল খালি রেককে ইয়ার্ড থেকে স্টেশনে নিয়ে আসেন। এই সান্টার পদে বেশ কিছু বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নির্দিষ্ট কিছু মাপকাঠির ভিত্তিতে এদের মোটরম্যান পদে উন্নীত করা হয়। এর আগে অবশ্য এরা ডাক্তারি পরীক্ষায় ফিট কিনা তা দেখে নেওয়া হয় এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হলেই তবে এরা যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর দায়িত্ব পান। শ্রী কৌশিক মিত্র আরও জানিয়েছেন যে শুধু সান্টার পদে অভিজ্ঞতা থাকলেই হয় না ডাক্তারি পরীক্ষাতে তাদের অবশ্যই ফিট হতে হয় তবেই তারা মোটরম্যান পদে উন্নীত হন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ কিছু সান্টারকে মোটরম্যান পদে উন্নীত করার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। এর জন্য কিছু সান্টারকে ইতিমধ্যেই নির্বাচিত করা।

মানুষের পাশে থাকেন নি বিজেপি সাংসদ, তাই খন্ডঘোষে মানুষ ভোট দেবে তৃণমূলকেঃ অরুপ বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ মে ঃ গত পাঁচ বছর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় নি সাংসদকে। মানুষের পাশে, মানুষের সাথে থাকেন নি তিনি। মানুষের সুখে দুঃখে সামিল হন নি। নিজের সংসদীয় এলাকায় কোন উন্নয়নই করেন নি তিনি। তাই এবার লোকসভায় খন্ডঘোষ বিধানসভা সহ বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের মানুষ ঠিক করে নিয়েছে এখানকার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল কে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। বুধবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে এক জনসভায় এসে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে তীব্র আক্রমন করলেন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস। এদিন খন্ডঘোষের হাঁটতলায় আয়োজিত ওই জনসভায় মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যতম আর এক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ, বর্ধমানের দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক, দেবু টুডু, সুভাষ মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন এর পাশাপাশি বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। রাজ্যের বিভিন্ন বকেয়া টাকা আটকে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমন করেন অরুপ বিশ্বাস। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ অন্যান্য বক্তারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরেন এবং বিজেপিকে তীব্র আক্রমন করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

ভোটের ডিউটির প্রতিবাদে ফেসবুক লাইভে ব্লেড দিয়ে হাত কাটলেন মহিলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২২ মে ঃ বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও লোকসভা ভোটে তাঁকে 'ডিউটি' দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার ফেসবুক লাইভে ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কাটলেন বীরভূম জেলা পুলিশের এক মহিলা পুলিশকর্মী। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবেন কয়েক জন পুলিশ আধিকারিক। যদিও ফেসবুক লাইভেই দেখা গেল এক মহিলা ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে ব্লেডটি নিয়ে নেন। তার আগে বার কয়েক হাতে ব্লেডের খোঁচা দিয়ে ফেলেছেন মহিলা পুলিশকর্মী। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলা পুলিশের অন্দরে। পুলিশের একটি সূত্রে খবর, সিউড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় পোস্টিং ছিলেন মহিলা এএসআই (অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর) ছবিলা খাতুন। ভোটের কারণে তাঁকে বাঁকুড়া ইন্দাসে 'ডিউটি' দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি মায়ের শারীরিক অবস্থার কারণ- সহ বেশ কয়েকটি অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন ঊর্ধ্বতনদের। কিন্তু, তাঁর আবেদন শোনা হয়নি বলে অভিযোগ ছবিলার। ছবিলা ফেসবুক লাইভে অভিযোগ করেন, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের 'মনের মতো' কাজ না করায় তাঁকে অসুবিধায় ফেলতে ভোটের ডিউটিতে পাঠানো হচ্ছে। তিনি ফেসবুক লাইভে বেশ কয়েক জনের নাম নেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়া চালাতে বিপুল পরিমাণ আস্থাভাজন কর্মীর প্রয়োজন। এই কাজে দেশের সর্বত্র সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং শিক্ষকদের মোতায়েন করা হয়। তাঁরা যদি ভোটের কাজ এতটাই অসুবিধার মনে করেন, অনায়াসে সরকারি বা সরকার- পোষিত কাজ না করে অন্য কাজ করতে পারেন। দেখা গিয়েছে বিভিন্ন অজুহাতে অনেকে ভোটের কাজ করতে চান না। কারও আবেদন গৃহিত হলে বাকি আবেদনকারীরা সমস্যা তৈরি করেন। দীর্ঘ দিন ধরে বীরভূমে পোস্টিং রয়েছেন ওই মহিলা পুলিশকর্মী। কাজের পাশাপাশি একটি বৃদ্ধাশ্রম চালান তিনি।

লেপার্ডের চামড়া সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ২২ মে ঃ বিলাসবহুল গাড়িতে করে পাচার

হচ্ছিল লেপার্ডের চামড়া। অভিযান চালিয়ে লেপার্ডের চামড়া সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বনদফতর। লেপার্ডের চামড়া সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জলদাপাড়া বনবিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা। অভিযুক্ত দুজনেই কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। দীপঙ্কর মন্ডল ও তাপস বর্মন। তাঁদের দুজনকে মাদারিহাট থেকে গ্রেফতার করা হয়। বিলাসবহুল গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লেপার্ড এর চামড়া। অভিযুক্তদের আজ আদালতে তোলা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৬, তারিখ ২১.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজারি লাইসেন্স আছে ও আর্থিকভাবে কাজ শেষ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার কেস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-০৫-০৬। কাজের নাম ঃ** (ক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ঃ ''(ক) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় জেআরডব্লু-এমডিপির মধ্যে কিমি ২৮৭.৫৯৪তে এলসি গেট নং ১৭/এসপিএল/ই এবং এমডিপি-জিআরডি শাখায় এমডিপি-জেজিডির মধ্যে এলসি গেট নং ১/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (খ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় বোদমা-জামতারার মধ্যে কিমি ২৪৮.৫২৬তে এলসি গেট নং ৮/এসপিএল/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (গ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় এনআরজিও-জেএজের মধ্যে এলসি গেট নং ৩৭/এসপিএল/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ঘ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় টিটিএন-এলএইচবির মধ্যে এলসি গেট নং ৩৩/এ/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ঙ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় এসএনকিউ-এমইউডব্লুর মধ্যে এলসি গেট নং ২৪/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (চ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এমডিপি—জিআরডি শাখায় জেজিডি-এমডিপির মধ্যে এলসি গেট নং ৬/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (ছ) আসানসোল ডিভিশন ঃ এসটিএন—জেএজে শাখায় কেইই-ভিডিএস-এর মধ্যে এলসি গেট নং ১১ এ/টি-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। (জ) ডিইএন/৪/এএসএন-এর অধীনে এসটিএন-বিবিআইতে এলসি গেট নং ৩৮/সি/ই-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭৩,১২,২৯০.৮২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪৬,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৬.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **কাজের জন্য অফারের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। রেলওয়ের ওয়েব সাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
(ASN-54/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১০১-২০২৪-২৫, তারিখ ২০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/এসডিএইচ-১, এসএসই/ই/জি/বিটি, এসএসই/ই/জি/আরএইচএ এবং এসএসই/ই/জি/এসপিআর-এর অধিক্ষেত্রে তিন (০৩) বছরের জন্য স্প্লিট টাইপ (০.৭৫/১/১.৫/২টিআর)/উইন্ডো টাইপ (১/১.৫/২.০টিআর) এসি মেশিন, ডাক্টেবল স্প্লিট এসি মেশিন (৫টিআর), বিভিন্ন ক্ষমতার ওয়াটার কুলারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৫,৪২,৬৩৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭০,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১০৩-২০২৪-২৫, তারিখ ২০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** বালিগঞ্জে এবং বজবজে নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (২২০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১০,৬৬,১০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২১,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১০৪-২০২৪-২৫, তারিখ ২০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য কলকাতা টার্মিনাল (কেওএএ) রেল স্টেশনে ২ ও ৩ এবং ৪ ও ৫ নং প্ল্যাটফর্মে প্যাসেঞ্জার এস্কালেটরের (০৪টি) (মেক-মেসার্স জনসন) কম্প্রিহেনসিভ অ্যানুয়াল মেন্টেন্যান্স শিডিউল অ্যান্ড ব্রেকডাউন কন্ট্র্যাক্ট। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২৬,২৯,৬৫৩.১২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫২,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রঃ নং ৪। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৮৬-২০২৩-২৪-আর১, তারিখ ২০.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** তিন (৩) বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/এসডিএইচ-২-এর অধিক্ষেত্রে জাজেস কোর্টে ৮ জন যাত্রী বহনক্ষমতাসম্পন্ন (৫৪৪ কেজি) প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (জি+১৩) এবং ১৪ জন যাত্রী বহনক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রেট কাম প্যাসেঞ্জার লিফ্টের (১০০০ কেজি) (জি+১৩) (মেক ঃ মেসার্স থাইসেনক্রুপ)-এর অ্যানুয়াল মেন্টেন্যান্স শিডিউল অ্যান্ড ব্রেকডাউন কন্ট্র্যাক্ট। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২০,৭২,৪৯৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪১,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০ টাকা। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ২০.০৫.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৪-এ দুপুর ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৪-এ দুপুর ২টার পর। **টেন্ডার বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ৩০.০৫.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(SDAH-63/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ময়দান-এ ওয়াই-সাইডিং সমেত সেন্ট্রাল (ব্যতীত) থেকে নেতাজী ভবন (ব্যতীত)-এর মাঝে কিমি ০৭/১৪ থেকে কিমি ১২/০২ পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় লাইনের ট্র্যাক ও ট্র্যাক বেডের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোন ০১ অর্থাৎ জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,১০,৪৫,৯৩২.০৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৫৫,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৬.২০২৪, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৮০-২০২৪ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বালুরঘাট স্টেশন এলাকায় গাছের নিলাম বিজ্ঞাপন

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০১/২০২৪ (গাছ)। এসএসই/ওয়ার্ক/ওল্ড মালদা জংশনের বালুরঘাট স্টেশনে পড়ে থাকা বিভিন্ন ব্যাসের ৮৪০ টি (আটশো চল্লিশ) গাছ নিলাম করা হবে (এখানের সময়সূচি অনুযায়ী)। ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালদা টাউন/এন.এফ. রেলওয়ে মালদা কার্যালয়ে নিলাম পরিচালনা করা হবে। (এখানে সংলগ্ন সময়সূচি অনুযায়ী)। সমস্ত আগ্রহী নিলামকারীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে তাঁরা যেন ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ৯.৩০ ঘণ্টা থেকে ১১.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত নগদ ২০০ টাকার বিনিময়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালদা টাউনের কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা সূচিতে নিজেদের মূল্য জমা দেন এবং নিলাম সম্পূর্ণ হওয়ার পর অকৃতকার্য নিলামকারীদের সেই ২০০ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মূল্য উদ্ধৃতি সূচি ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালদা টাউন কার্যালয়ের বক্সে একটি বন্ধ খামে করে জমা করতে হবে। নিলামের তারিখেই ১২.৩০ ঘণ্টায় বন্ধ খামগুলি খোলা হবে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি নিম্নরূপ। **নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ- ক)** সূচি নেওয়ার আগে এবং বক্সের মধ্যে বন্ধ খামে প্রস্তাব জমা করার আগে নিলামের অর্থ হিসেবে সমস্ত আগ্রহী বিডারদের অবশ্যই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালদা টাউন কার্যালয়ে শুধুমাত্র নগদে ২০০ টাকা (দুশো টাকা) জমা করতে হবে অন্যথায় প্রস্তাব বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। নিলামের টাকা অকৃতকার্য বিডারদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। **খ)** সফল বিডারকে অবশ্যই বিড মূল্যের উপর @১৮% জিএসটি সহ সম্পূর্ণ বিড মূল্য খাম খোলার একই তারিখে জমা করতে হবে, এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে একই তারিখে পরবর্তী উচ্চ মূল্যের বিড পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করার অধিকার প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। বিড গ্রহণের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে রেলওয়ে সম্পত্তির লোকসান/ক্ষতি না করে সফল বিডারকে নিজের ব্যয়ে নিলামের গাছের লগগুলি রেলওয়ে চত্বর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। রেলওয়ে সম্পত্তির লোকসান/ক্ষতি না করে নিজের ব্যয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পার্টিকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। কোনও সম্পত্তির লোকসান/ক্ষতি হলে পার্টি রেলওয়েকে রেলওয়ে প্রশাসনের দ্বারা ধার্য করা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। **গ)** নিলাম সম্পূর্ণ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালদা টাউন, এন. এফ. রেলওয়ের কার্যালয়ে ৮৪০টি গাছের নিলামের বিপরীতে বিড মূল্য সহ নগদে বিড মূল্যের সমান আমানত ধন জমা করতে হবে।

অমৃত ভারত প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য বালুরঘাট স্টেশন অ্যাপ্রোচে ৮৪০টি গাছের নিলামের জন সংরক্ষিত মূল্য

ক্র. নং.	প্রজাতি	গাছের সংখ্যা	অর্থ
১	আকাশমণি	৮৪০	১,৪৩,১২৪.৫৪ টাকা

যোগাযোগ নং.
যে কোনও প্রশ্নের জন্য (ডিওয়াই. সিই/জিএস/কাটিহার)-মোবাইল নং. ৯০০২৪৯০১৭১
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (গতি শক্তি) কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মোদি জমানায় সংবাদস্বাধীনতা তলানিতে, মুক্ত সাংবাদিকতাকে পিষে মারা হয়েছে, দাবি নিবন্ধে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন , ২২ মে ঃ প্রতিটি ভোটপ্রচারের জনসভায় তাঁর আমলে দেশের উন্নয়ন নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তা ফলাও করে প্রকাশ হচ্ছে টিভি চ্যানেল ও খবরের কাগজগুলিতে। কিন্তু, গত ১০ বছরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের মুক্তকণ্ঠের কী অবস্থা হয়েছে? একটি দুটি নয়, বেশ কয়েকটি দেশি-বিদেশি সমীক্ষা রিপোর্ট ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোদি জমানায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব হয়েছে। এখানে জোর গলায় কেন্দ্রবিরোধী বা শাসকদল বিরোধী খবরে যে কোনও পদ্ধতিতে কাঁচি চালিয়েছে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সিএনএন ওয়ার্ল্ড -এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতের সরকার জনপ্রিয় নেতার দ্বারা পরিচালিত হলেও তিনি বিভাজনবাদী। প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার পর থেকে গত ১০ বছরে একটিও সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। বিরোধীদের লাগাতর অভিযোগ, গণমাধ্যমের বহুত্ববাদকে দমন করে রেখেছেন। এবং বিরোধী কণ্ঠের সাংবাদিকদের উপর দেশদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এসব অভিযোগে তাঁদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সিদ্দিক কাপ্পানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে নিবন্ধে। এই অবস্থায় মোদি এবং তাঁর দল যখন আরও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসার দাবি জানাচ্ছে, তখন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উপর দীর্ঘ প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে নিবন্ধের মত। সিএনএনকে কাপ্পান বলেছেন, ''এখন কোনও কিছু লেখার আগে কয়েকশো বার ভাবি, যে কোনও সময়, দেশের যে কোনও প্রান্তে, যে কেউ আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। এই ভয় ও আতঙ্কের কালো মেঘ ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপরে।'' রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম-এর ২০২৩ সালের মানকাঠিতে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৬১ নম্বরে। এই অবনমন ঘটেছে ২০১৪ সালে মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের পর থেকে। এই তালিকায় ভারতের উপরে রয়েছে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানও। শুধু প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভারতের পিছনে রয়েছে। ২০২০ সালে হাথরাস কাণ্ডের প্রথম সংবাদ প্রকাশের জন্য সিদ্দিক কাপ্পানকে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে অর্থ তছরুপের অভিযোগে ২৮ মাস জেল খাটতে হয়েছিল। কাপ্পান বলেন, ''জামিনে মুক্তির পর একটি সাংবাদিকের চাকরির জন্য তাঁকে দোরে দোরে ঘুরতে হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞাপন আটকে যাওয়ার ভয়ে কোনও সংবাদ মাধ্যমই তাঁকে কাজ দিচ্ছে না।'' তাঁর কথায়, কেউই সরকারকে চটাতে চায় না। কাপ্পানের এই অবস্থা দেখে সাংবাদিক মহলে একটা হাড়হিম করা আতঙ্কের চোরাস্রোত বয়ে চলেছে। সবাই নিজেকে সরকারের নেকনজরে রাখার চেষ্টায় রয়েছে। কৌশিক রাজ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থায় লেখালেখি করেন। তাঁর বিষয় হচ্ছে ঘৃণা-বিদ্বেষজনিত অপরাধ। কৌশিক জানালেন, কাপ্পানের কথা ভেবে আমিও ভয়ে আছি। ভারত হল মিডিয়া বাজারের অন্যতম বৃহৎ দেশ। প্যারিসস্থিত রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে কমবেশি ২০ হাজার দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এবং ৪৫০টি বেসরকারি মালিকানার চ্যানেল রয়েছে। বহুভাষিক ও স্থানীয় চ্যানেলও শুধু সংবাদ উপস্থাপন করে এমনও গণমাধ্যম রয়েছে ভারতে। তা সত্ত্বেও সমালোচক ও মিডিয়া গবেষকদের মতে, এত বড় সংবাদ জগৎ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি দিনদিন দ্রুত গতিতে মোদি সরকারের পরাধীন হয়ে চলেছে। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের মিডিয়া, কালচার এবং সোশ্যাল চেঞ্জ বিষয়ের অধ্যাপক শকুন্তলা বানাজির মতে, ভারতের সংবাদ জগতে সরকারি পরিষেবা, জনস্বার্থ এবং বেসরকারি কর্পোরেট মিডিয়ার একটা মিশেল রয়েছে। তাদের সব কিছু আছে। কিন্তু গত ১০ বছরে সবটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্যারিসের ওই সংস্থার তথ্য অনুসারে, ২০১৫ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতের সংবাদ জগতে স্বাধীনতার মান ২৫ টি দেশের নীচে চলে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট সংগঠনের ভারতের প্রতিনিধি কুণাল মজুমদার সিএনএনকে বলেন, ''১০ বছরে এটা খুবই খারাপ অবনমন।'' তিনি আরও বলেন, ''এর মূল কারণ হল সাংবাদিকদের মধ্যে জেল খাটা এবং সন্ত্রাসবাদী আইন কার্যকর করে তাঁদের অপরাধীর কাঠগড়ায় খাঁড়া করার ভয় ঢুকে রয়েছে।'' সিপিজে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছে, ''২০০৪-২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৭ জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০১৪-২০২৩ সাল পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ২১ সাংবাদিক। বিশেষত সন্ত্রাস দমন আইনে সরকার ১৮০ দিন পর্যন্ত সাংবাদিকদের আটক রাখার ক্ষমতা অর্জন করায় সেই আতঙ্ক আরও বেড়েছে।'' ভারতের প্রখ্যাত জানিমানি সাংবাদিক রভীশ কুমার বলেন, অনেক বছর ধরেই তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না। কারণ, বিভিন্ন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন তাঁকে অনবরত হেনস্তা এমনকী খুনের ভয় দেখিয়ে চলেছে। শকুন্তলার মতে, এটা এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের উদাহরণ হতে পারে। সিএনএনের ওই নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এটা শুধু দেশীয় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে হচ্ছে, এমনটা নয়। সম্প্রতি অস্ট্রেলীয় ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরো চিফ অবনী ডায়াসকে ভারত ছাড়তে হয়েছে। যেমনটা হয়েছে, ভ্যানেসা ডগনাককে। তিনি চারটি ফরাসি প্রকাশনা সংস্থার ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। ডায়াসকে বলা হয়েছিল, তাঁর ভিসার মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। কারণ তিনি সীমা অতিক্রম করে ভারত বিরোধী খবর লিখছেন। ২৩ বছর ভারতে সাংবাদিকতা করা ডগনাককেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভারতের উপরে নেতিবাচক কথাবার্তা লিখতেন বলে অভিযোগ। তাঁরও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি অমিত শাহের মন্ত্রক। বিবিসির দফতরে আয়কর অভিযানের কথা তো সবাই জানেন। এই অবস্থায় অনেকের মধ্যেই ভ্রু কুঁচকে রয়েছে, মোদি ফের ক্ষমতায় এলে কী হবে? আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বড় মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিক মালিকানা আপাতত মোদি-শাহ ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের কবজায়। তাই কার্যত সরকারপোষিত গণমাধ্যমের স্বাধীন কাজ করা এই অবস্থায় প্রায় অসম্ভব।

গুরু গম্ভীরের বার্তা ফলল হাতেনাতে, এ বার ট্রফির খরা কাটাবেন নারিনরা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেকেআরের ভক্তদের নয়ণের মণি তিনি। নাইট টিমের মধ্যমণিও তিনি। ২২ গজে কেকেআরের হয়ে আর ব্যাট ধরেন না ঠিকই। কিন্তু ডাগআউটে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সকলের চোখে পড়ে। দীর্ঘদিন পর কেকেআরে ফিরেছেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর নেতৃত্বে অতীতে ২ বার আইপিএল খেতাব জিতেছে কেকেআর। এ বারও নাইটদের লক্ষ্য প্রতিনিধিত্ব করছ। নিজেদের সে ভাবেই প্রস্তুত করো। বরাবর নিজের সেরাটা দাও। দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে স্বাধীনতা দেওয়াতে আমি বিশ্বাসী। দলের সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা হবে। কোনও সিনিয়র, জুনিয়র, ঘরোয়া, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের ভেদাভেদ থাকবে না এই টিমে। আমাদের একটাই মিশন, আইপিএল ট্রফি জেতা। সকলকে সেই সহজ পথই অনুসরণ করতে হবে। ২৬ মে

আইপিএলের সোনালি ট্রফি। মরসুমের শুরুতে গুরু গম্ভীর একখানা বার্তা দিয়েছিলেন কেকেআরের ক্রিকেটারদের। সেই বার্তা হাতেনাতে ফলেছে। এ বার ট্রফির খরা কাটবে তো? ফিরে যাওয়া যাক ১৬ মার্চে। তখনও ১৭তম আইপিএল শুরুই হয়নি। ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএলের আগে প্রস্তুতি শুরু করেন কেকেআরের ক্রিকেটাররা। সেই সময় নাইটদের প্রস্তুতির প্রথম দিনে মেন্টর গৌতম গম্ভীর পেপ টক দেন। সঙ্গে দেন এক বিশেষ বার্তাও। সেই বার্তাই হাতে নাতে ফলে গিয়েছিল। নাইট মেন্টর গৌতম বলেন, ''তোমরা সবাই একটা দারুণ সফল ফ্র্যাঞ্চাইজির আমরা যেন ওই জায়গাতে পৌঁছতে পারি। আর তার জন্য আমরা যদি লক্ষ্যে অবিচল থাকি এবং লড়াই করি তা হলে সাফল্য আসবেই।'' সেই সময় লোকসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা না হওয়ার জন্য আইপিএলের পুরো শিডিউল প্রকাশ হয়নি। তাও আইপিএলের সম্ভাব্য ফাইনালের তারিখ হিসেবে ২৬ মের কথা শোনা যাচ্ছিল। ঠিক ওই দিনই হতে চলেছে ১৭তম আইপিএলের ফাইনাল। ফলে গুরু গম্ভীরের বার্তা একেবারে মিলিয়ে দিয়েছেন কেকেআরের ক্রিকেটাররা। এ বার দেখার সুনীল নারিন, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়াররা নাইট শিবিরে তৃতীয় ট্রফি আনতে পারেন কিনা।

হঠাৎই মোড় বদল, টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে বোর্ডের নজর গম্ভীরে

মুম্বই, ২২ মেঃ যে হারে ভিড় বাড়ছে, লোকসভা ভোটের প্রার্থীর সংখ্যা ছাপিয়ে যেতে পারে। যাবে না কেন, ভারতীয় ক্রিকেট টিমের কোচ হওয়া মানে সারা বিশ্বের নজরে পড়ে যাওয়া। এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে! রিকি পন্টিং থেকে স্টিফেন ফ্লেমিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, মাহেলা জয়বর্ধনে থেকে হরভজন সিং-নামের যেন ঢল নেমেছে। এমনকি কেউ কেউ এক ধাপ এগিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির নামও বলতে শুরু করেছেন। ধোনি এখনও প্রাক্তন হননি। হলে কী করবেন, ধোনি নিজেই বলতে পারবেন। তবে তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের হটসিটে বসার জন্য নাম উঠে গিয়েছে ধোনিরই বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম মুখের। কে তিনি? তাঁরও পকেটে রয়েছে দু-দুটো বিশ্বকাপ। দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন টিমের ক্যাপ্টেন। এখন যাঁর ঠিকানা কলকাতা। ঠিকই ধরেছেন, দশ বছর পর যিনি কলকাতাকে আবার ট্রফির স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, যিনি নাইট রাইডার্সকে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছেন, সেই গৌতম গম্ভীর ভারতীয় টিমের কোচ হওয়ার অন্যতম দাবিদার। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই মেগা ইভেন্ট অবধি রোহিত ব্রিগেডের কোচ থাকছেন রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্বকাপের পরই ভারতের নতুন কোচ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে হেড কোচ খুঁজতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিসিসিআইয়ের নজরে একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার। এত কোচের ভিড়ে কেন গম্ভীরের নাম

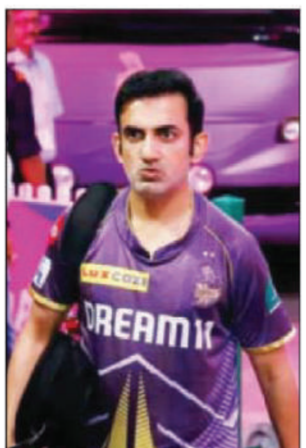

সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে? এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, গম্ভীরের ক্রিকেট বুদ্ধি বরাবর প্রশংসা পেয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলের। পরিস্থিতি অনুযায়ী ম্যাচের রাশ ধরতে পারেন। গেম রিডিং অত্যন্ত ভালো। নিজে মহাতারকা হওয়ায় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো সুপারস্টারদের সামলানোর রেসিপি জানেন। দ্বিতীয়ত, গম্ভীর কোচ হিসেবে যে ক্ষুরধার হতে পারেন, লখনউ সুপার জায়ান্টস, কেকেআরের মেন্টর হয়ে বুঝিয়েছেন। ধীর, স্থির এবং টিমের নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় রাখতে পারেন, এমন গুণ বিরল। যা গম্ভীরের মধ্যে অনেকেই দেখেন। তৃতীয়ত, সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের গুরুত্ব দিতে জানেন। তারকা খুঁজে বের করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে গম্ভীরের। যে কারণে দিল্লির তারকাকে কোচ হিসেবে দেখতে চাইছে খোদ বিসিসিআই। রাহুল দ্রাবিড়ের পরিবর্ত হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম উঠেছিল। কিন্তু হায়দরাবাদী প্রাক্তন এনসিএর গণ্ডি ছেড়ে এখনই বেরিয়ে আসতে রাজি নন। আর তাই গম্ভীর ঢুকে পড়েছেন ভারতীয় কোচের আবর্তে। তাঁর পক্ষে যাচ্ছে কেকেআরকে সাফল্যের শিখরে তুলে নিয়ে আসা। শাহরুখ খানের টিমে বিরাট কিছু বদল হয়নি। যাঁরা বছরের পর বছর ধরে খেলছেন, তাঁরাই আছেন। শুধু কেকেআরের মানসিকতা বদলেছেন গম্ভীর। আর তাতেই আইপিএলের ফাইনালে শ্রেয়সের কলকাতা। বোর্ডের এক কর্তা বলেও দিচ্ছেন, ''এই মুহূর্তে ভারতের কোচ হিসেবে গম্ভীর অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থী। বোর্ডও বুঝতে পারছে গম্ভীরের মতো কাউকে কোচ করা হলে টিমের লাভই হবে। আইপিএল ফাইনালের পর ওঁর সঙ্গে আমরা কথা বলব।'' থাকতে পারত একটি ক্ষীণ জটিলতা। যা সম্প্রতি মিটিয়েও নিয়েছেন গম্ভীর। কী জানেন? বিরাট কোহলি এখন আগের মতো ছোট ভাই। গম্ভীরের ভারতীয় টিমের কোচ হওয়া আটকায় কে!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আম্পায়ারিং করবেন বাঙালি সৈকত

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ বাংলা ও বাঙালির কাছে গর্বের মুহূর্ত। এবারের টি২০ বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করবেন বাঙালি শাহিদ সৈকত। বিশ্বকাপে ইতিহাস রচিত হবে। এমন একজন ব্যক্তিত্ব ওই ম্যাচে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন, যাঁর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের শাহিদ সৈকত ও রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ উদ্বোধনী ম্যাচে ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন। কানাডা ও আমেরিকার মধ্যে ম্যাচ দিয়ে মেগা ইভেন্টের অভিযান শুরু হবে। খেলাটি হবে ১ জুন। এবার আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বিশ্বকাপের আসর বসবে। শাহিদ সৈকত আইসিসি-র এলিট প্যানেলের আম্পায়ার। তিনি যে আম্পায়ারের সঙ্গে ম্যাচ পরিচালনা করবেন, সেই ইলিংওয়ার্থ তিনবার আইসিসির বিচারে বর্ষসেরা হয়েছিলেন। এমনকী ভারতে শেষ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালেও মাঠে ছিলেন ইলিংওয়ার্থ।

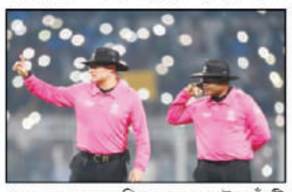

গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে মোট পাঁচটি ম্যাচে আম্পায়ার ছিলেন সৈকত। তিনি ২০১৮ সালে মহিলাদের টি ২০ বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিং করেছিলেন। দুটি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আইসিসি এদিন টি২০ বিশ্বকাপে আম্পায়ারদের নাম প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় ভারতের দু'জন আম্পায়ার রয়েছেন। জয়রামন মদনগোপাল ছাড়াও রয়েছেন নীতিন মেনন। মোট দশজন তালিকায় রয়েছেন। সবাই আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার। উদ্বোধনী খেলায় ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা রিচি রিচার্ডসন। টিভি আম্পায়ার ও চতুর্থ আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করবেন স্যাম নোগাস্কজাস্কি ও ল্যাঙ্গটন রুসেরা। টি২০ বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খেলায় আম্পায়ারিং করবেন রে ইলিংওয়ার্থ এবং রডনি টাকার।

কুস্তিকর্তাদের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত

অলিম্পিক্সে যাওয়া অনিশ্চিত সেরা কুস্তিগিরদের!

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ অলিম্পিক্সে হকির পর কুস্তিতে সব থেকে বেশি পদক জিতেছে ভারত। সব মিলিয়ে এখনও সাতটি পদক জিতেছেন কুস্তিগিরেরা। ২০০৮ বেজিং অলিম্পিক্স থেকে প্রতি বার কোনও না কোনও কুস্তিগির পদক দিয়েছেন দেশকে। ২০১২ এবং ২০২০ অলিম্পিক্সে কুস্তি থেকে এসেছে একাধিক পদক। ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও আগামী প্যারিস অলিম্পিক্সে কুস্তিতে পদক জয় নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণে। অলিম্পিক্সের জন্য আর কোনও ট্রায়াল হবে না। সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন জানিয়েছে, যে কুস্তিগিরেরা কোটা নিয়ে এসেছেন দেশের জন্য তাঁরাই প্যারিসে যাবেন। এর ফলে বিভিন্ন বিভাগে এই মুহূর্তে দেশের সেরা কুস্তিগিরেরা অলিম্পিক্সে নামার সুযোগ নাও পেতে পারেন। যিনি এক বছর বা ছ'মাস আগে কোটা জিতেছেন তিনি ফর্মে না থাকলেও অলিম্পিক্সে যাবেন। ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগ নিয়ে। এই বিভাগে কোটা জেতার পর গত ১৮ মাসে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি অন্তিম পাঙ্ঘাল। চোটের জন্য কুস্তির রিং থেকে দূরে রয়েছেন তিনি। তাঁর ফিটনেস নিয়ে সংশয় রয়েছে। অলিম্পিক্সের জন্য নাম পাঠানোর শেষ দিন ৮ জুলাই। ট্রায়াল না হওয়ায় অন্তিমের ফিটনেস কেমন রয়েছে, তা

জানার কোনও সুযোগ নেই। অথচ ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিই যাবেন প্যারিসে। এখনও পর্যন্ত কুস্তিতে পুরুষদের একটি বিভাগে এবং মহিলাদের পাঁচটি বিভাগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত ভারতের। পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগে আমন শেহরাওয়াত যাবেন অলিম্পিক্সে। মহিলাদের ৫০ কেজিতে বিনেশ ফোগাট, ৫৭ কেজিতে অনশু মালিক, ৬৮ কেজিতে নিশা দাহিয়া এবং ৭৬ কেজিতে রীতিকা হুডা দেশের জন্য কোটা জিতেছেন। তাঁরাই প্যারিসের বিমানে উঠবেন। নিয়ম অনুযায়ী যে কুস্তিগির দেশের জন্য কোটা নিয়ে আসেন, অলিম্পিক্সে তাঁকেই পাঠাতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অলিম্পিক্সের সময় সেই বিভাগে দেশের সেরা কুস্তিগিরকে পাঠানোর সুযোগ থাকে। সে সেরা ফর্মে আছেন, তা বোঝার জন্যই নাম পাঠানোর আগে হয় চূড়ান্ত ট্রায়াল। কিন্তু সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন সর্বসম্মত ভাবে ট্রায়াল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফেডারেশনের সভাপতি সঞ্জয় সিংহ বলেছেন, ''জাতীয় দলের দুই কোচের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রায়ালে খেলোয়াড়দের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সকলেই নিজেদের সেরাটা দিয়ে জেতার চেষ্টা করে। অলিম্পিক্সের আগে চোটের সম্ভাবনা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যাঁরা কোটা জিতেছেন, তাঁরা যোগ্য বলেই জিতেছেন।'' আগামী ৬ থেকে ৯ জুন হাঙ্গেরির বুডাপেস্টে হবে র‍্যাঙ্কিং সিরিজ। সেখানে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে আরও একটি করে কোটা জেতার সুযোগ রয়েছে ভারতের। সেই হিসাব ধরলে প্যারিসে সর্বোচ্চ আট জন ভারতীয় কুস্তিগির অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোটা জিতে আনা কুস্তিগিরেরা অনুশীলনে বা কোনও ভাবে অলিম্পিক্সের আগে চোট পেলে তাঁর জায়গায় কে যাবেন? এক মাত্র তেমন ক্ষেত্রেই বিকল্প কাউকে পাঠানোর কথা ভাববেন ফেডারেশন কর্তারা। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সঞ্জয়।

সন্দীপ লামিছানের বিশ্বকাপ স্বপ্ন সংশয়ে

কাঠমাণ্ডু, ২২ মেঃ ধর্ষণের অভিযোগ থেকে সন্দীপ লামিছানে মুক্তি পেয়েছেন সদ্য। তিনি ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকেও। সেই সন্দীপ লামিছানে তারপরও টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন কিনা, সংশয়ে। নেপালের তারকা ক্রিকেটার ভিসার আবেদন করলেও আমেরিকা তা দেয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত ভিসা পাওয়া যাবে কিনা, সন্দীপ নিজেও নিশ্চিত নন। এই পরিস্থিতিতে আইসিসির হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন নেপালের ক্রিকেটার। নেপাল ক্রিকেট টিমকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে। তাঁর আগে টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক সন্দীপ লামিছানে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এর আগে নেপালের লেগ স্পিনার সন্দীপের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিল। তাঁর দাবি ছিল এক হোটেলে সন্দীপের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নেপালের ক্রিকেটার সেই সময় তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন।

এই অভিযোগের পর সন্দীপ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটেও নির্বাসিত ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন নেপালের সন্দীপ লামিছানে। সম্প্রতি সেখানে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সন্দীপ লামিছানেকে মুক্ত করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ সন্দীপ লামিছানে আজ বিকেলে লেখেন, '২০১৯ সালে ইউএস এম্বাসি নেপাল যা করেছিল, সেটাই আবার করছে। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হবে তার জন্য আমার ভিসার আবেদন খারিজ হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক। আমি নেপাল ক্রিকেটের সমস্ত শুভাকাঙ্খীদের জন্য দুঃখিত।' এর আগে ২০১৯ সালে সন্দীপ তাঁর ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে লিখেছিলেন, 'আজ আমি ইউএস এম্বাসি নেপালে গিয়েছিলাম। সিপিএল টুর্নামেন্টের ভিসার জন্য। জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছি আমি। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি ২০১৬ সাল থেকে একাধিক লিগে আমি খেলেছি। তারপরও আমার ভিসা আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় আমি হতবাক।'

ধোনির সতীর্থকে নিয়ে কাড়াকাড়ি

চেন্নাই, ২২ মেঃ আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের দলগঠন হয়ে গেল। সেখানে সব থেকে বেশি দাম পেলেন মাথিসা পাথিরানা। চেন্নাই সুপার কিংসের এই পেসার আইপিএলে যে টাকা পান তার পাঁচ গুণ বেশি পেলেন লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে। কলম্বো স্ট্রাইকার্স প্রায় ১ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে পাথিরানাকে। নিলামে একই দর দিয়েছিল গল স্ট্রাইকার্স। কিন্তু আগে কলম্বোয় ছিলেন তিনি। তাই 'রাইট টু ম্যাচ কার্ড' নিয়মের মাধ্যমে পাথিরানাকে দলে ফিরিয়ে নেয় কলম্বো। ২০২২ সালের আইপিএল নিলামে অবিক্রিত ছিলেন পাথিরানা। কিন্তু অ্যাডাম মিলনে চোট পেয়ে বাদ হয়ে যাওয়ার পর ২০ লক্ষ টাকা (পাথিরানার ন্যূনতম মূল্য) দিয়ে পাথিরানাকে নিয়েছিল চেন্নাই। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাইয়ের হয়ে এ বারে দারুণ ফর্মে ছিলেন পাথিরানা। ৬ ম্যাচে ১৩ উইকেট নেন তিনি। কিন্তু তার পরেই চোট পেয়ে যান। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি টাকা পেলেন পাথিরানা। ১ জুলাই থেকে শুরু লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই শুরু হবে শ্রীলঙ্কার আইপিএল। সেখানে খেলতে দেখা যাবে পাথিরানাকে।

আমেরিকার কাছেও হার বাংলাদেশের

অধিনায়ক বলছেন, ব্যাটাররা স্কিল নিয়ে কাজ করছে!

হাউজটন, ২২ মেঃ বিশ্ব ক্রিকেটে দুধের শিশু আমেরিকার কাছেও হারল বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে আমেরিকার কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তাওহিদ হৃদয়ের ফিফটিতে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান করে বাংলাদেশ। জবাবে তিন বল আগেই জয়ের রান তুলে ফেলে আমেরিকার ব্যাটাররা। ম্যাচ শেষে নিজেদের হারের কারণ ব্যাখ্যা করেন অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্ত। তিনি জানান, ''১৫৩ রান জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আরও ২০ রান স্কোর করতে পারলে ভাল হতো। তবে এটা ঠিক, আমাদের ব্যাটাররা নিজেদের স্কিল উন্নত করার চেষ্টা করছে। পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে গেলে এমন ধরনের ফল হতেই পারে।'' বাংলাদেশ অধিনায়ক আরও বলেছেন, ''আমরা জিম্বাবোয়ে সিরিজেও ভাল খেলতে পারিনি। তারপর আবার সিরিজে ফিরে এসেছি,

তাই এই হার নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমরা আবারও নিজেদের ছন্দে ফিরে আসব।'' ম্যাচে বাংলাদেশের পেসাররা ভাল বোলিং করতে পারেননি। কিন্তু স্পিনাররা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে বিপক্ষকে চাপে রেখেছিলেন। শাকিব আল হাসান ভাল বোলিং করলেও দল হেরে গিয়েছে। সেই নিয়ে দলের অধিনায়ক শান্ত জানান, ''বিশ্বকাপের আগে সবদিক থেকেই আমাদের দেখে নিতে হবে। এই একটা হারে কিছু বদল হয় না। নিজেদের ফোকাস ঠিক রাখলে ভাল কিছু হতেই পারে আগামী দিনে।''

ব্রোঞ্জজয়ী মহিলা বক্সারকে সাসপেন্ড করল আইটিএ

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ গত বছর এশিয়ান গেমসে ১০৭টি পদক জিতেছিল ভারত। কিন্তু সেই পদকসংখ্যা থেকে একটি কমে যেতে চলেছে। এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন মহিলা বক্সার পারভীন হুডা। কিন্তু তাঁকে ২২ মাসের জন্য নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। ফলে ভারতের থেকে একটি পদক ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন পারভীন। তার ফলে প্যারিস অলিম্পিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁকে নিলম্বিত করেছে ইন্টারন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (আইটিএ)। কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতলে তার পরের ১২ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে পদকজয়ীকে জানাতে হয়, তিনি কোথায় রয়েছেন, কী করছেন। কিন্তু গত ১২ মাসে তিন বার নিজের তথ্য দেননি পারভীন। তার ফলেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আইটিএ একটি বিবৃতিতে বলেছে, বক্সার পারভীন হুডা গত ১২ মাসে তিন বার নিজের ব্যক্তিগত তথ্য জমা দেননি। তার ফলে আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার ডোপ বিরোধী নিয়মের ২.৪ ধারায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আগামী ২২ মাসের জন্য পারভীনকে নিলম্বিত করা হয়েছে। তার ফলে ১১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১৭ মে ২০২৪-এর মধ্যে তিনি যে যে পদক জিতেছেন তা ফেরত নেওয়া হবে। এই ঘটনায় সম্মানহানি হয়েছে ভারতীয় বক্সিং সংস্থার।

চেলসি ছাড়লেন পচেত্তিনো

চেলসি, ২২ মেঃ মাত্র এক মরসুম কোচের দায়িত্ব পালনের পরই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চেলসি ছেড়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। গতকাল এই খবর জানিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ষষ্ঠ স্থান নিয়ে এবারের মরসুম শেষ করেছে চেলসি। লিগে চেলসি নিজেদের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই জিতেছে। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা হয়নি, জেতা হয়নি একটি ট্রফিও। পচেত্তিনোর কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে চেলসির বিবৃতিতে বলা হয়, 'চেলসি নিশ্চিত করছে, ক্লাব এবং মরিসিও পচেত্তিনো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।' আমেরিকান ধনকুবের টড বোয়েলি ও ব্যক্তিগত ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ক্লিয়ারলেক ক্যাপিটালের মালিকানায় মাত্র দুই বছরের মধ্যে নতুন খেলোয়াড় কেনায় ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছে চেলসি। বেশির ভাগ অর্থ খরচ করা হয় উঠতি তরুণ খেলোয়াড়দের পেছনে। পচেত্তিনো তখন বলেছিলেন, দলে অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং ক্রমাগত চোটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা সম্ভব হচ্ছে না। লিগ কাপ ফাইনালে লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে চেলসি। এফএ কাপ সেমিফাইনালে একই ব্যবধানে হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে। তবে লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৫ ম্যাচ জিতে চেলসি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় জায়গা নিশ্চিত করেছে। ২৫ মে ওয়েম্বলিতে এফএ কাপের ফাইনালে সিটির কাছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হারলে ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগে জায়গা করে নেবে চেলসি। কিন্তু ইউনাইটেড এফএ কাপ জিতলে চেলসিকে খেলতে হবে কনফারেন্স লিগ। চেলসি থেকে বিদায়বেলায় পচেত্তিনো বলেছেন, ''এই ফুটবল ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য চেলসির মালিকানা গ্রুপ ও ক্রীড়া পরিচালকদের ধন্যবাদ। ইউরোপে ও প্রিমিয়ার লিগে আগামী বছরগুলোয় এগিয়ে যেতে ক্লাব এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে।'' চেলসির ক্রীড়া পরিচালক লরেন্স স্টুয়ার্ট ও পল

উইনস্ট্যানলি বলেছেন, ''এই মরসুমের পারফরম্যান্সের জন্য চেলসির সবার পক্ষ থেকে আমরা মরিসিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'' বোয়েলি চেলসির মালিকানা বুঝে নেওয়ার পর এ দুই বছরে চারজন কোচ পাল্টাল ইংলিশ ক্লাবটি। টমাস টুখেল, ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ও গ্রাহাম পটারের পর এবার পচেত্তিনোও বিদায় নিলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, মরসুমের পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করতে দুই ক্রীড়া পরিচালক স্টুয়ার্ট ও উইনস্ট্যানলিকে নিয়ে গত শুক্রবার চেলসির সহমালিক বোয়েলির সঙ্গে ডিনারে বসেছিলেন পচেত্তিনো। এরপরই আর্জেন্টাইন কোচের বিদায় নিশ্চিত হয়। ৫২ বছর বয়সী পচেত্তিনো গত বছর জুলাইয়ে দুই বছর মেয়াদে চেলসি কোচের দায়িত্ব নেন। ২০২২-২৩ মরসুমে ১২তম স্থান নিয়ে লিগ শেষ করা ক্লাবটিকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। তবে সে জন্য টাকাও ঢালতে হয়েছে। ১১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে ময়েজেস কাইসেদোকে কিনে ভেঙেছেন ব্রিটিশ ট্রান্সফার ফির রেকর্ড। তবে লিগে এবারের মরসুমে চেলসির শুরুটা ভালো ছিল না। নিজেদের প্রথম ১০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিন ম্যাচে জিতেছিল চেলসি। কিন্তু মরসুমের দ্বিতীয় ভাগে এসে ঘুরে দাঁড়ায় ক্লাবটি। এ সময় শুধু সিটি, আর্সেনাল ও লিভারপুলই চেলসির চেয়ে বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে পেরেছে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চেলসির পরবর্তী কোচ হওয়ার দৌড়ে বিবেচনায় আছেন একাধিক ব্যক্তি-স্টুটগার্টের কোচের সেবাস্তিয়ান হোয়েনেস, জিরোনার কোচ মাইকেল, ইপসউইচ টাউনের কিয়েরন ম্যাককেনো ও লেস্টার সিটির কোচ এনজো মারেসকা। পচেত্তিনো ২০০৯ সালে এসপানিওলের দায়িত্ব নিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। সেখান থেকে সাউদাম্পটন ঘুরে ২০১৪ সালে যোগ দেন টটেনহাম হটস্পারে। পাঁচ বছরের মধ্যে ক্লাবটিকে লিগ টেবিলে নিয়মিত শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে রেখেছেন পচেত্তিনো, ২০১৯ সালে তুলেছিলেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও। ২০১৯ সালে টটেনহাম থেকে ছাঁটাই হওয়ার দুই বছর পর পিএসজি কোচের দায়িত্ব নেন পচেত্তিনো। ফরাসি ক্লাবটিতে ১৮ মাসের ব্যবধানে লিগ আঁ ও ফ্রেঞ্চ কাপ জেতেন। ২০২২ সালের জুলাইয়ে পিএসজির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায় পচেত্তিনোর।

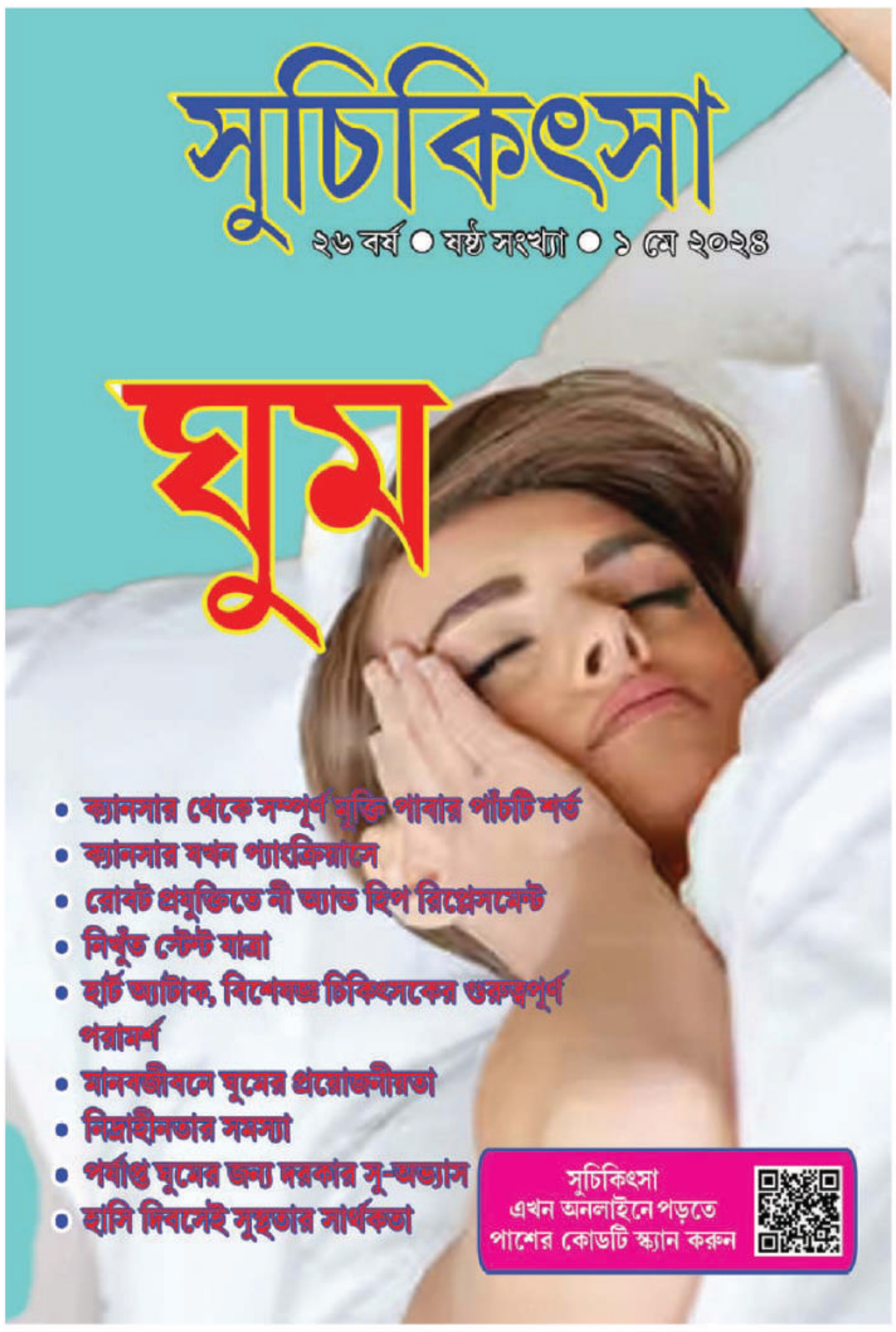

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com